ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

[তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস এবং আধুনিক তথ্যাবলি ও বর্তমান অবস্থার আলোকে সূরা কাহাফের অধ্যয়ন]

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

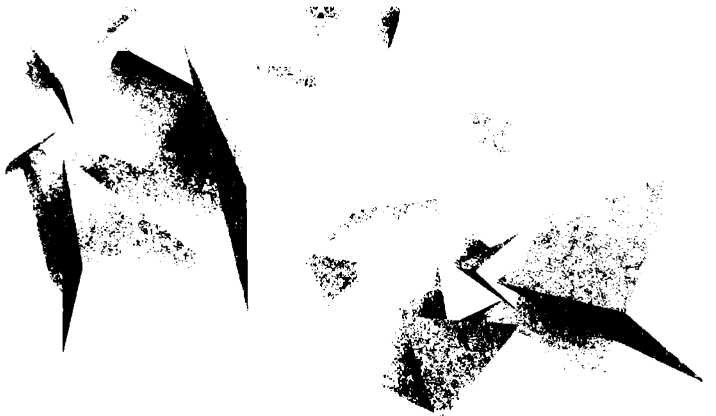

রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

[তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস এবং আধুনিক তথ্যাবলি
ও বর্তমান অবস্থার আলোকে সূরা কাহাফের অধ্যয়ন]

মূল :
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন
শিক্ষক, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলূম
মুসলিম বাজার, মিরপুর-১২, ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

মূল — সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদ — মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

প্রথম প্রকাশ — অক্টোবর ২০১৭

প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ — শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস
৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।

একমাত্র পরিবেশক — রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯।

মূল্য : ২০০/- (দুইশো টাকা)

EMAN O BOSTUBADER SONGHAT
Writer : Abul Hasan Ali Nadvi rh. Published by : Rahnuma Prokashoni.
Price : Tk. 200.00. US $ 08.00 only.

ISBN 978-984-90617-6-2
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
www.rahnumabd.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দারুল উলূম ওয়াকফ স্টেটের সাবেক মুহাদ্দিস
আমাদের উসতাযে মুহতারাম, শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা আবু জাফর কাসেমী
যাঁর সান্নিধ্যে ঈমান জেগে ওঠে!

—সাদ আবদুল্লাহ মামুন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শোকরনামা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত এটি সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর লেখা *আস-সিরাউ বাইনাল ঈমানি ওয়াল মাদ্দিয়াত* (الصراع بين الإيمان والمادية)-এর অনুবাদগ্রন্থ। আরবী কিতাবটির উর্দু সংস্করণের নাম *মাআরেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত* (معرکہ ایمان ومادیت)। সূরা কাহাফের আলোচিত অন্যতম ৪টি বিষয় : আসহাবে কাহাফ, দুই বাগিচার মালিক, হযরত মুসা ও খিযির আলাইহিমাস সালামের সফর এবং বাদশা যুলকারনাইন। এ চারটি বিষয়কে নির্ভর করে অসাধারণ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন হযরত নদভী রহ.।

হযরত নদভী রহ.-এর রচনামাত্রই পাঠকের ঈমানকে জাগিয়ে তোলে। চিন্তা ও চেতনাকে শানিত করে। বিবেক ও বিবেচনাকে আন্দোলিত করে। আমাদের ধারণা, এ গ্রন্থে তাঁর লেখার সেইসব প্রসাদগুণ যেন আরও মাত্রা পেয়েছে।

বছর কয়েক আগের কথা। দরস-তাদরীসেই সময় কাটছিল। পাশাপাশি কিছু একটা লেখার তেমন কোনো চেষ্টা হচ্ছিল না। এমন নিষ্ফল সময় ব্যয় করছি জেনে আমাদের প্রতি মুশফিক, সময়ের ঈমানী চেতনাদীপ্ত সাংবাদিক হৃদয়জাগানিয়া সাহিত্যিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব আমাকে ও সহকর্মী মাওলানা শামীম আহমাদকে মূল লেখার পাশাপাশি কিছু অনুবাদের কাজ করার পরামর্শ দেন। তাঁর কল্যাণেই এর সপ্তাহখানেক পর (১২ জানুয়ারি ২০১৩) *রাহনুমা প্রকাশনী* থেকে এ কিতাবটির উর্দু পাণ্ডুলিপি হাতে আসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চার বছর পর নানান বাঁধ ও বাধা পেরিয়ে অনুবাদের এ ডুবো ডুবো তরীটি ঘাটে এসে সহী সালামতেই নোঙর করে! তখন সবটা হৃদয় প্রেমকণ্ঠে গেয়ে ওঠে—শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

এ শুভক্ষণে মনে পড়ে আমাদের উসতাযে মুহতারাম মুফতী আবদুল ওয়াহিদ কাসেমী দা. বা.-এর কথা। তিনি লেখালেখির বিষয়টিকে পছন্দ করেন। তাঁর শাগরিদদের এ ব্যাপারে প্রায়ই তিনি উদ্দীপ্ত করেন। এ অভাজনও হযরতের উৎসাহ পেয়ে আসছি তালেবে ইলমের যামানা থেকে। আল্লাহ, আপনিই তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

অনুবাদের কাজটি সমাপ্তিতে এসে পৌছুতে সহযোগিতা করেছেন অনেক বন্ধু-ই। সঙ্গ দিয়ে প্রীত করেছেন লেখক শামীম আহমাদ ও বন্ধুপ্রিয় মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন। প্রুফ দেখে দিয়েছে স্নেহের আবু হুরাইরা ও জহুরুল ইসলাম। নাম-বলা না-বলা সব বন্ধুদের জন্যই কামনা—জাযাহুমুল্লাহ!

বইটি প্রকাশ করছে *রাহনুমা প্রকাশনী*। কামনা করি, প্রকাশনায় তারা 'রাহনুমা' হয়ে উঠুক।

আল্লাহ তাআলা আসলাফ ও আকাবিরের মতো আমাদেরও কবুল করুন। আমীন।

দুআর মুহতাজ
সাদ আবদুল্লাহ মামুন
ঢাকা। ১৬ আগস্ট ২০১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

মাআরেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত (معركہ إيمان و ماديت)——এটি আমার আরবী কিতাব *আস-সিরাউ বাইনাল ঈমানি ওয়াল মাদ্দিয়াত*-এর (الصراع بين الإيمان المادية) উর্দু তরজমা। ১৩৯০ হিজরী (১৯৭১ ঈ.) সনে কিতাবটি কুয়েতের দারুল কলম থেকে প্রকাশিত হয়। কিতাবটির উর্দু তরজমা করেছে আমার অধিকাংশ আরবী কিতাবের উর্দু-অনুবাদক, *আল-বাআছুল ইসলামী*র সম্পাদক, প্রিয় ভাতিজা মাওলানা মুহাম্মাদ হাসানী।

এ কিতাবে অধিকাংশ আয়াতের তরজমা নেওয়া হয়েছে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ.-এর *তরজমানুল কুরআন* থেকে। কেননা, তাঁর তরজমার সঙ্গে আমার এ কিতাবের বিষয়, ভাব ও রচনারীতির অন্তরঙ্গতা রয়েছে। যেখানে তাঁর তরজমা নিতে পারিনি, সেখানে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর *তাফহীমুল কুরআন* এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর *বয়ানুল কুরআন* থেকে সহযোগিতা নিয়েছি।

প্রিয় পাঠক, কিতাবটি কীভাবে লিখিত হয়েছে, এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য কীভাবে পূর্ণতার স্তরগুলো অতিক্রম করেছে, এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবস্থা ও প্রকৃতি কী, এর বিষয়বস্তু গ্রহণের উৎস কী, এবং কোন-কোন হযরতের তাহকীক ও মতামত থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে, এ কিতাবের সঙ্গে বর্তমান যুগ-যামানার কী সম্পর্ক, এবং এ সূরা থেকে কী রাহনুমায়ি ও রোশনি, কী আলো ও হেদায়েত হাসিল হবে——এসব প্রশ্নের জবাব আপনি নিজেই কিতাবটির মধ্যে পেতে থাকবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মহান আল্লাহর দরবারে প্রত্যাশা—কিতাবটি অধ্যয়নে সূরা কাহাফের উলূম ও হাকায়েক, প্রকৃত জ্ঞান ও নিগূঢ় বাস্তবতার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে সহজ হবে; এবং কুরআন মাজীদের বিস্তৃত-ব্যাপক ইলম অনুধাবন ও গবেষণায় সহযোগী হবে। মহান আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা!

আবুল হাসান আলী নদভী

দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলি, ভারত।

২৩ মুহাররম ১৩৯২ (১০ মার্চ ১৯৭২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

আসহাবে কাহাফ

সূরা কাহাফের সঙ্গে আমার পরিচয়——১৭

আখেরি যামানার ফেতনার সঙ্গে সূরা কাহাফের সম্পর্ক——১৯

সূরা কাহাফের আলোচ্য বিষয় শুধু একটি——২১

দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের প্রভাব——২৪

ইহুদি-খৃস্টানদের পারস্পরিক চরিত্র——২৮

সূরা কাহাফের চার ঘটনা——৩৪

দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি দু'টি——৩৪

সূরা কাহাফ ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাতের বিবরণ——৩৮

আসহাবে কাহাফের ঘটনা——৩৮

খৃস্টানদের মধ্যে আসহাবে কাহাফের আলোচনা——৩৯

কুরআন মাজীদ এ ঘটনাকে কেন নির্বাচন করেছে——৫৭

আসহাবে কাহাফের সঙ্গে মক্কার মুসলমানদের মিল——১৬৩

ইতিহাস আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়——৬৮

মূর্তিপূজা ও উচ্ছৃঙ্খল শাসনকাল——৭১

আপোষহীন মুমিন——৭২

বিশ্বাসহীন জীবন ও জীবনহীন বিশ্বাস——৭৬

জন্মভূমি ত্যাগের সঠিক নিয়ম——৭৭

ঈমান ও যৌবন এবং আল্লাহর দিকে পালানোর পুরস্কার——৭৭

ঈমানী গুহার জিন্দেগি——৮১

রোমে ক্ষমতার পালাবদল——৮২

গতকালের নির্বাসিতরা আজ বীরপুরুষ——৮৫

বস্তুবাদের ওপর ঈমানের বিজয়——৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দাজ্জালি সভ্যতায় বস্তুবাদ ও তার প্রভাব———৯৩
ইনসাফ ও পরিমিতি কেবল ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য———৯৬

দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা———১০০
বস্তুবাদের সংকীর্ণতা———১০১
সূরা কাহাফের রুহ———১০৬
দিল থেকে মাশাআল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলা———১০৬
দুই বাগিচার মালিকের শিরক———১১১
বর্তমান যুগের শিরক———১১২
কুরআনের রৌশনিতে দুনিয়ার জীবন———১১৫
ইসলাম ও বস্তুবাদী দর্শনের মাঝে পার্থক্য———১২১
নবুওয়াতি মাদরাসার ছাত্র এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি———১২৪
আখেরাতের বিষয়ে আধুনিক সভ্যতার দুর্বলতা———১২৭
নববী দাওয়াত আর সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাঝে পার্থক্য———১২৯
শক্তির উৎস এবং অগ্রসরতার চালিকাশক্তি———১৩০
সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই———১৩১

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও
হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা———১৩৪
আশ্চর্য ও বিস্ময়ের সমাবেশ———১৩৭
বাস্তবতা কত আশ্চর্যময়———১৩৯
মানব-জ্ঞান অসম্পূর্ণ———১৪২
বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ———১৪৪

যুলকারনাইন বাদশা———১৪৬
যুলকারনাইন ও লৌহপ্রাচীর-নির্মাণ———১৪৬
নেককার ও সংশোধনকারী বাদশা———১৫২
মুমিনের দূরদর্শিতা এবং দীনি উপলব্ধি———১৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা পশ্চিমাদের স্বভাব———১৫৯
বস্তুবাদী সভ্যতার শেষ পরিণাম———১৬১
দাজ্জালের আলামত নাস্তিকতা ও বিপন্নতা———১৬২
জীবন-জগতে দাজ্জালের প্রভাব———১৬৫
মনে করবে আমরা অনেক ভালো কাজ করছি———১৬৮
মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি———১৭১
নবুওয়াতের জরুরত এবং নবীর স্বাতন্ত্র্য———১৭৪
শেষকথা———১৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসহাবে কাহাফ

সূরা কাহাফের সঙ্গে আমার পরিচয়

জীবনের শুরু সময় থেকে জুমার দিন যেসব সূরা তেলাওয়াত করা আমার আমল ও অভ্যাস, তার মধ্যে সূরা কাহাফ অন্যতম।[১] হাদীস শরীফ অধ্যয়নের সময় দেখলাম, নিয়মিত সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করার এবং এটি মুখস্থ করার জন্য একাধিক হাদীসে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সূরা কাহাফকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজতের মাধ্যম বলা হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه.

---

১. আমলের এ অভ্যাসটি মূলত আমার মরহুমা আম্মাজানের তরবিয়তের নতিজা। তিনি সবসময় আমাকে তাকিদ করতেন, আমি যেন জুমার দিন সূরা কাহাফ অবশ্যই পড়ি। তিনি প্রায় সময়ই আমার থেকে হিসাব নিতেন, সূরা কাহাফের আমল হয়েছে কি না। সূরা কাহাফ এভাবে পড়তে পড়তেই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আম্মাজান কুরআন শরীফের হাফেযা ছিলেন। তিনি দীনি বিষয়ে ব্যক্তিগত অধ্যয়নে ছিলেন অনন্যা। তাহযিব-তামাদ্দুন ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তিনি ছিলেন বিশেষ গুণ ও রুচির অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র মানসিকতার উচ্চ মানের কবিপ্রতিভা দান করেছেন। তাঁর দোয়া ও মুনাজাত, দরূদ ও সালাম, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ভরসা ও হৃদয়োত্তাপ এ সবই ছিল মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর নিবেদিত হৃদয় ও আত্মার বিনীত প্রকাশ। তিনি ১৩৮৮ হিজরীর জুমাদাল উলায় ইন্তেকাল করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে পড়বে, কেয়ামতের দিন তার জন্য একটি নূর প্রকাশ পাবে। যা তার স্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে। আর যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত পড়বে, এরপর যদি দাজ্জাল বের হয়, দাজ্জাল তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (*মুসতাদরাকে হাকেম* : ২০২৭)

ইবনে মারদুইয়্যা রহ. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার সূরা কাহাফ পড়বে, সে আট দিন পর্যন্ত ফেতনা থেকে হেফাজত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তা হলে তার ফেতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (*সহীহ মুসলিম* : ৩৩৪৮, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৩৪২)

অন্য হাদীসে হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত পড়বে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত থাকবে। (*মুসনাদে আহমাদ* : ২৬২৪৪)

বহু হাদীসে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করার দ্বারা দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত ও নিরাপদ থাকার ফজিলত বর্ণিত আছে। কোনো হাদীসে প্রথম ১০ আয়াতের কথা রয়েছে। কোনো হাদীসে শেষ ১০ আয়াতের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় রয়েছে সূরা কাহাফে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, এ সূরার মধ্যে বাস্তবেই এমন অর্থ ও তাৎপর্য, এমন বার্তা ও সতর্কতা, পরামর্শ ও পথনির্দেশ, উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে—যা দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচাতে পারে। যে ফেতনা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বারবার পানাহ চেয়েছেন। এর থেকে বাঁচার জন্য উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, যা সবচেয়ে বড় আখেরি ফেতনা, যার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَّالِ.

অর্থ : আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ঘটনা নেই। (*সহীহ মুসলিম* : ৫২৩৯)

আমি ভাবতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআন মাজীদ এবং এর রহস্য ও ইলম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচা ও রক্ষার জন্য কুরআনের সকল সূরার মধ্যে এ সূরাকে নির্বাচন করলেন কেন?

আখেরি যামানার ফেতনার সঙ্গে সূরা কাহাফের সম্পর্ক

আমার অন্তর এ রহস্য জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমি জানতে চাই, সূরা কাহাফের এ বৈশিষ্ট্য কী? দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত ও রক্ষার যে খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন, সূরা কাহাফের সঙ্গে তার অর্থগত ও যৌক্তিক এ সম্পর্কটা কী? কুরআন মাজীদে ছোট-বড় সব ধরনের সূরা রয়েছে। আখেরি যামানার ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য অন্য সব সূরা বাদ দিয়ে এ সূরা নির্বাচন করার কারণ কী? এমন জবরদস্ত খাসিয়াত ও শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য কী আছে, যা শুধু এ সূরার মধ্যেই রয়েছে!

গভীর জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ এবং প্রথম স্তরের মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, সূরা কাহাফে আখেরি যামানার ৮০টির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মতো ফেতনা সম্পর্কে বর্ণনা, ইশারা ও ইঙ্গিত রয়েছে। সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে যে নতিজা প্রকাশ পায় তা হলো, এ সূরার মধ্যে দাজ্জালি ফেতনা সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা ও নির্দেশনা রয়েছে।[১]

সংক্ষেপে আমার কাছে এ সূরা সম্পর্কে যা মনে হয়েছে, তা হলো সূরা কাহাফ কুরআনের জরুরি এমন একটি একক সূরা, যার মধ্যে শেষ যামানার ছোট-বড় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফেতনা থেকে বাঁচার সবচেয়ে বেশি উপায় ও উপকরণ রয়েছে। এর মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা সবার আগে। এ সূরায় ফেতনাসমূহের গতি ও প্রকৃতি যেমনিভাবে বর্ণিত আছে, তেমনিভাবে সেগুলো থেকে বাঁচা ও পরিত্রাণের সমাধানও রয়েছে। সূরা কাহাফে এমন সতর্কবাণী রয়েছে, যা দাজ্জালের মতো ভয়ঙ্কর ফেতনাকেও রুখে দিতে পারে এবং দাজ্জালের প্রভাব, প্রলয়কে পরাস্ত করতে পারে। এ সূরা আখেরি যামানার ফেতনাগুলোকে যেভাবে চিহ্নিত করতে পারে, তেমনি সেগুলোকে নিশ্চিহ্নও করতে পারে। ছোট-বড় যে কোনো ফেতনাকেই এই সূরা নির্মূল করতে পারে। কেউ যদি এ সূরার সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক করে নেয় এবং এর অর্থ ও মর্মার্থ মনে-প্রাণে গেঁথে নেয়, যার পদ্ধতি হলো এ সূরা মুখস্থ করে নেওয়া এবং বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, তা হলে সে কেয়ামতপূর্ব সব ধরনের ফেতনা থেকে

---

১. আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনি রহ. (৯৮৬ হি.) বলেন, আখেরি যামানার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মুসিবত হবে দাজ্জালি ফেতনা। এর থেকে হেফাজত লাভের জন্য হাদীস শরীফে সূরা কাহাফ নিয়মিত তেলাওয়াত করার তাকিদ করা হয়েছে। যেভাবে আসহাবে কাহাফ জালেম বাদশার কুফুরি ফেতনা থেকে ঈমানসহ হেফাজত ও নিরাপদ ছিল, সূরা কাহাফের আমলকারী ব্যক্তিও এভাবে হেফাজত ও নিরাপদ থাকবে। এবং প্রত্যেক ওই দাজ্জাল, যে কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে, সূরা কাহাফের আমলকারী তার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। দাজ্জালের আশ্চর্যজনক চেহারা-সুরত, স্বভাব-প্রকৃতি, আচরণ ও নিদর্শন এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রতি মনোযোগী হবে এবং এর আয়াতসমূহ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে, সে কোনো ফেতনায় ফাঁসবে না।

আমার মনে হয়, সূরা কাহাফের এ স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির কারণে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল। (*মাজমাউ বিহারিল আনোয়ার*)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুক্ত থাকবে। দাজ্জালের মতো ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকেও হেফাজত ও নিরাপদ থাকবে।

সূরা কাহাফে আখেরি যামানার সমূহ ফেতনা এবং মানুষের ঈমানহরণ ও বিনষ্টকারী দাজ্জাল সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ ও বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে এ বিষয়ে এমন সব জীবন্ত দৃষ্টান্ত, ইশারা ও দিশা, যার মাধ্যমে সব যুগের সব দেশের মানুষ আখেরি যুগের ফেতনা ও দাজ্জালকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করতে পারবে। এবং এর মাধ্যমে তারা জেনে নিতে পারবে, এ সকল ফেতনার ভিত্তি কী? এগুলোর সুরতেহাল ও হাকিকত কী?

সর্বোপরি সূরা কাহাফ মুসলিম ও মুমিনের জেহেন ও দেমাগকে, মেধা ও মস্তিষ্ককে যাবতীয় ফেতনা রোখার জন্য তৈয়ার ও প্রস্তুত রাখে। সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহসী ও উদ্দীপ্ত করে। এ সূরায় এমন এক রুহ ও প্রাণ রয়েছে, যা দাজ্জাল ও দাজ্জালি ফেতনাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে-ধরিয়ে দেয়। এ সূরায় এমন চেতনা ও প্রেরণা রয়েছে, যা দাজ্জালি ফেতনার যে কোনো ছলাকলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস যোগায়। এ সূরায় এমন স্পিড ও গতি রয়েছে, যা দাজ্জালি ফেতনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়।

সূরা কাহাফের আলোচ্য বিষয় শুধু একটি

আমি সংক্ষিপ্তাকারে এসব ভাবনা নিয়ে সূরা কাহাফে এমনভাবে মনোনিবেশ করলাম, যেন এ সূরা আমার জন্য একেবারেই নতুন। এ সূরা সম্পর্কিত আমার প্রাথমিক ভাবনাগুলো নিয়ে এর বিষয়বস্তু তালাশে গভীরভাবে নিমগ্ন হলাম। আমি অনুভব করতে লাগলাম, সূরা কাহাফ তথ্য ও তত্ত্বের এবং জ্ঞান ও উপলব্ধির এক নতুন জগৎ, যা থেকে এর আগ পর্যন্ত আমি অজানা ও অপরিচিত ছিলাম। আমি দেখলাম, পুরো সূরা শুধু একটি বিষয়ের ওপর—যা আমি 'ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত' বা 'গায়েবি শক্তি ও বস্তুবাদী দুনিয়া' নামে ব্যক্ত করতে পারি। এ সূরায় যতগুলো ইশারা ও ইঙ্গিত, উপমা ও উপাখ্যান, উপদেশ ও নসীহত,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিবরণ ও ঘটনা রয়েছে—সবগুলো এই একটি বিষয়কেই নির্ণিত ও প্রমাণিত করছে—ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত। এই প্রমাণ কখনো প্রকাশ্যে, স্পষ্ট ও শক্তভাবে; আবার কখনো অপ্রকাশ্যে, ইশারা-ইঙ্গিতে ও হালকাভাবে। সূরা কাহাফকে এভাবে আবিষ্কার করতে পারার বিজয়ে আমার মধ্যে সুখানন্দ অনুভব হলো। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত এবং কুরআন মাজীদের অসীম জ্ঞান-রাজ্যের এক বিস্ময়কর দিগন্ত আমার সামনে উদ্ভাসিত হলো।

আমার মধ্যে এ অনুভূতিই ছিল না, কুরআন মাজীদ আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে নাজিল হয়েছে। বর্তমান দাজ্জালি সভ্যতা-সংস্কৃতি, যা ১৭০০ শতাব্দীতে জন্ম নিয়ে ক্রমশ বিস্তার ঘটেছে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে পূর্ণতা ও পক্বতা লাভ করেছে। কুরআন মাজীদ দাজ্জালি সভ্যতার উৎস ও সূচনা, উত্থান ও প্রসার, বিস্তৃতি ও সমাপ্তি এবং এর শিরোনাম ও স্লোগান, কূট ও কৌশল, চালিকাশক্তি ও মাকসাদ সম্পর্কে এমন সত্য বিবরণ ও স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে, যা মানুষের কাছে এ ফেতনার হাকিকত ও বাস্তবতাকে একদমই দৃশ্যমান করে দিয়েছে। তা ছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতি জবানেও বস্তুবাদী ভোগবাদ সভ্যতাকে দাজ্জালি সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আজ থেকে আনুমানিক ২৫ বছর আগের কথা। আমি যখন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় তাফসীরের শিক্ষক ছিলাম, তখন 'দাজ্জাল ও দাজ্জালি সভ্যতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেটি *তরজমানুল কুরআন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল; পত্রিকাটি তখন মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর তত্ত্বাবধানে হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হতো।

এ সময় হযরত মাওলানা মানাযিরে আহসান গিলানি রহ.-এর সোহবত-সান্নিধ্যে অবস্থান করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখন তিনি হায়দারাবাদের জামিয়া উসমানিয়ার দীনি বিভাগের সদর-প্রধান ছিলেন। ১৩৬৬ হিজরীর (১৯৪৬ খৃ.) কথা। প্রতি রাতে হযরতের সঙ্গে আমার ইলমী আলোচনা হতো। সে সময় তিনি বললেন, বস্তুবাদী দাজ্জালি সভ্যতার ওপর লেখা আমার প্রবন্ধটি তাঁর নজরে পড়েছে। তা ছাড়া তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিজেও দাজ্জাল ও দাজ্জালি ফেতনার বিষয়ে তাঁর আদত মোতাবেক অনেক বড় ও বিস্তারিতভাবে লিখছেন; এবং সেটি প্রকাশের জন্য হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী (রহ.)-এর সম্পাদিত মাসিক *আল-ফুরকান* পত্রিকায় পাঠাবেন।

হযরত মানাযির আহসান গিলানি রহ.-এর ইন্তেকালের পর তাকে নিয়ে *আল-ফুরকানে*র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'বস্তুবাদ ও দাজ্জালি ফেতনা'র বিষয়ে হযরতের লেখা সুবৃহৎ প্রবন্ধের পুরোটিই সেই সংখ্যায় ছাপা হয়।

হযরত গিলানি রহ.-এর বৃহৎ প্রবন্ধটি যখন *আল-ফুরকানে*র বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, তখন সেটি আমাকে সূরা কাহাফ নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে; এবং এ বিষয়ে কিছু লিখতে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে তুলেছে। তখন মনে হয়েছে, এ গুরুত্বপূর্ণ সূরায় শেষ যুগের সমূহ ফেতনা, আন্দোলন, আহ্বান, মতবাদ, দর্শন এবং লাগামহীন ভাবনা-চিন্তার উদ্ভট প্রবণতা—বিশেষ করে দাজ্জালি ফেতনা সম্পর্কে সচেতনতা ও সতর্কতার যে বার্তা ও বর্ণনা রয়েছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব। এবং সূরা কাহাফে যেসব উপদেশ ও নসীহত, নিশান ও আলামত সুপ্ত রয়েছে, সেদিকে খানিকটা ইশারা ও ইঙ্গিত করব। সুতরাং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমার দিলে যা কিছু ঢেলেছেন, যা কিছু উদয় ও উদ্ভাস করেছেন, আমি তা লিখতে শুরু করলাম।

হযরত মাওলানা মানাযিরে আহসান গিলানি রহ.-এর প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি; কিন্তু আমি তাঁকে আমার উসতায ও শায়েখগণের মধ্যে গণ্য করতাম; আর তিনিও সবসময় আমাকে তাঁর এক প্রিয় ভাই মনে করতেন। তিনি আমার সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন। হযরত গিলানি রহ.-এর বস্তুবাদ ও দাজ্জালি ফেতনা-বিষয়ক সেই প্রবন্ধে যে সব গভীর ইলমী কথা, উচ্চাঙ্গের ইশারা-ইঙ্গিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় এবং যে সব দামি ও কিমতি যখিরা ও ভাণ্ডার ছিল, তা থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি।

•

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূরা কাহাফ সম্পর্কে সামনে যেসব আলোচনা আসছে, তা মুফাসসিরগণের স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতিতে লেখা হয়নি; বরং সেগুলো হচ্ছে, এ সূরা সম্পর্কে শুধুই আমার অনুভব ও অনুভূতির এবং উদ্ভাবন ও উপলব্ধির প্রকাশ—যা সূরা কাহাফের একটি অনন্য-সাধারণ বর্ণনার সমাহার।

দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের প্রভাব

দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের প্রভাব হবে ভয়ানক। যার দ্বারা সকল বন্ধ তালা খুলে যাবে। সকল নিয়ম ও রীতি ভেঙে পড়বে। তার প্রভাব সবার ওপর পড়বে। সবকিছুতে ছেয়ে যাবে। সাগরের পানিতেও তার প্রভাব বিস্তার হবে। আজকে সারা দুনিয়ায় অনাচার ও অনিষ্টতা, ফেতনা ও ফাসাদ, বিপদ ও বিপর্যয়, কুফুরি ও নাস্তিকতার যে উত্থান ও উত্তাল সয়লাব চলছে, এটাই দাজ্জালের[১] বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যা তার পরিচয় ও আলামত বনে গেছে। দাজ্জাল ও দাজ্জালিপনা এমন এক অক্ষ ও কেন্দ্র, যার বেষ্টনী ও প্রতিপত্তি এবং তার সব মিশন ও ভিশন প্রকাশ্যে চলতে থাকবে। উত্তেজনা ও উন্মাদনার কর্মসূচিগুলো চক্রাকারে বিরতিহীনভাবে চলতে

---

১. ইবনে মানযুর রহ. লিখেছেন : الداجل (আদ-দাজিলু)—অর্থ : ধোঁকাবাজ, প্রতারক, অসভ্য ও মিথ্যুক। আদ-দাজিলু শব্দ থেকে দাজ্জাল শব্দটি গঠিত হয়েছে। দাজ্জালকে মসীহে কাজ্জাবও বলা হয়। তার চরম মিথ্যাচারিতা, আকৃষ্টকরণের প্রভাব ও সম্মোহন শক্তির কারণে এ নামকরণ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে খালুইয়াহ (خالويه) রহ. বলেন, দাজ্জালের ব্যাখ্যা এতটা ভালো আর কারো হয়নি, যতটা হয়েছে আবু আমরের। হযরত আবু আমর রহ. বলেন, জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজিকে দাজ্জাল বলা হয়।

আযহারি বলেন, প্রত্যেক মিথ্যাবাদীই হলো দাজ্জাল। কোনো নকল জিনিসের ওপর সোনার পানির প্রলেপ দেওয়াকে দাজ্জাল বলে। দাজ্জালকে এর সঙ্গে উপমা দেওয়ার কারণ, তার বাইরের দিক এক রকম ভেতরটা আরেক রকম।

আবুল আব্বাস রহ. বলেন, দাজ্জালকে এজন্য দাজ্জাল বলা হয়, সে মানুষকে প্রতারিত করবে এবং মন্দ অসত্য ও অবাস্তব বিষয়কে মানুষের সামনে ভালো সত্য ও বাস্তবরূপে তুলে ধরবে। অথচ তার কথার পুরোটাই হলো মিথ্যা। (*লিসানুল আরব* থেকে সংক্ষেপিত)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকবে। এদের সবগুলো কাজে দাজ্জাল ও দাজ্জালি চরিত্র প্রকাশ পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ.

অর্থ : নিশ্চয় দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তার সঙ্গে থাকবে পানি ও আগুন। লোকেরা যেটাকে পানি হিসেবে দেখবে, সেটা মূলত পুড়িয়ে দেওয়া আগুন। আর যেটাকে দেখবে আগুন, সেটি মূলত ঠাণ্ডা সুমিষ্ট পানি। তোমাদের যে ব্যক্তি তাকে পাবে, সে যেন ওই জিনিসের মধ্যে পতিত হয়, যাকে দেখতে মনে হবে আগুন। মূলত সেটি হচ্ছে পরিচ্ছন্ন সুমিষ্ট পানি। (*সহীহ মুসলিম* : ৫২২৫)

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো কোনো জিনিস থাকবে, যেটাকে সে জান্নাত বলবে, সেটা হবে মূলত জাহান্নাম।

আধুনিক বস্তুবাদ সভ্যতার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে চতুরিপনা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। এর স্পষ্ট প্রমাণ হলো, প্রতারণা থেকে এখন আর কোনো জিনিস মুক্ত নয়। ধোঁকাবাজি থেকে আজ আর কোনো মানুষ নিরাপদ নয়। বাস্তবতা এক রকম কিন্তু নামধাম রাখা হচ্ছে অন্য রকম। বাহ্যিক জাঁকজমক-আড়ম্বর-কভার-চাকচিক্য ও শব্দের খেল ও পরিভাষার ভাওতাবাজির তুফান চলছে যেন সব জায়গায়, সবকিছুতে। এখন ব্যক্তি ও বস্তুর জাহের ও বাতেনের এবং ভেতর ও বাইরের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বস্তুবাদী সভ্যতায় কোনো বিষয়ের শুরু ও শেষ, কথা ও কাজের, কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মগত অভিজ্ঞতা এক হওয়াটা দরকার মনে করা হয় না। এ হলো বর্তমান সভ্যতার ফানুস-অগ্রযাত্রা সম্পর্কে ক্ষণে ক্ষণে সবক দেওয়া দর্শনধারী বস্তুবাদী গলাবাজদের অবস্থা। যারা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধর্মকর্মকে দখল করে নিয়েছে। এবং মানুষের দিল-দেমাগ সবটা বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রসারের ভেলকিতে জাদু ও মোহগ্রস্ত করে রেখেছে।

প্রগতিবাদের নামে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আধুনিকতা, মানবাধিকার, সভ্যতা-সংস্কৃতি; বিশ্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আবহমানতা, শিল্প-কৃষ্টি-কালচার; ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্মনিরপেক্ষতা—এ জাতীয় বেশ কিছু শব্দ ও বাক্য স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হয়; যেগুলোর মধ্যে মুসলমানদের জন্য সত্যিকার কোনো কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধির কিছু নেই। বলতে গেলে, এগুলো অগ্রগতির নামে ব্যবহার করা পথহারাদের বদচিন্তার কুহক ও ধূম্রজাল ছাড়া আর কিছু নয়!

তারা জোর প্রচারণা চালিয়ে আজকের পৃথিবীতে নিজেদের একটা অবস্থা ও অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। তারা লাগামহীন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে দেশ ও সমাজকে এমন একটা স্থানে এনে ফেলেছে, যেখানে মানুষ তাদের এসব চক্রান্তকে অপছন্দ ও অসমর্থন করার নাম হলো—পশ্চাৎগামিতা, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা। ফলে তাদের মন্দ-চিন্তাধারার প্রতি একদল গাফেল মুসলিমের সমর্থন ও আকর্ষণ দিন দিন বেড়ে চলেছে, যা রীতিমতো একটি অসহনীয় বাস্তবতা।

কিছু মেধাবী ও বিচক্ষণ জ্ঞানী মানুষও বস্তুবাদের ক্ষতির ব্যাপারে ভুলের মধ্যে আছে। এমনকি উঁচু স্তরের আহলে ইলম, অসাধারণ যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটা শ্রেণিও ভোগবাদী সভ্যতার ভয়াবহ ক্ষতির ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারণার ঢেউয়ে ভাসছে। দীনি শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তারাও আধুনিক সভ্যতার গুণগান গাইছে। ইসলামের অসমর্থিত ও অপছন্দনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মুগ্ধতার সঙ্গে গ্রহণ করছে। দুনিয়াপূজারিদের হাঁ-র সঙ্গে তারাও হাঁ বলে দিচ্ছে। সভ্যতার দাবিদার নেতা ও দেশগুলোর বস্তুবাদের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে মুসলিমরাও তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তারা বস্তুবাদের ধ্বজাধারীদের কথা ও কাজ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাচাইবাছাই করার দরকার মনে করছে না। আজ তাই ইসলামবিচ্যুত মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও বড় আস্থা ও নির্ভরতা, জোশ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বস্তুবাদী সভ্যতার প্রবক্তা বনে যাচ্ছে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বস্তুবাদী সভ্যতার নীতি-নৈতিকতায় সীমাহীন পতন এবং চারিত্রিক অধঃপতন দেখার পরও নামধারী কিছু মুসলিম তাদের অনুসরণ করছে এবং সে পথে অন্যদেরও বিরামহীন ডাকছে; সভ্যতার দাবিদারদের নির্মম হানাহানিতে পৃথিবী দিন দিন বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে; এটা জানাশোনার পরও তারা সেই তাদেরই ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে থাকতে চাইছে; বস্তুবাদী সভ্যতা পরিকল্পিতভাবে মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে চলছে—এ কথাটুকু বলে শক্তি-সাহস দেখানোর মতো লোকের সংখ্যাও মুসলমানদের মধ্যে কমে আসছে—এগুলো সবই দাজ্জালি ফেতনার আছর, যা বড় দাজ্জাল আসার আগে ছোট দাজ্জালের প্রতারণা ও শঠতায় দুনিয়া ভরে যাওয়ার আলামত। মূল দাজ্জাল আসার আগে পৃথিবীতে এমনটাই হবে। আসল দাজ্জাল এবার যখনই আসুক!

এ দাজ্জালিপনা ও কুফুরি মুসলমানদের মধ্যে হাজার রকমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়ার শত আয়োজনও নিয়মতান্ত্রিকভাবে করা হচ্ছে। দাজ্জালি সভ্যতা মানুষকে ঈমান, ইসলাম ও আখেরাতকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করছে। ইসলামী শরীয়ত ও শিক্ষার বিপরীত চলতে মানুষকে বিরামহীন প্ররোচনা ও উসকানি দিচ্ছে। ফলে মানুষ ঈমান-আমলকে ছেড়ে বস্তুবাদী সভ্যতার দিকে ক্রমেই ঝুঁকছে। পাপ ও অন্যায়ের পথে ছুটছে। অবৈধ বিনোদনের প্রতি মানুষের আকৃষ্টি ও আসক্তিকে চাগিয়ে-জাগিয়ে দিচ্ছে বর্তমান দাজ্জালি-সংস্কৃতি। ভোগ-বিলাসের সব ধরনের পথ ও উপায়কে সহজ ও রঙিন করে তুলছে দাজ্জালি-সভ্যতা।

ঈমান ও আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়া নিয়ে মত্ত হওয়া এমনই এক অনিষ্টতার কেন্দ্রবিন্দু, যা থেকেই উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে সকল অনাচারের। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়—'দুনিয়ার মহব্বত সকল অনিষ্টতার মূল'—সূরা কাহাফে এ বিষয়টিই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে; এবং এ সূরায় যতগুলো আশ্চর্যজনক ঘটনা ও বিস্ময়কর বিষয় ও বাস্তবতার উল্লেখ রয়েছে, তা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেই করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইহুদি-খৃস্টানদের পারস্পরিক চরিত্র

অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে আমাদের এ কথা বলতে হচ্ছে, অবাধ্য খৃস্টান ও বর্বর ইহুদিদের মধ্যে এখন গভীর প্রেমের সম্পর্ক চলছে; অথচ উভয়ের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে রয়েছে চরম পর্যায়ের মতবিরোধ। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীগণ আগমন করেছেন এবং দীন ও ইসলামের তালীম দিয়েছেন। তারা নবীগণের শিক্ষাদীক্ষা ও রুহানিয়াতকে ভুলে গেছে। বর্তমান পৃথিবী সীমাহীন আমোদ-প্রমোদ, যথেচ্ছ ভোগ ও বস্তুবাদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে লিপ্ত ও মত্ত হওয়ার পেছনে এ দু'টি জাতি শরিক ও দায়ী। মানবজাতির আখেরাতের জীবন নিরাপদ ও সুন্দর হওয়ার জন্যও এ দু'টি জাতি সমানভাবে জিম্মাদার ও দায়িত্বশীল।

খৃস্টান জাতি গির্জার পাদ্রিদের জুলুমবাজি এবং ইউরোপীয় শাসকদের নিপীড়ন থেকে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে মুক্তি পেয়েছে। এখন যারা খৃস্টান আছে, মূল ঈসায়িয়্যাত[১] থেকে তাদের সম্পর্ক একদম বিচ্ছিন্ন না হলেও শিথিল তো অবশ্যই হয়ে গেছে। তারা আজ দুনিয়ার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে; এবং বস্তুবাদের ওপর চরমভাবে আসক্ত হয়ে গেছে। এখন খৃস্টান ও ইহুদি উভয়ে মিলে মানুষ ও মানবতাবিধ্বংসী নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে অস্থির, অশান্ত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। প্রকৃত জ্ঞান, সততা, চেতনা; বিবেক আখলাক-চরিত্র, নীতিনৈতিকতা; মনুষ্যত্ব, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি—তাদের থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একজন মানুষের মধ্যে এসব মানবিক গুণাবলি না থাকলে সে যা হয়, তারা আজ তা-ই হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে ইহুদিরা (বিভিন্ন বিষয়ে, যার মধ্যে কিছু আছে তাদের বংশীয় বিষয়াবলি, কিছু আছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা-বিষয়ক, কিছু আছে তাদের নিজস্ব রাজনীতি ও জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত) জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ময়দানে অনেক বেশি পারঙ্গমতা দেখিয়ে যাচ্ছে। তারা একদিকে আধুনিক সভ্যতাকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে; অপরদিকে বিশ্ব-রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, শাসননীতি,

---

১. যারা আপোস-মীমাংসা পছন্দকারী এবং তাওহীদে খালেস তথা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মিডিয়া ও গণমাধ্যম, শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বৈশ্বিক সবকিছুতে তাদের দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ফলে ইহুদি-জাতি এখন পশ্চিমা সভ্যতা ও আধুনিক পৃথিবীতে এমন একটা অবস্থান দখল করে আছে, যাদের অস্বীকার ও উপেক্ষা তো দূরের কথা, এড়িয়ে চলারও কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান পৃথিবীর প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের খোঁজ নিলে আমরা জানতে পারব, ইহুদিদের অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে! বিশ্ব-রাজনীতির খবর নিলে আমরা বুঝতে পারব, বিভিন্ন দেশে ইহুদিদের অবস্থান কী পরিমাণ বেড়েছে; বিশেষ করে পশ্চিমা দেশ ও সমাজে!

এখন এই ইহুদি-সভ্যতা—যাদের মধ্যে আসমানি ধর্মের আদর্শ ও আখলাকি সৌন্দর্য না থাকায় তাদের সামগ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন যতটা মানবকল্যাণ সাধন করছে, তার চেয়ে শতগুণ বেশি মানুষের ক্ষতি ও বিনাশ করে যাচ্ছে। এবং মানব সভ্যতার বিলোপ, ক্ষয় ও ধ্বংস করে চলছে। তাদের এ শক্তি-সামর্থ্য প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে; এবং দিনকে দিন সেটা চূড়ান্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সীমাহীন ফেতনা-ফাসাদ, হানাহানি, অশ্লীলতা ও পাপাচার, মানবতার বিনাশ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড দাজ্জাল আবির্ভাবের শেষ সিঁড়ি—আলামত। আর এ সবই ইহুদিদের হাত দ্বারা হচ্ছে। যাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও দেশগুলো নিজেদের মাথার ওপর বসিয়ে রেখেছে। এবং তাদের গোপন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, স্বভাবগত নিষ্ঠুরতা, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধপরায়ণতা, হিংস্র ও বিধ্বংসী মনোভাবের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল ও উদাসীন হয়ে তাদের ভিত-ভিত্তিকে নিজেদের দেশ ও সমাজে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত করার সুযোগ করে দিচ্ছে; এবং তাদের জন্য এমন সব সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে, যেটা খোদ ইহুদিরা তাদের সমগ্র জীবনে স্বপ্নও দেখেনি, কল্পনাও করেনি। এটা মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। ইহুদিরা শুধু আরব বা মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর।

বিশেষ করে এসব কারণেই সূরা কাহাফ খৃস্ট ও ইহুদিবাদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এমনকি এ সূরা শুরুই হয়েছে ঈসায়ি আকীদা-বিশ্বাসকে উল্লেখ করার মাধ্যমে :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿ؔ۱﴾ قَیِّمًا لِّیُنْذِرَ
بَاْسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا
حَسَنًا ﴿ۙ۲﴾ مَّاكِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا ﴿ۙ۳﴾ وَّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿ۗ۴﴾ مَا
لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ یَّقُوْلُوْنَ
اِلَّا كَذِبًا ﴿۵﴾

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দার প্রতি কিতাব (কুরআন) নাজিল করেছেন এবং তাতে কোনো রকমের ত্রুটি রাখেননি। এক সরল-সোজা কিতাব, যা তিনি নাজিল করেছেন। মানুষকে নিজের পক্ষ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার এবং যে সকল মুমিন নেক আমল করে তাদের এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য—তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান; তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এবং সে সব লোককে সতর্ক করার জন্য—যারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'—এ বিষয়ের কোনো জ্ঞানগত প্রমাণ তাদের কাছে নেই; তাদের বাপ-দাদাদের কাছেও ছিল না। অতি গুরুতর কথা, যা তাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। তারা যা বলছে তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা কাহাফ : ১-৫)

বর্তমান ইহুদি-সভ্যতা খৃস্টানদের কোলে লালিত হয়েছে। তাদের মদদ ও ইন্ধনে বেড়ে উঠেছে; এবং তাদের গোপন উসকানি ও আশকারায় ইহুদিবাদ আজ এই ভয়ঙ্করতম শীর্ষ চূড়ায় এসে পৌঁছেছে।

ইহুদিবাদের দ্বিতীয় পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অস্থায়ী দুনিয়ার সঙ্গে সীমাতিরিক্ত সম্পর্ক ও লিপ্ততা। দুনিয়ার জীবনকে বেশির থেকে বেশি ভোগবিলাসী করে তোলা। দুনিয়ার জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী বানানোর চরম আগ্রহ ও চেষ্টায় লিপ্ত থাকা। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী অর্জন ও প্রাপ্তি নিয়ে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করা। দুনিয়াবি বস্তু ছাড়া অন্য কোনো বিষয় ও নেয়ামতকে অস্বীকার করা। আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, মানবতা ও মানবিকতার গুণাবলিকে কিছুই মনে না করা। পৃথিবীর সব উপায়-উপকরণ, ক্ষমতা ও সম্পদ দখল করার চেষ্টায় থাকা। পৃথিবীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবকিছুতে নিজেদের একক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় লেগে থাকা। দুনিয়া অর্জনের পেছনেই সর্ব শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় ও প্রয়োগ করাই হলো বর্তমান ইহুদিদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। এটা সেই বৃত্ত ও কেন্দ্রবিন্দু, যার কারণে খৃস্টানদের সঙ্গে চরম পর্যায়ের বিরোধ ও বিদ্বেষ থাকার পরও আজ সেগুলোর সবকিছু ভুলে গেছে ইহুদিরা। খৃস্টানদের সঙ্গে হাতে হাত এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আধুনিক ভোগবাদী দাজ্জালি সভ্যতা সজ্জিত করছে তারা উভয়ে মিলে।

ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত; কিন্তু তাদের কাছে-থাকা বর্তমান নোসখা-কপির মধ্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, এর জন্য ঈমান ও আমলের প্রস্তুতি, পরকালীন অনন্ত জীবনের জন্য যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ব্যবহার, জান্নাতের সমূহ নেয়ামত, আল্লাহ পাকের অফুরন্ত দান ও পুরস্কার লাভের আগ্রহ-উদ্দীপনাসৃষ্টিকারী আলোচনা, দুনিয়াবি বস্তুসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন, ক্ষমতাপূজা এবং সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতি লোভী মানসিকতা, পৃথিবীতে অশান্তি-ধ্বংস ও বিনাশমূলক কর্মকাণ্ড করা থেকে নিষেধকরণ, ত্যাগ, অল্পেতুষ্টি, দুনিয়া-বিমুখতা—এসব কথার উল্লেখ ও আলোচনা এমনভাবে খালি ও মুক্ত, যা দেখে তাজ্জব হতে হয়। তাদের কাছে-থাকা তাওরাতের বর্ণনার তরয-রীতি দেখে মনে হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা আসমানি কিতাবের রীতি ও ধারা থেকে এটা একদমই আলাদা; অথচ আসমানি কিতাবের আসল রুহ এবং মূল প্রাণই হলো, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন লিপ্সা ও আসক্তির ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও নিন্দা প্রকাশ করা; এবং চিরস্থায়ী আখেরাতের প্রতি মুমিনদের আগ্রহী ও অগ্রগামী করে তোলা—যেটা ইহুদিদের কাছে-থাকা বর্তমান তাওরাতে মোটেও নেই।

এ বিবেচনা থেকে যদি ইহুদিদের শুধু বস্তুবাদী শক্তি, সম্পদ-অর্জনে প্রতিযোগিতা, বংশীয় ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা, ক্ষমতা ও শাসকপূজা এবং জাতিগত অহঙ্কার-অহমিকার ইতিহাসের ওপর দৃষ্টি বোলানো ও ফেরানো হয়, তা হলে আশ্চর্য ও বিস্মিত হওয়া উচিত হবে না। কারণ, এ মানসিকতা ইহুদিদের বর্তমান ধর্মীয় কিতাবে, তাদের আচরণ ও আখলাকে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতিতে, তাদের আবিষ্কার ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উদ্ভাবনে, তাদের অগ্রগতি ও প্রযুক্তিতে, তাদের আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে, তাদের যুদ্ধ ও বিগ্রহে, তাদের শাসন ও ভাষণে, তাদের চিন্তা ও চেতনায় এবং ভাবনা ও ধারণায় সবকিছুতে পরিষ্কার ও প্রকাশ্য; এবং নরম দিল, কোমল মন, বিনয়-নম্রতা, আত্মসংযম, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ, আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত ও সাক্ষাতের আগ্রহ, আখেরাতের তলব ও ফিকির, মানবতার প্রতি দয়া ও ভালোবাসা কিংবা এ ধরনের কোনো সুন্দরের আলামত ও নীতি-রীতি ইহুদিদের জাতীয় নেযাম ও জীবন-ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না।

যারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে শিরক করে, দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে এবং আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াতে হারাম ভোগফুর্তিতে লিপ্ত থাকে; আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফে তাদের কঠিনভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন তাদের রঙিন দুনিয়া একদমই ক্ষণস্থায়ী :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

অর্থ : নিশ্চয় জমিনের ওপর যা কিছু আছে, সেগুলো আমি তার শোভা-সৌন্দর্যের জন্য বানিয়েছি। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য—তাদের মধ্যে কে বেশি ভালো কাজ করে। আর নিশ্চয় ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে, একদিন আমি তা সমতল প্রান্তরে পরিণত করব। (সূরা কাহাফ : ৭-৮)

দুনিয়াপূজারি ও আখেরাতের জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসী কাফের-নাস্তিকদের সম্পর্কে সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

অর্থ : (নবী, তুমি) বলে দাও, আমি কি তোমাদের বলে দেব, কর্মে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো সেইসব লোক, দুনিয়ার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-ঝাঁপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে; অথচ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করছে। (সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৪)

এমনিভাবে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, গায়েবের ওপর ঈমান, বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং তাঁর সর্বময়ী শক্তি ও ক্ষমতার ওপর ঈমান ও বিশ্বাস করার কথা সূরা কাহাফের শুরু ও শেষে, বরং এর প্রতিটি অংশে বড় দৃঢ়তার সঙ্গে বিদ্যমান। তা এমন এক বিশ্বাস—যা মানবিক, যৌক্তিক ও বিবেকস্বীকৃত; যা বস্তুবাদের স্বভাব ও রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। সূরা কাহাফ বস্তুবাদে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত ও আসক্ত হওয়াকে পছন্দ করে না। বস্তুবাদের দর্শন হলো, শুধু দেখা ও অনুভবনীয় জিনিসকে বিশ্বাস করা; জাগতিক ফায়দা, ভোগ-বিলাস, দুনিয়াবি উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য সর্ব চেষ্টা ব্যয় করা। বস্তুবাদ এর বাইরের জগতকে অপছন্দ করে। ঈমান ও আমল, পরকাল ও আখেরাত, হাশর ও হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নামের মতো অকাট্য সত্য বিষয়গুলোকে সর্ব শক্তি দিয়ে অস্বীকার করে।

সূরা কাহাফ যে সকল উপাদান ও মণি-মাণিক্যের সমষ্টি, তার মধ্যে বস্তুবাদ ও জড়বাদের প্রতিষেধক রয়েছে সর্বাগ্রে—যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঈসায়ি-খৃস্টানদের ভাগে বেশি এসেছে। সমগ্র ইতিহাসে তারা এই নেয়ামতের প্রধান ও সবচেয়ে বড় আহ্বানকারী ছিল; অন্যতম দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার ছিল। খৃস্টানদের পরে মানবজাতির রাহবারি, দিশাদান প্রতিনিধিত্ব ও অভিভাবকত্ব ছিল ইহুদিদের ওপর; কিন্তু ইহুদিরা শুরু থেকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে দুশমনি করেছে; এবং প্রত্যেক যুগে ঈসায়ি-খৃস্টানদের ধ্বংসকামী ও সাধনকারী ছিল। আজ সেই ইহুদিদের হাতে বর্তমান-সভ্যতা আধুনিকতার চরম শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে। ইহুদিদের থেকেই 'দাজ্জালে আকবার' বের হবে, যে কুফর ও নাস্তিকতায়, ধোঁকাবাজি ও মিথ্যাচারিতায় সমস্ত দাজ্জালের নেতা ও প্রধান হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সূরা কাহাফ, বিশেষ করে এর প্রথম ১০ আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকলে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত থাকা যাবে। এমনিভাবে এই সূরার শুরু ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শেষের মধ্যে এমন কিছু আশ্চর্য মিল রয়েছে, যা সচেতন পাঠকমাত্রই অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারবেন। মূলকথা হলো, দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে সূরা কাহাফে একটি স্পষ্ট বর্ণনা ও বিবরণ রয়েছে। পরিষ্কার একটি হেদায়েত ও রাহনুমা রয়েছে। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

সূরা কাহাফের চার ঘটনা

সূরা কাহাফ চারটি ঘটনার সমষ্টি, যেগুলোকে তার খুঁটিও বলা যেতে পারে। অন্য ভাষায় এটিকে বলা যায় এমন একটি অক্ষ বা কেন্দ্র, যার মধ্যে রয়েছে সূরা কাহাফের সকল তালীম ও শিক্ষা, উপদেশ ও নসীহত এবং বুদ্ধিমত্তা ও হেকমত। ঘটনাগুলো হলো : ১. আসহাবে কাহাফ ২. দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা ৩. হযরত মুসা ও খিযির আলাইহিমাস সালাম-এর ঘটনা ৪. যুলকারনাইনের ঘটনা।

দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি দু'টি

পৃথিবী বাহ্যিকভাবে বস্তুর অনুগত। উপায়-উপকরণ তার মধ্যে কাজ করতে থাকে; এটা মূলত সৃষ্টিজগতের সেই শক্তি, যা তার ব্যবস্থা ও পরিচালনারীতির অধীন ও অন্তর্ভুক্ত; যে শক্তি বা কার্যকারিতা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। জাগতিক এসব বস্তু কখনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণকে ছেড়ে দেয়। কখনো নিজস্ব উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে ভুলে যায়।

একদল লোক আছে, যাদের দৃষ্টি বস্তু ও উপায়-উপকরণের বাইরে যে কুদরতি শক্তি রয়েছে, তার দিকে যায় না; বরং তাদের ভাবনা-চিন্তা বস্তুবাদ ও উপকরণের মধ্যেই আটকে থাকে। তারা মনে করে, ফলাফল সবসময় জাগতিক বস্তু ও উপকরণ থেকেই হয়। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ছাড়া নতিজা ও ফলাফলের কল্পনা তাদের কাছে অসম্ভব। তাদের দৃষ্টিতে এমন কোনো শক্তি নেই, যা উপায়-উপকরণ ও ফলাফলের মাঝে বাধা হতে পারে; এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে; কিংবা বস্তু ও উপায়-উপকরণ ছাড়া কোনো নতিজা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফলাফল অস্তিত্বে আনতে ও প্রকাশ করতে পারে! এককথায় ওইসব লোকের ভাবনা হলো, বস্তু ও উপকরণের মাধ্যম গ্রহণ করা ছাড়া কোনো কিছু হয় না, হতে পারে না।

এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে, এ শ্রেণির লোকেরা জাগতিক বস্তু ও উপায়-উপকরণের মধ্যেই আটকে রয়েছে; এর মধ্যেই নিজেদের স্থির ও দৃঢ় করে নিয়েছে এবং এগুলোর মধ্যেই মজে ও ডুবে আছে। তারা বস্তু ও উপায়-উপকরণের সঙ্গে মাবুদ ও উপাস্যের মতো আকীদা ও আচরণ শুরু করে দিয়েছে। বস্তুর বৈশিষ্ট্যতা ও গুণাগুন এবং উপায় ও উপকরণের বাইরে অন্য সব বিষয় ও জগতকে অস্বীকার করছে। তারা সেই শক্তি ও সত্তাকেও অস্বীকার করছে, যিনি এ বিশাল সৃষ্টিজগতের একক মালিক ও বিচারক; যাঁর আদেশ সারা দুনিয়ায় কার্যকর হয়; যাঁর ইচ্ছাই কেবল সমগ্র দুনিয়ায় বাস্তবায়িত ও প্রতিফলিত হয়।

তারা মৃত্যুপরবর্তী জীবন এবং হাশর-নাশরকেও অস্বীকার করছে। তারা তাদের সমস্ত যোগ্যতা ও সক্ষমতাকে বস্তুর আবিষ্কার ও অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, ব্যাপক ও সহজকরণের মধ্যে ব্যয় করছে। এগুলোকে নিয়েই ভাবনা-চিন্তা, যাচাই-বাছাই করার মধ্যে লেগে ও ডুবে আছে। ফলে বস্তুর মহত্ত্ব ও মহব্বত তাদের রগ-রেশায় মিশে একাকার হয়ে গেছে; এবং তারা সেগুলোকে তাদের মাবুদ ও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তারা জাগতিক বস্তু ও উপায়-উপকরণ ছাড়া অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করছে। যখন মাকসাদ ও লক্ষ্যের পূর্ণতা তারা দেখতে পেয়েছে এবং কিছু জিনিসকে নিজেদের ইচ্ছার অনুগামী করে নিতে পেরেছে এবং সেগুলোকে নিজেদের কর্তৃত্বে ও অধীনে নিয়ে এসেছে, তখন তারা কখনো অবস্থার ভাষায়, আবার কখনো শব্দের ভাষায় নিজেদের খোদায়ি ও প্রভুত্বের এলান করতে শুরু করেছে।

তারা তাদের মতো মানুষকে নিজেদের গোলাম ও দাস হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের জানমাল, ইজ্জত-সম্মানকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করছে। নিজেদের উদ্দেশ্য ও বাসনা, কুমতলব ও খাহেশাত এবং নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে কিংবা জাতিগত ঐতিহ্য-বৃদ্ধির নামে, জন্মভূমির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্মান-বৃদ্ধির নামে, দল ও রাজনীতির নামে মজলুম মানুষের সঙ্গে যেমন খুশি তেমন আচরণ করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যা প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির একীন ও বিশ্বাস হলো—দুনিয়ার সমস্ত উপায়-উপকরণের কার্যকারিতার উৎস ও ভিত্তি হলো অদৃশ্য ও অপ্রকাশ্য শক্তি মহান আল্লাহ—যাঁর কুদরতি হাতে রয়েছে এসব জিনিসের কার্যকারিতা এবং বস্তুর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যতা ও সক্ষমতা। তাঁর হাতেই রয়েছে সব বিষয় ও বস্তুর লাগাম। সবকিছুর তত্ত্বাবধান। যেমনিভাবে নতিজা ও ফলাফল বস্তুর অধীন ও অনুগত, তেমনিভাবে সব বস্তু ও উপকরণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও আদেশের বাধ্য ও অনুগত এবং চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রিত।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় অস্তিত্বহীন কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। তিনিই সেটিকে টিকিয়ে রাখেন, স্থায়িত্ব দেন এবং যখন ইচ্ছা সেটিকে তার ফলাফল ও পরিণাম থেকে আলাদা করে দেন। কারণ বস্তু ও উপায়-উপকরণ এবং পরিণতি ও ফলাফল উভয়টি আল্লাহ পাকের ইচ্ছার অধীন। তিনিই সব বিষয়ের ফলাফল সংঘটক। উপায়-উপকরণ ও ফলাফলের সব ধারাবাহিকতা তাঁর মহান সত্তায় গিয়েই খতম ও সমাপ্ত হয়।

সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করার এবং সমস্ত জিনিস অস্তিত্বে আনার পর দুনিয়া পরিচালনার লাগাম এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তাআলার হাত থেকে ছোটেনি এবং তাঁর নাগালের বাইরেও যায়নি। সৃষ্টিজগৎ তাঁর গোলামি ও বন্দেগি থেকে কখনো আজাদ-মুক্ত হয়ে যায়নি। কোনো সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছার খেলাফ করবে না। করতে পারবেও না। আসমান ও জমিনের কোনো সৃষ্টি আল্লাহ তাআলাকে অপারগ করার ক্ষমতা নেই। তিনি তাঁর চূড়ান্ত হেকমত ও ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে বস্তু ও উপায়-উপকরণকে তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, ফলাফলকে তার উপায়ের সঙ্গে, সূচনাকে তার শেষের সঙ্গে অধীন করে দিয়েছেন। তিনিই জোড়াদানকারী। তিনিই বেজোড়কারী। তিনিই শুরু করেন। তিনিই শেষ করেন। তিনিই সব জিনিস অস্তিত্বহীন থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অস্তিত্বে আনেন; এবং তাতে জীবন নামের পোশাক তিনিই পরিধান করান। জগতের যে কোনো সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির কথা কুরআন মাজীদ পরিষ্কার ভাষায় বলছে :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

অর্থ : তাঁর ব্যাপার তো এই, কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি যদি 'হও' বলতে চান, তখনই তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসিন : ৮২)

ঈমানদাররা এ কথাটি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করে নিয়েছেন, পৃথিবীতে যত কিছু আছে, যত বস্তু ও উপকরণ আছে, যত চেষ্টা ও সাধনা আছে, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত কাজের ছোটবড় যত ফলাফল আছে, এ সবকিছুর মধ্যে বস্তুর বাহ্যিক ও স্বভাবগত ফলাফলের চেয়ে আসমানি ইশারা ও ইচ্ছাই চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। ঈমান ও আমল, চেষ্টা ও সাধনা, আখলাক ও চরিত্র, ইবাদত ও আনুগত্য, আদল ও ইনসাফ, দয়া ও ভালোবাসা—এমনিভাবে এর বিপরীত বিষয়গুলো ফেতনা-ফাসাদ, কুফুরি, নাফরমানি, জুলুমবাজি, নফসের তাবেদারি ও সীমালঙ্ঘনসহ যাবতীয় বিষয়ে জাহেরি ও বাহ্যিকতার বাইরে আসমানি ফয়সালা ও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও কার্যকর হয়।

ঈমানদার ব্যক্তি যদি জাহেরি ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ না ছেড়ে বস্তুর ভালো দিকটা গ্রহণ করে, তা হলে দুনিয়াবি আসবাব-উপকরণ তার সঙ্গে কল্যাণকামিতায় বাধ্য থাকবে; এবং জীবন প্রকৃত স্বাদ, মজা ও মিষ্টতাসহ তাকে সঙ্গ দেবে। আল্লাহ তাআলা তার সব কাজ আসান ও সহজ করে দেবেন। কখনো বস্তুর প্রকৃতি ও ফলাফল মুমিনের অনুগামী ও অধীন করে দেবেন। তার জন্য সাধারণ নিয়মের বাইরে অলৌকিক ঘটনাও প্রকাশ করে দেখাবেন।

এর বিপরীতে যে ব্যক্তি শুধু বস্তু ও আসবাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, শুধু উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা-বিশ্বাস করবে এবং জীবনকে এই ভিত্তির ওপর কায়েম ও পরিচালিত করবে, তার সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ বিরুদ্ধাচরণ করবে; এগুলো পদে পদে তার বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যোগ্যতা ও শক্তি সে অর্জন ও আয়ত্ত করেছিল, সেটাও তাকে ধোঁকা দেবে। ক্ষেত্রবিশেষ তাকে বোকা বানাবে। সে তার সারা জীবনে সবসময় শুধু বস্তু ও উপায়-উপকরণেরই মুহতাজ আর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তাতেই বাঁচবে। আল্লাহ পাকের কুদরত ও নুসরত, শক্তি ও সাহায্য তার কামনার বিপরীত হবে। তার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, বস্তু ও উপায়-উপকরণসমূহ তার চলার পথে কেবলই বাধা-বিঘ্নতা ও বিপদ সৃষ্টিকারী হবে।

সূরা কাহাফ ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাতের বিবরণ

সূরা কাহাফ হলো, দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, দু'টি আলাদা আকীদা-বিশ্বাস এবং দু'টি বিপরীত ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার বিবরণ। এক. বস্তুবাদী সভ্যতা—বস্তুবাদে আসক্তি ও নির্ভরতা। দুই. গায়েবের ওপর ঈমান এবং আল্লাহর ওপর ভরসা-বিশ্বাস।

এ সূরায় ওইসব আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, প্রভাব ও ফলাফলের আলোচনা করা হয়েছে, যা এ দু'টি বিষয়ের মনোবৃত্তি, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রকাশ পায়। প্রথমে অবগতি ও সতর্কতার জন্য এমন আকীদা-বিশ্বাসের আলোচনা করা হয়েছে, যা শুধু বস্তু ও বস্তুর বাহ্যিকতার ওপর বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ পাকের শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস রাখে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

এখন সূরা কাহাফের সেই চারটি ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রথমে আমাদের সামনে যে ঘটনাটি আসে, তা হলো আসহাবে কাহাফ ও রাকীমের ঘটনা। আসহাবে কাহাফ কারা ছিল? মানব-ইতিহাসে এ ঘটনার মূল্য কী? এ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য উপদেশ কী? কুরআন মাজীদ আসহাবে কাহাফের ঘটনাকে এত গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা দিয়ে বর্ণনা করেছে কেন? ফলে এটি একটি জীবন্ত ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে ধারাবাহিকভাবে শোনা ও শোনানো হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খৃস্টানদের মধ্যে আসহাবে কাহাফের আলোচনা

আমরা আসহাবে কাহাফের ঘটনাকে কুরআন মাজীদের মুজিযানা বিস্ময়কর বর্ণনারীতির আলোকে জানব। এ ঘটনা কুরআন মাজীদে আলোচনা-উল্লেখের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানব। কেননা কুরআনি আলোচনা সব ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথা ও অতিরিক্ত বিষয়ের উল্লেখ থেকে মুক্ত। আমরা প্রথমে প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থ এবং সেগুলোতে বর্ণিত উপাখ্যানের দিকে নজর দেব—যা সিনা ব-সিনা হয়ে চলে আসছে; এবং যুগের পর যুগ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। এরপর আমরা দেখব, এসব বর্ণিত দাস্তান ও উপাখ্যান আর কুরআন মাজীদ বর্ণিত ঘটনার কোথায় কোথায় মিল রয়েছে, আর কোথায় কোথায় রয়েছে অমিল।

আসহাবে কাহাফের আলোচনা কুরআন মাজীদের আগে নাজিল হওয়া অধিকাংশ আসমানি কিতাব ও সহিফাগুলোতে নেই। কারণ এটি ঈসায়িদের প্রথম যুগের ঘটনা। যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত প্রসার হতে থাকে। আসহাবে কাহাফের ঘটনার মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদের, বিশেষভাবে যুবকদের জোয়ানমরদি, যুবচেতনা ও অবিচলতার প্রকাশ উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান। কুদরতিভাবে এর মধ্যে ইহুদিদের জন্য এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা এ ঘটনা সংরক্ষণ ও বর্ণনায় তাদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে।

অপরদিকে ঈসায়িদের কাছে ছিল এটি খুবই প্রিয় ও পছন্দনীয় ধর্মীয় ঘটনা। কারণ, ঘটনাটি বড় চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। তা ছাড়া এ ঘটনা থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রথম দিকের অনুসারীদের ঈমানী শক্তি, মনোবল, দৃঢ়তা সম্পর্কে জানা যায়। ঈমান হেফাজতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও বিসর্জন করা কোরবানি থেকে তাদের উঁচু হিম্মতের কথা জানা যায়। সহীহ দীন ও দীনি তালীম ধারণ ও অনুসরণ করার কারণে তাদের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ পায়। তাদের এ ঘটনা আজও নিভে যাওয়া ঈমানী স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্জ্বলিত করতে, ঈমানী বাধা-বিঘ্নতাকে মোকাবেলা করতে, ঈমানী চেতনা ও প্রেরণা-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সৃষ্টিতে, ঈমানের জন্য সাধনা, ত্যাগ ও কোরবানি করতে শক্তি ও সাহস যোগায়।

এ বিষয় ও উপাদানগুলোই আসহাবে কাহাফের ঘটনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যা তাকে মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসে বাকি ও স্থায়ী করে রেখেছে। আর এ কারণেই এটি তার সংঘটিত এলাকার বাইরে এত ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বংশের পর বংশ, যুগের পর যুগ ধরে এটি বর্ণিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। এখন আমাদের দেখার বিষয়, গত যুগের ঈসায়িরা এ ঘটনাকে কীভাবে গ্রহণ ও অনুধাবন করেছে এবং পরবর্তী যুগের জন্য তারা এটিকে কীভাবে পেশ ও উপস্থাপন করেছে।

এ ব্যাপারে ইনসাইক্লোপিডিয়া-বিশ্বকোষের ধর্মবিষয়ক রচনায় যা বলা হয়েছে তার খোলাসা ও সারসংক্ষেপ হলো[১]: পাহাড়ের গুহায় ঘুমন্ত সাত যুবকের ঘটনা এমন পবিত্র ও শিক্ষণীয়, যার মধ্যে আকল ও বিবেকের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্য রয়েছে অনেক উপকরণ। এটি সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ঘটনা। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা হলো :

---

১. পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন তার *ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ্যা রোমান এমপায়ার* (DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE) বইয়ে আসহাবে কাহাফের ঘটনা তার বিশেষ ভঙ্গিমায় উল্লেখ করেছে—যার মধ্যে সাহিত্য, ইতিহাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ সবকিছুই রয়েছে; কিন্তু এ লেখাটাতেও সে পরিকল্পিতভাবে অন্যায় ও অন্যায্যভাবে খৃস্টানদের পক্ষপাতিত্ব করেছে। অধিকাংশ অমুসলিম লেখকের মতো সেও ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে বিদ্বেষবশত বানোয়াট, অবাস্তব অসত্য তথ্য ও কটূক্তি তার লেখাটার মধ্যে জুড়ে দিয়েছে। (দেখুন, *ডিক্লাইন এ্যান্ড ফল অফ দ্যা রোমান এমপায়ার* : ২/২৪১-২৪৩)

[লেখকদের মধ্যে যারা পরিকল্পিতভাবে সৎ ও সততাহীন, তাদের লেখা বা রচনা উদ্ধৃতির যোগ্য হয় না; ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো মোটেও না। কারণ, ঐতিহাসিকের মিথ্যাচার ইতিহাসকে চরমভাবে ধিকৃত ও বিকৃত করে। মুসলিম দেশ ও জাতির বিষয়-আশয় নিয়ে ইতিহাস লেখার নামে বহু অমুসলিম এই চক্রান্তমূলক কাজটা যুগ যুগ ধরে করেছে। করছে এখনো। তাই ইতিহাসের কোনো উক্তি বা অংশ উদ্ধৃতির জন্য অমুসলিমদের বই থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পাঠকের জন্যও সেটা নিশ্চিন্ত মনে-জ্ঞানে গিলে নেওয়া ঠিক নয়। দেওয়া ও নেওয়ার উভয় পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের সতর্কতা কাম্য। –অনুবাদক]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জালেম গ্রিক রাজা ডিসিয়াস (DECIUS) গ্রিসের প্রাচীন শহর আফিসুসে[১] (EPHESUS) মূর্তিপূজার প্রথা নতুনভাবে চালু করার চেষ্টা করে। সে বাশানদাগান শহরের ঈসায়িদেরকে মূর্তির জন্য পশু উৎসর্গ করার নির্দেশ দেয়। ফলে অধিকাংশ খৃস্টান মূর্তিপূজক রাজার নির্দেশে ঈসায়ি ধর্ম ত্যাগ করে বসে। অল্পসংখ্যক মানুষের একটি দল নিজেদের ঈসায়ি ধর্মের ওপর মজবুত ও অটল থাকে। তারা রাজার জুলুম বরদাশত করতে থাকে। এ সময় সাতজন যুবক (অন্য বর্ণনায় আছে আটজন) ছিল। যারা শাহিমহলে থাকত। রাজার সামনে তাদের হাজির করা হলো। যুবকদের নামের ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বাদশার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে—এরা মূর্তির জন্য পশু উৎসর্গ করতে অস্বীকার করছে এবং গোপনে তারা ঈসায়ি ধর্ম কবুল করেই আছে।

রাজা এ কথা শোনার পর যুবকদের কিছু দিন সময় দিল; যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে; এবং ঈসায়িধর্ম ছেড়ে দিয়ে মূর্তিপূজার ধর্মে ফিরে আসে। এরপর রাজা তার কোনো কাজে দলবল নিয়ে শহরের বাইরে যায়।

এ সুযোগে যুবকরা শহর ত্যাগ করে। কাছের একটি পাহাড়ি গুহায় গিয়ে তারা আত্মগোপন করে। পাহাড়টির নাম ছিল এনসিলিস

---

১. অধিকাংশ মুফাসসির, যেমন : হযরত কাজী বাইযাবি, হযরত নিশাপুরি, আল্লামা আলুসি ও ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, শহরটির নাম ছিল আফিসুস। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং খৃস্টান ভূগোলবিদরাও এই মত ব্যক্ত করেছেন। এডওয়ার্ড গিবনও তার *রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন* বইয়ে এই মত পোষণ করেছে।

রোমকরা আফিসুসকে তাদের শাসনকেন্দ্র বানিয়েছিল। এটা ছিল অনেক বড় জাঁকজমকপূর্ণ ব্যাবসায়িক কেন্দ্র। কিন্তু এর গর্ব ও অহঙ্কারের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল গ্রিকদেবী ডায়ানার ওই বিশাল মূর্তি, যা দুনিয়ার সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে গণ্য করা হয়, যেটা ছিল সবচেয়ে বড় গ্রিকমূর্তি।

ব্লাকি (BLACKIE) তার এ *ম্যানুয়াল অফ বাইবেল হিসটোরি* (A MANUAL OF BIBLE HISTORY) বইয়ে লিখেছে : প্রাচীন ইতিহাসে আফিসুস শহর ভাবনা ও দর্শনগত দিক থেকে এবং তার বাসিন্দাদের উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল জীবন, বেহায়াপনা, পাপাচার ও অনাচারের বিষয়টা প্রসিদ্ধ ও প্রবাদতুল্য ছিল। তাদের মূর্তিপূজায় পশ্চিম ও পূর্ব—দুনো প্রান্তের মূর্তি ও পূজারিরা একত্র হতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ANCHILLIS)। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ডায়োমেডিস (DIOMEDES); কিন্তু আত্মগোপনের সুবিধার্থে সে তার নাম পরিবর্তন করে নিল ইমবিলিকাস (IMBLICUS)। সে পরিস্থিতি বোঝার জন্য ছদ্মবেশে বাজারে গেল। ফেরার সময় সাথীদের জন্য কিছু খানা-খাদ্য নিয়ে এল। এর কিছু দিন পরেই মূর্তিপূজক রাজা ডিসিয়াস শহরে ফিরে আসে। এবং হুকুম জারি করে, তার কাছে সেই নওজোয়ানদের হাজির করার জন্য। ডায়োমেডিস বাজারি লোকদের থেকে এ সংবাদ জানতে পেরে দ্রুত ফিরে এসে তার সাথীদের রাজার নির্দেশের কথা শোনায়।

যুবকরা খানা খেয়ে নিল। তারা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর এক দীর্ঘ ও গভীর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। এর মধ্যে অনেক তালাশের পরও যুবকদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। রাজা তখন তাদের পিতামাতাকে ডাকালো। পিতামাতারা বলল, যুবকদের পলায়নের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। যুবকদের ঈমানগ্রহণ ও পলায়নের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা রাজাকে বলল, যুবকরা এনসিলিস পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছে। রাজা তখন হুকুম দিল, পাহাড়ি গুহার মুখ বড় পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিতে; যাতে তারা গুহার ভেতরেই মরে যায়; এবং গুহার ভেতরই তারা দাফিত হয়ে যায়।

দুজন ঈসায়ি, যাদের নাম ছিল থিয়োডোর (THEODORE) ও রুফিনাস (RUFINUS), তারা এ শহিদ নওজোয়ানদের ঘটনা সিসার একটি ফলকে লিখে গুহার মুখে চাপা দিয়ে রাখে।

এ ঘটনার ৩০৭ বছর পর বাদশা দ্বিতীয় থিওডোসিস (THEODOSIUS)-এর যুগে একটা বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যার নেতৃত্ব দেয় একদল ঈসায়ি। পাদ্রি থিউডোরসহ একদল লোক মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, স্বশরীরে হাশর মাঠে উপস্থিতির বিষয়কে অস্বীকার করে। ঈসায়িরা তাদের মতের বিরোধিতা করে। তখন দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ বেধে যায়। তাদের মধ্যকার সংঘাত মারাত্মক আকার ধারণ করলে বাদশা এ ব্যাপারে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে সময় এক ধনী ব্যক্তি ছিল—এডোলাইয়াস (ADOLIUS)। আল্লাহ তাআলা তার মনের মধ্যে এ কথা ঢেলে দিলেন, সে যেন তার ছাগলের পালের জন্য মাঠের মধ্যে একটা খামার বানায়। সে তা-ই করল। আসহাবে কাহাফের নওজোয়ানদের আশ্রয় নেওয়া পাহাড়ের কাছে সে ধনী ব্যক্তি একটি খামার তৈরি করল। মিস্ত্রিরা খামার বানানোর সময় ওই পাথরটাও ব্যবহার করল, যেটা দিয়ে যুবকদের গুহার মুখ বন্ধ করা ছিল। এর ফলে গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা নওজোয়ানদের জাগ্রত করে দেন। শত শত বছরের ঘুম থেকে জেগে যুবকদের মনে হলো, সম্ভবত তারা এক রাত ঘুমে কাটিয়েছে। তারা একে অন্যকে ওসিয়ত করল, দরকার হলে তারা জালেম মূর্তিপূজারি শাসক ডিসিয়াসের সামনেও ঈমানের স্বীকারোক্তি করে তাদের ঈমানকে নবায়ন করে নেবে। তবুও মূর্তিপূজা করবে না। মূর্তিপূজার ধর্মে তারা কখনো ফিরে যাবে না।

সাত যুবকের একজন ডায়োমেডিস। সে নিয়ম অনুযায়ী শহরে গেল। শহরের প্রধান ফটকে গিয়ে দেখল, ক্রুশের নিশান (খৃস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক); এটা দেখে তো সে একদমই হতভম্ব হয়ে গেল। অত্যধিক আশ্চর্য হয়ে সে এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে বসল—এটা কি সত্যিই আফিসুস নগরী! পথচারী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

ডায়োমেডিস শহরের এই বিরাট পরিবর্তনের সংবাদ তার সাথীদের দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেল; কিন্তু মনের চঞ্চলতা সংযত করে সে সাথীদের জন্য খাবার কিনতে দোকানে গেল। খাবার কিনে দোকানিকে পয়সা দিল—যেগুলো ডায়োমেডিসের কাছে ছিল। দোকানি পয়সাগুলো হাতে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল।

পয়সাগুলো ছিল মূলত কয়েকশো বছর আগের মূর্তিপূজারি জালেম রাজা ডিসিয়াসের যুগের। দোকানি আন্দাজ করে নিল, এ যুবক সম্ভবত কোনো প্রাচীন খাজানা-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে। সেখান থেকেই সে এ পয়সাগুলো এনেছে। নয়তো শত শত বছর আগের মুদ্রা সে কোথায় পাবে! দোকানি তার এই ভাবনাটা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর অন্য দোকানি ও বাজারের লোকেরা ডায়োমেডিসকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, তোমার আবিষ্কার করা ওই গুপ্তভাণ্ডার—খাজানা থেকে আমাদেরও ভাগ দিতে হবে।

লোকেরা ডায়োমেডিসকে বিভিন্ন কথা বলতে বলতে, বিভিন্ন ধরনের ডর-ভয় দেখাতে দেখাতে মাঝ-শহরে নিয়ে গেল। তাকে ঘিরে অনেক বড় মজমা হয়ে গেল। চারদিকে শত শত মানুষ। ডায়োমেডিস চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। হয়তো কোনো চেনা-পরিচিত কাউকে পেয়ে যাবে। এটা তো তাদেরই শহর। আশ্চর্য, সে কোনো পরিচিত মুখ তালাশ করে পেল না!

লোকেরা যুবককে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। হাকিম আসকফ (أسقف) যুবককে পুরাতন মুদ্রার বিষয়টা খুলে বলতে বলল। তখন ডায়োমেডিস তাদের কয়েকজন যুবকের ঈসায়ি ধর্ম কবুল করা এবং পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়াসহ সব ঘটনা সবিস্তারে বলল। ডায়োমেডিস হাকিমকে বলল, আমার সঙ্গে চলুন। আমার অপর সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

লোকেরা এ ঘটনা শুনে তো ভীষণ আশ্চর্য হলো। বিচারকের সঙ্গে তারাও পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। সেখানে গিয়ে তারা গুহার মুখে সিসার দু'টি ফলক পেল, যার মধ্যে যুবকের বলা ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পেল। লোকেরা গুহায় প্রবেশ করল। দেখল, যুবকের অন্য সাথীরাও জীবিত। তাদের চেহারা প্রশান্তি ও নূরের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

ঈমানদার যুবকদের এ সংবাদ মুহূর্তে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা দলে দলে এসে পাহাড়ি গুহায় যুবকদের দেখে যেতে লাগল। বাদশা থিওডোসিস (THEODOSIUS)-এর কাছে যুবকদের সংবাদ পৌঁছে গেল। বাদশাও ছুটে এল তাদের যিয়ারত করার জন্য।

তখন ম্যাকসিমিলান (MAXIMILAN) বা এসিলিডিস (ACHILLIDES) কিংবা অন্য কোনো যুবক বলল, আল্লাহ তাআলা ঈমানদার এই নওজোয়ানদের ওপর ঘুম এজন্য চাপিয়ে দিয়েছেন এবং কেয়ামতের আগে তাদের এজন্য জাগিয়ে দিয়েছেন, হাশর-নাশর যে অকাট্য সত্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিষয়, লোকেরা যেন এ বিষয়টি চাক্ষুষ দেখে নেয়। এবং বাস্তব প্রমাণ পেয়ে যায়।

এরপর আসহাবে কাহাফের যুবকরা গুহার মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করে। রোমক এক ব্যক্তি তাদের স্মৃতির স্মরণে পাহাড়িগুহায় একটা ইবাদতখানা বানায়।[১]

আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি হযরত ইবনে জারির তাবারী রহ. এবং অন্যান্য মুফাসসির ও ওলামায়ে ইসলাম বিস্তারিতভাবে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহ.-এর বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে খৃস্টানদের কাছে তাদের আসল আসমানি কিতাব—ইনজিল—নেই। যেটা আছে তা অনেক বেশি বিকৃত ও মিশ্রিত; তাতে বিবৃত ঘটনা ও বিষয়গুলোতে সংশয় থাকায় সেটার ওপর ভরসা-বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে ইহুদি-খৃস্টানদের অধিকাংশ বর্ণনায় হেরফের ও ভেজাল করায় তাদের বর্ণিত বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। নমুনা হিসেবে দেখা যেতে পারে *তাফসীরে ইবনে কাসির* (১৫/১২৩-১২৬)।

এজন্য আমরা এখানে এ বিষয়ে ঈসায়িদের শুধু নিশ্চিত প্রমাণিত বর্ণনা ও সূত্রগুলো দরকারের সময় আলোচনায় আনব।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রত্যেক যুগের মুসলিম-অমুসলিম লেখক-কবি-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা এটি আল্লাহ পাকের জন্য অসাধ্যও মনে করেননি। যে কারণে আসহাবে কাহাফের ঘটনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বর্ণিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রাচীন কিতাবে এ ঘটনার সবিস্তার আলোচনা রয়েছে—যা খৃস্ট-দুনিয়ায় ভরপুর।

এডওয়ার্ড গিবনের মতো ঐতিহাসিক—যে সবসময় ইসলামের বিবেক-চমকানো ঘটনাবলিকে চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করে দিয়েছে—সেও এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছে :

---

১. *বিশ্বকোষ* : ঘুমন্ত সাত যুবক সম্পর্কিত ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব প্রবন্ধ (*ENCYCLOPAEDIA* : SEVEN SLEEPERS ARTICLE OF RELIGIONS AND ETHICS)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'অতি আশ্চর্যজনক বিস্ময়কর এই ঘটনাকে গ্রিকদের বানোয়াটি, অতিরঞ্জন অবাস্তব কথা বলে অস্বীকার করার উপায় নেই; এবং এটিকে গ্রিকদের ধর্মীয় ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ওপর কিয়াস ও অনুমান না করা চাই। কেননা, এটি স্বীকৃত মুজিযা ও আশ্চর্যতম বিস্ময়কর একটি অসাধারণ ঘটনা। নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বর্ণনায় এ ঘটনা সংরক্ষিত ও প্রমাণিত রয়েছে।

শামের (সিরিয়া) এক পাদ্রি—জেমস অফ সারুস (JAMES OF SARUS), সে দ্বিতীয় থিওডোসিসের দুই বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিল। সে পৃথিবীর ২৩০টি বিশেষ ঘটনার মধ্যে আফিসুস শহরের সাত যুবকের (আসহাবে কাহাফ) ঘটনাটিকে প্রশংসার জন্য খাস করেছিল।

আসহাবে কাহাফের এ ঘটনা সিরিয় ভাষা থেকে লাতেনি ভাষায় গ্রিগ্রোরি অফ টুরস (GREGORY OF TOURS)-এর তত্ত্বাবধানে ভাষান্তর করা হয়েছে। খৃস্টপ্রাচ্যে অশায়ে রব্বানির (অশায়ে রব্বানি বলা হয় এমন ভোজনকে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারি-সাথীদের সঙ্গে জীবনের শেষ দিকে বসে যে খাবার খেয়েছিলেন) মজলিসে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বড় এহতেরাম ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে স্মরণ ও আলোচনা হতো। আসহাবে কাহাফের যুবকদের নাম রোমক বীর-বাহাদুরদের কায় এবং রোমক স্থাপনায় অত্যন্ত সম্মান-মর্যাদা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে লিখিত ছিল। আসহাবে কাহাফের প্রসিদ্ধি শুধু ঈসায়ি খৃস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও সীমিত ছিল না।' (*যাওয়ালে রোম*, এডওয়ার্ড গিবন : ২/২৪৩-৪৪)

মুফাসসিরগণ ঈসায়িদের বর্ণনায় পেয়েছেন, আসহাবে কাহাফের যুবকরা পাহাড়ি গুহায় ৩০০ বছর অবস্থান করেছেন। *বিশ্বকোষের* 'ঘুমন্ত সাত যুবক' নিবন্ধে আছে, তারা ৩০০ থেকে ৩০৭ বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গুহায় অবস্থান করেছে। কুরআন মাজীদে আছে, যুবকরা ৩০০ বছর বা ৩০৯ বছর অবস্থান করেছে।

মুফাসসিরগণ বলেন, বছরের সংখ্যা নিয়ে একাধিক মতামতের কারণ হলো, সূর্য ও চন্দ্রের হিসাব গ্রহণ করা। সূর্যের হিসাবে বছর গণনা করলে ৩০০ হবে আর চাঁদের হিসাবে ধরলে ৩০৯ বছর হবে। এটা তেমন কোনো মতপার্থক্য নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হযরত ইবনে কাসির রহ. বলেন, এটি আল্লাহ পাকের দেওয়া সংবাদ—যা তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসহাবে কাহাফ গুহায় অবস্থান করার সময়ের পরিমাণ সম্পর্কে দিয়েছেন। যুবকরা পাহাড়ি গুহায় ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার মধ্যকার সময় হলো এটি। তাদের ঘুমানোর সময় ছিল ৩০০ বছর। চাঁদের হিসাবে নয় বছর বেশি হয়। আর সূর্যের হিসাবে ৩০০ বছর হয়। সূর্য ও চাঁদের হিসাবে প্রতি ১০০ বছরে তিন বছরের পার্থক্য হয়। এজন্য কুরআনে ৩০০ বছর (ثلاث مائة) উল্লেখ করার পর এর মধ্যে নয় বছর বেশি (وازدادوا تسعا) উল্লেখ করা হয়েছে। (*তাফসীরে ইবনে কাসির* : সূরা কাহাফ)

ইনসাইক্লোপিডিয়ার প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোতে ও এডওয়ার্ড গিবনের লেখা *যাওয়ালে রোম* গ্রন্থে এবং তাফসীর ও ইতিহাসের অধিকাংশ কিতাবে সাধারণভাবে এ কথাই বলা হয়েছে : 'আসহাবে কাহাফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল মূর্তিপূজক রোমক রাজা ডিসিয়াস (DECIUS)-এর যুগে—যাকে আরব ঐতিহাসিক ও ওলামায়ে ইসলাম সাধারণভাবে দিকইয়ানুস বলেন। এই রাজা তার কঠোরিপনা, গোঁড়ামি ও জুলুমের কারণে বিখ্যাত ছিল।'

দ্বিতীয় কথা হলো, আসহাবে কাহাফের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, ঈমানদার ঈসায়ি-বাদশা দ্বিতীয় থিওডোসিস (THEODOSIUS)-এর যুগে। এখানে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় : এ দু'জন বাদশার মধ্যে বেশির থেকে বেশি ২০০ বছরের ব্যবধান; অথচ কুরআন বলছে, আসহাবে কাহাফ পাহাড়ি গুহায় অবস্থান করেছে ৩০০ বা ৩০৯ বছর। সময়ের তারতম্যের এ সূত্র ধরে এডওয়ার্ড গিবন কুরআন বর্ণিত আসহাবে কাহাফের সময়ের পরিমাণ ও সঠিকতা নিয়ে উপহাস করেছে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণ এ এশকাল ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক যুগের মুফাসসির—যেমন আল্লামা জামালুদ্দিন কাসেমি তাঁর লিখিত *তাফসীরে কাসেমিতে* এবং সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীও—এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, কুরআনে বর্ণিত এ আয়াত :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا.

অর্থ : তারা (আসহাবে কাহাফ) তাদের গুহায় ৩০০ বছর এবং অতিরিক্ত নয় বছর (নিদ্রিত অবস্থায়) ছিল। (সূরা কাহাফ : ২৫) এটি আল্লাহ পাকের নিজের অভিমত নয়, বরং আহলে কিতাবদের মত। এ কথার সম্পর্ক কেবল তাদের ধারণা ও অনুমানের ওপর; এবং এ আয়াতটি আলাদা ও পৃথক কোনো কথাও নয়; বরং এ আয়াতের সম্পর্ক তার পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে। যাতে বলা হয়েছে :

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ.

অর্থ : কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থটি তাদের কুকুর। আর কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠটি তাদের কুকুর। এ সবই তাদের অন্ধকারে ঢিল-ছোঁড়া-জাতীয় কথা।

(সূরা কাহাফ : ২২)

এটি হযরত কাতাদা ও মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অভিমত। এ অভিমতটিকে প্রাধান্যদানকারীগণ আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেন, যা ওই আয়াতের কিছুটা পরেই রয়েছে :

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا.

অর্থ : (নবী,) তুমি বলে দাও, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা (আসহাবে কাহাফ) কত সময় (গুহায়) অবস্থান করেছিল।

(সূরা কাহাফ : ২৬)

আধুনিক কালের মুফাসসিরগণের অভিমত হলো, যদি সময়ের পরিমাণ ও নির্দিষ্টতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হতো, তা হলে আগের আয়াতে সেটিকে আল্লাহ তাআলার জানার দিকে নেসবত করার দরকার ছিল না। আয়াতে পাকের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু আল্লামা আলুসি রহ. লিখেছেন : 'হযরত হাবর[১] রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সাত জন'—এমনটি বর্ণনা করা যথার্থ ও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এর পরেই রয়েছে এ আয়াত :

قُلْ رَّبِّيٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ

'বলে দাও, আমার রবই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন।'

(সূরা কাহাফ : ২২)

কারণ, 'বলে দাও, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কত সময় (গুহায়) অবস্থান করেছিল' এবং 'বলে দাও, আমার রবই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন'—এ দুই আয়াতে অর্থগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। দুনো আয়াতে বরং একটি কথাই বলা হয়েছে। আসহাবে কাহাফের সংখ্যা এবং গুহায় তাদের অবস্থানের সময়ের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কোনো মুফাসসির (দ্বিতীয় বিষয়) সময়ের নির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাওলা কীভাবে দিতে পারেন, যখন (প্রথম বিষয়) আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে কোনোটিকে গ্রহণ করেননি! (*রুহুল মাআনী* : সূরা কাহাফের তাফসীর)

কিছু বিশিষ্ট ও বিখ্যাত আলেমও (আসহাবে কাহাফের সংখ্যা ও গুহায় অবস্থানের সময়ের পরিমাণ সম্পর্কিত আয়াতের উভয়টি এক) এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের অভিমত হলো, আরবী ভাষার যাওকে সালিম-সুন্দর অভিরুচি এ মতামতকে প্রত্যাখান করে। যদি আগে থেকে মানুষের এ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তা হলে তাদের চিন্তা-ভাবনা নিজের থেকে এ কথার দিকে যেত না। হযরত ঈমাম রাযি রহ. লিখেছেন :

---

১. হাবরু হা-যিহিল উম্মাহ (حبر هذه الأمة)—'এই উম্মতের প্রাজ্ঞব্যক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ইবনে আব্বাস রা.: এটি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর লকব-উপাধি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ.

অর্থ : কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থটি তাদের কুকুর। আর কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠটি তাদের কুকুর। এ সবই তাদের অন্ধকারে ঢিল-ছোঁড়া-জাতীয় কথা। (সূরা কাহাফ : ২২) এ আয়াত অনেক আগেই অতিবাহিত হয়েছে। ওই আয়াত (কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থটি তাদের কুকুর...) এবং এই (আসহাবে কাহাফ তাদের গুহায় ৩০০ বছর এবং অতিরিক্ত নয় বছর নিদ্রিত অবস্থায় ছিল) আয়াতের মাঝে যে আয়াতগুলো রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, দু'টি বিষয়ের একটি অপরটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

(فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا)—'সুতরাং তাদের সম্পর্কে সাদামাটা কথাবার্তার বেশি কিছু আলোচনা কোরো না'—এ আয়াত দ্বারা সামনের এই (قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ)—'বলে দাও, আল্লাহই ভালো জানেন, আসহাবে কাহাফ কত সময় গুহায় অবস্থান করেছিল; সমূহ আসমান ও জমিনের গায়েবি খবর-অজানা সংবাদ রয়েছে কেবল তাঁরই জানা।'—আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হয় না, এর আগে কোনো ঘটনা আছে। কেননা, আয়াতে কারীমার দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য হলো শুধু এই—আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে আহলে কিতাবরা (ইহুদি-খৃস্টানরা) যা বলে, তা ছেড়ে আল্লাহর দেওয়া সংবাদের ওপর ভরসা-বিশ্বাস করো। (*তাফসীরে কাবীর*, সূরা কাহাফ : ৩য় খণ্ড)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন : 'আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কত সময় গুহায় অবস্থান করেছিল (اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا)।' এ ব্যাপারে কোনো কোনো মুফাসসিরের অভিমত হলো—এটি আহলে কিতাবদের উক্তি; অথচ এটা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা এ কথাকে আহলে কিতাবদের দিকে নেসবত-সম্পৃক্ত করেননি; বরং এটি স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই বাণী। (*আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদদালা দীনাল মাসীহ*)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের ভাবনায় এ কথার আবারও স্মরণ ও তাজা করে নেওয়া উচিত, এ মতবিরোধ ও মতানৈক্য (আসহাবে কাহাফ গুহায় অবস্থান করার সময় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ বর্ণিত সময় এবং এডওয়ার্ড গিবনের উদ্ধৃত সময়ের মধ্যে যে মতবিরোধ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা রোমক ইতিহাস নিরীক্ষার আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ভিত্তি হলো এই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধির ওপর যে, আসহাবে কাহাফের যুবকরা আত্মগোপন ও গুহায় আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা রোমক রাজা ডিসিয়াসের (DECIUS) যুগে সংঘটিত হয়েছে, যার শাসনকাল সেপ্টেম্বর ২৪৯ থেকে ২৫১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

সম্ভবত যে বিষয়টা ডিসিয়াসকে এ ঘটনার উন্মাদ-বাহকে পরিণত করেছে, তা হলো তার পাষণ্ডতা ও নির্দয়তা। তাওহীদ ও ঈমান ত্যাগ করার জন্য ঈসায়িদের ওপর নিপীড়ন, মূর্তিপূজায় লোকদের বাধ্যকরণ, মূর্তির জন্য পশু উৎসর্গ আবশ্যককরণ এবং সবার কাছ থেকে মূর্তির প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি ও স্বীকারোক্তি নেওয়ার নির্দেশ[১] ছিল ডিসিয়াসের কুখ্যাতির প্রধান ও অন্যতম কারণ।

কিন্তু যে বিষয়টা এ ঘটনার মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে তা হলো, এ রাজার রাজত্বকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সে দুই বছরও স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনার ফুরসত পায়নি। আর এ সময়টুকুও কওমে গোতাস (GOTHS)-এর সঙ্গে ধারাবাহিক যুদ্ধে কেটেছে। এবং সে ফ্রান্সের রাইন (RHINE) নদীর তীরে গোতাসিদের হাতে মারা গেছে। এ অল্প সময়ে এত বড় ও বিস্তৃত রাজত্বের অধিকারী হয়ে পূর্বদেশীয় ইউনানি শহরগুলো

---

১. বিস্তারিত দেখুন : *ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* 'ডিসিয়াস (DECIUS)' প্রবন্ধ। রোমক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথা জানেন, লোকদের জোর করে মূর্তিপূজায় বাধ্য করার এই ফরমান ও ধারাবাহিক বাধ্যতামূলক স্বীকারোক্তি নেওয়ার উসকানিদাতা আলোচ্য ডিসিয়াস নয়; বরং তার বহুকাল আগে তারাজান (تراجان) নামের এক শাসক ডিসিয়াসের রাজত্ব দখল করে নেয়। তারাজানের যুগে বায়তুল মোকাদ্দাস ও হালব (সিরিয়া) নগরীর বড় বড় পাদ্রিদের ঈসায়ি ধর্মের—তাওহীদের অনুসারী হওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : গিউরজি এইস. ড্রাইয়ার এর *হিসটোরি অফ দ্যা খৃস্টান চার্চ* (*HISTORY OF THE CHRISTIAN CHLIRCH* BY GEORGE H. DRYER) পৃ. ৬৫-৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সফর করা তার পক্ষে খুব কমই সম্ভব হবে। ইতিহাসে ইউনান ও প্রাচ্যের শহরগুলোতে তার সফরের বিবরণ ও আলামত কোনোভাবেই পাওয়া যায় না।

দি *হিসটোরিয়ানস হিসটোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড* (THE HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD) বইয়ে আছে : ডিসিয়াসের শাসনকাল একদমই সংক্ষিপ্ত এবং খুবই অশান্ত ছিল। ডিসিয়াস শাসনক্ষমতা পাওয়ার পর থেকেই একের পর এক অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য শুধু চেহারা ঘোরাতে ঘোরাতেই সময় চলে গেছে। তার রাজত্বের পুরো সময় গোতাস (GOTHS) এর সঙ্গে লড়াইয়ে কেটেছে।

(*হিসটোরি অফ দ্যা খৃষ্টান*, চার্লস গিউরজি এইস. ড্রাইয়ার : ৬/৪১৩ (*HISTORY OF THE CHRISTIAN CHURCH* BY GEORGE H. DRYER : 6/413)

ঐতিহাসিকরা ওই সকল ঈসায়ি পাদ্রীদের নামও সংরক্ষণ করে রেখেছেন, মূর্তিপূজা না করার কারণে রাজা শাহি ফরমান দিয়ে যাদের অবাধ্যতার অভিযোগে শাস্তি দিয়েছে। তাদের মধ্যে আসহাবে কাহাফের কোনো উল্লেখ নেই। ওইসব সাজাপ্রাপ্ত ঈসায়িদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। স্বয়ং এডওয়ার্ড গিবনও লিখেছে : সাজাপ্রাপ্ত মজলুমদের সংখ্যা ১০ জন পুরুষ এবং সাত জন মহিলার বেশি নয়।

(*যাওয়ালে রোম*, এডওয়ার্ড গিবন : ২/৯৮)

দ্বিতীয় কথা হলো, কিছু ঈসায়ি যুবকের আত্মগোপন এটি একটি স্থানীয় ঘটনা ছিল। ওই সময় এ ঘটনা এমন কোনো আহমিয়াত বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না—যে কারণে ঐতিহাসিকরা এ ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেবে এবং লেখকরা তাদের বইয়ে এটিকে উল্লেখ করবে।

এর বিপরীত এত দীর্ঘ ও অতি অলৌকিক নিদ্রার পর তাদের জাগ্রত হওয়া, পুনরায় তারা শহরে আগমন করা, দীনি মজলিস ও মাহফিলে তাদের নিয়ে ব্যাপক-বিপুল আলোচনা করা এবং দুনিয়ার আনাচে-কানাচে তাদের প্রসিদ্ধ হওয়া ছিল একটি ভিন্ন ও বিস্ময়কর ঘটনা।

তা ছাড়া আসহাবে কাহাফের যুবকদের এত দীর্ঘ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া এবং ঈসায়ি ঈমানদার বাদশা দ্বিতীয় থিওডোসিসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(THEODOSIUS) যুগে ঈসায়ি দুনিয়ায় ঈসায়িদের মধ্যে এ খবরের প্রসিদ্ধি ও ধারাবাহিক বর্ণনা এ পর্যায়ের ছিল—প্রত্যেক যুগের মানুষের মুখে মুখে এ ঘটনা চর্চা ও আলোচনা হতে লাগল। তাদের কোনো মজলিস ও মাহফিল এ ঘটনার আলোচনা থেকে খালি থাকত না। ঈসায়িদের এই বিরামহীন আলোচনার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছে যায়। তখন ঐতিহাসিকরাও এ ঘটনাকে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বর্ণনাকারী ও উদ্ধৃতিকারীগণ বর্ণনা ও উদ্ধৃতির ব্যাপারে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে থাকেন।

এসব কার্যকারণে এ কথা অধিক যুক্তিসঙ্গত, আসহাবে কাহাফের যুবকদের ওপর জুলুম, মূর্তিপূজায় তাদের বাধ্যকরণ, মূর্তির প্রতি বশ্যতার স্বীকারোক্তি আদায়ের অপচেষ্টা এবং এরপর ঈমানদার যুবকদের পাহাড়ি গুহায় আত্মগোপনের ঘটনা রাজা হাডরেইন[১] (HADRIAN)-এর যুগে সংঘটিত হয়েছে। সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।

---

১. হাডরেইন ১১৭ থেকে ১৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। সে 'তারাজান'-এর পর শাসনক্ষমতায় বসেছে। পরামর্শসভা তাকে ১১৭ খৃস্টাব্দের আগস্টে অনুমোদন দিয়েছে। সে অনেক চেষ্টা করেছে, ইউনানি শহরগুলোতে পুরনো চমক ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক যেন ফিরে আসে। হাডরেইন রোমসাম্রাজ্য হেফাজতের জন্য একটা শহরও পত্তন-প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৩২ খৃস্টাব্দে ইহুদিরা যে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা করেছিল, তাদের শাস্তি দিয়েছে রাজা হাডরেইন। সে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করার জন্য অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। হাডরেইন তার রাজ্য থেকে সব ইহুদিকে বহিষ্কার করেছে এবং ইহুদিদেরকে বছরে শুধু একবার বায়তুল মোকাদ্দাস যিয়ারতের জন্য অনুমতি দিয়েছে। রাজা হাডরেইনের নির্দেশের পর থেকে ইহুদিদের নির্বাসন ও বহিষ্কার করার রীতি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।

হাডরেইন ১২৯ খৃস্টাব্দে এশিয়াকে তার রাজ্যাধীন করে নিয়েছে। শামকে (সিরিয়া) তার শাসনকেন্দ্র বানিয়েছে। সে সমরনায় একটা দরবার-প্রাসাদ বানিয়েছে। যেখানে প্রাচ্যের-পূর্বদেশীয় সকল রাজ্যের রাজাদের দাওয়াত করেছে। শীতের সময় সে হালব (সিরিয়া) শহরে অবস্থান করত। সে ১৩০ খৃস্টাব্দে তার রাজ্যের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে পরিত্যক্ত ও জীর্ণ 'কুদস' এলাকায় একটি নতুন শহর নির্মাণের হুকুম দেয়। এরপর সে আরব দেশসমূহ হয়ে মিশরে এসে পৌঁছয়। হাডরেইন ১৩৩ খৃস্টাব্দে ফিলিস্তিন ফিরে যেতে বাধ্য হয়। সেখানে সে ইহুদিদের একটা বিদ্রোহকে খতম করে দেয়। এরপর সেখানকার রাজ্য পরিচালনার নেতৃত্ব ও দায়িত্ব দেয় তার মশহুর নেতা জুলিয়াস সেভারস (JULIUS SEVERUS)-এর হাতে। এরপর হাডরেইন রোমে ফিরে এসে বাইয়ি (BAIAE) নামক স্থানে মারা যায়। হাডরিনের জীবন ছিল বিপরীতমুখী বৈচিত্রে ভরা। (*ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*, খণ্ড : ১১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাডরেইন অনেক দিন পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। ১২৯-১৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যকে শাসন করেছে। মূর্তিপূজা করার জন্য ঈসায়ি জনগণকে সে কঠোর নির্যাতন করেছে। এটা জরুরি নয়, এই জুলুম ও খৃস্টধর্মীয় নিপীড়ন সবটা সরাসরি তার মাধ্যমে বা তার ইঙ্গিতে সংঘটিত হয়েছে; এবং এটাও জরুরি নয়, এ ব্যাপারে হাডরেইন সন্তুষ্ট ছিল কিংবা পুরোপুরি অবগত ছিল। কেননা, রোমসাম্রাজ্য হাডরেইনের যুগে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। তখন শাসক ও বিচারকদের বড় একটা সংখ্যা বিভিন্ন শহর উপশহরে অবস্থান করত। এসব শাসক ও বিচারকদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় খৃস্টধর্মীয় লোকদের ওপর জুলুম ও নিপীড়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তারা তাদের ব্যক্তিগত খাহেশ ও মস্ততার বশবর্তী হয়ে রাজ্যপরিচালনার রাজনৈতিক নোংরা পলিসি হিসেবে খৃস্টধর্মের অনুসারীদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।

এটা নতুন কিছু নয়; বরং ঈমানদারের ওপর অবিশ্বাসী নাস্তিক শাসকদের এই জুলুম নির্যাতনের ঘটনা সব যুগেই ঘটে আসছে। এজন্য আমরা যদি এ কথা মেনে নিই, আসহাবে কাহাফের যুবকদের আত্মগোপনের ঘটনা হাডরেইনের যুগে সংঘটিত হয়েছে, এবং তাদের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ও আত্মপ্রকাশের ঘটনা দ্বিতীয় থিউডিসের যুগে সংঘটিত হয়েছে, তা হলে কুরআনের বর্ণনা ও ঈসায়িদের বর্ণনা করা সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য বাকি থাকে না; এবং ওই বুনিয়াদই খতম হয়ে যায়, যার ওপর ভিত্তি করে এডওয়ার্ড গিবনের মতো অবিশ্বাসীরা চির সত্য কুরআনের বর্ণিত সময় নিয়ে ঠাট্টা ও সংশয় পোষণ করেছে।

খৃস্টানদের গির্জার ইতিহাস গ্রন্থে গিউরজি এইস ড্রাইয়ার লিখেছে : হাডরিন যদিও প্রাচীন রোমীয়দের বিরোধী ছিল, তথাপি সে ছিল খুবই অগ্রগতি ও উন্নয়নকামী। ধর্মীয় বিষয়ে সে ছিল আদর্শহীন। এটাকে সে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখত। যদিও সে নিজেকে অবিশ্বাসী নাস্তিকতার অভিযোগ ও অপবাদ থেকে কৌশলে বাঁচিয়ে চলত, কিন্তু সে অন্য সব অবিশ্বাসী নাস্তিকদেরকে মূর্তিপূজা ও মূর্তির প্রতি বশ্যতায় বাধ্য করত। (*হিসটোরি অফ দ্যা ক্রিশ্চান চার্চ*, গিউরজি এইস. ড্রাইয়ার (*HISTORY OF THE CHRISTIAN CHLIRCH* BY GEORGE H. DRYER) পৃ. : ৬৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এমনটি করা এজন্য উচিত হবে, এ ঘটনার শুরু ও শেষ কোনোটিই পুরোপুরি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিন্ত নয়। খোদ সিরিয় ও গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আসহাবে কাহাফের যুবকদের জাগ্রত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে বড় ধরনের বিশৃঙ্খল মতানৈক্য পাওয়া যায়। সিরিয় ঐতিহাসিকদের দাবি, এটি ৪২৫ বা ৪৩৭ খৃস্টাব্দের ঘটনা। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা, আসহাবে কাহাফের যুবকদের জাগ্রত হয়ে আত্মপ্রকাশ হওয়ার ঘটনা দ্বিতীয় থিউডিসের যুগের ৩৮তম বছর সংঘটিত হয়েছে। এর অর্থ হলো, ৪৪৬ খৃস্টাব্দের ঘটনা। থিউডিসের শাসন যুগ ছিল ৪০৮ থেকে ৪৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

আমাদের চূড়ান্ত ঈমান ও বিশ্বাস হলো কুরআন মাজীদের ওপর, যা আসমানি কিতাবের সংরক্ষক—যা সব ধরনের মতবিরোধ ও মতানৈক্যপূর্ণ বর্ণনা থেকে এবং ঐতিহাসিকদের সকল বিরোধ ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত; সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে একমাত্র কুরআনি বর্ণনা, যা নিশ্চিতভাবে ভরসার এবং নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাসের যোগ্য—যা সকল কমবেশি, বিলুপ্তি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সংমিশ্রণ থেকে সর্বকালেই পবিত্র।

মূর্তিপূজক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একত্ববাদী ঈসায়িদের ওপর জুলুম নির্যাতন ৬৪ খৃস্টাব্দে চরম বর্বর ও নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পায়, এবং সেটা তীব্র ও ভয়ানক ধ্বংসলীলার আকার ধারণ করে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে; এমনকি মূর্তিপূজারি রোমক শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত তাওহীদে বিশ্বাসী ঈসায়িদের গণহারে নির্মূল করে ফেলার চক্রান্ত করে। পরবর্তীতে মূর্তিপূজক রাজা কুসতুনতিন ৪০০ খৃস্টাব্দে ঈসায়ি ধর্ম গ্রহণ করে। তখন তার সম্মানার্থে ঈসায়িদের ওপর মূর্তিপূজকদের এত দিনকার নির্যাতন ও নিপীড়নের বিবরণগুলো সংরক্ষণ করতে দেওয়া হয়নি। মূর্তিপূজকদের নির্মম ও নির্দয়তার ইতিহাসকে গায়েব ও মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে।

তা ছাড়া ইসলামপূর্ব যুগের ধর্মীয় গ্রন্থ ও ইতিহাসের সংকলনগুলো কাল্পনিক বানোয়াটি ও দুর্বল বর্ণনায় ভরা। ফলে সেগুলোর ওপর তেমন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো ভরসা-বিশ্বাস করা যায় না। আবার সেগুলোর মধ্যে না আছে ঐতিহাসিক সংরক্ষণ ও বিন্যাস, অথচ ইতিহাস গ্রহণ ও বিশ্বাসের উপযোগী হওয়ার জন্য যা বড়ই জরুরি।

ক্ষুদ্র একটি দল ছোট্ট একটি শহরে আত্মগোপনের ঘটনা সাধারণ একটি বিষয়। যার মধ্যে একটি বিশাল সাম্রাজ্যকে তার প্রতি আকর্ষণ করার এবং মনোযোগী হয়ে ওঠার মতো কোনো যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র দলটির প্রকাশ-মুহূর্তটি ছিল একটি স্মরণীয় বিষয়। যার মধ্যে হতভম্বতা, আশ্চর্যতা ও বিস্ময়তার সকল উপকরণ একত্র হয়েছে; এবং এ ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে এমন বাদশার যুগে, যিনি স্বয়ং আসহাবে কাহাফের যুবকদের ঈসায়ি ধর্মের এবং এক ইলাহে বিশ্বাসী ছিলেন।

আসহাবে কাহাফের ঘটনার আসল গুরুত্ব, মর্যাদা ও প্রভাবের অনুমান সেই পরিবেশেই হতে পারে, যেখানে আখেরাত, হাশর-নাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান রাখা ছিল কঠিন বিরোধিতার এবং তীব্র সমালোচনার বিষয়; এবং সেই পরিবেশেই এ ঘটনার প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে, যেখানে এমন এক আলোকিত দলিলের তীব্র প্রয়োজন অনুভব হয়ে চলছিল, যা আখেরাতের জীবনের সব বিষয়কে অকাট্য ও মহাসত্যরূপে বাস্তবিক কোনো নমুনার মাধ্যমে দেখিয়ে দেবে। যেখানে দরকার ছিল এমন একটি ঘটনা ও বিষয়ের, যা আখেরাতের জীবনের সকল ওয়াদা ও অঙ্গীকারকে বাস্তব ও নিশ্চিত হওয়ার একীন ও দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা করে দেবে।

আসহাবে কাহাফের অতি বিস্ময়কর এ ঘটনার পরিণাম ও প্রকৃতি, নতিজা ও ফলাফল, ঈমানদার যুবকদের জাগৃতির সময় এবং তাদের খ্যাতি সারা দুনিয়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে, কোনো অবিশ্বাসীর জন্য এ ব্যাপারে সংশয়ের কোনো সুযোগ রাখেনি। কোনো নাস্তিকের জন্য সন্দেহের কোনো অবকাশও থাকেনি। আর দরকারও ছিল এমনটির। আখেরাতের বিষয়গুলো সত্য হওয়ার বিষয়ে যাতে কোনো ধরনের দ্বিধা-সংশয় বাকি থাকবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ সবসময় আশ্চর্যজনক বিষয় ও বিস্ময়কর ঘটনার দিকে দ্রুত ধাবিত হয়; এবং সেটি তার মনমস্তিষ্কে ভালোভাবে গেঁথে যায় এবং সংরক্ষিতও থেকে যায়। এমনিভাবে দীন ও ধর্মীয় বিষয়ে তাকাযা ও চাহিদা হলো, সেটিকে আমানতদারির সঙ্গে ইতিহাসে সংরক্ষণ করে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর বিপরীত হলো, এ ঘটনার উৎস-কারণ ও নিশ্চিত সময় সম্পর্কে অবগতি লাভ করে সংরক্ষণ করা। এ বিষয়ে সে সময় বিশেষ কোনো চেষ্টা ছিল না। আর এমনটা করার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। বাকি আল্লাহ পাকই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন।

কুরআন মাজীদ এ ঘটনাকে কেন নির্বাচন করেছে

মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন, কুরআন মাজীদে এ আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখের কারণ[১] হলো, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক

---

১. মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, কুরাইশের কাফেররা নযর বিন হারেস ও উকবা বিন আবি মুয়িতকে মদীনার ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছে। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে; এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলি, কথা ও বাণীসমূহ তাদের সামনে পেশ করে। কেননা, ইহুদিরা হলো সবচেয়ে পুরনো আহলে কিতাব। নবী ও নবুওয়াত সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের কাছে রয়েছে, যা আমাদের কাছে নেই।

এরা দুজন রওনা হলো। যখন তারা মদীনায় পৌঁছল, তখন ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু গুণাবলি ও কথা (বাণী ও বক্তব্য) ইহুদিদের জানালো। মক্কার কুরাইশরা ইহুদি পণ্ডিতদের এ কথাও বলল, আপনারা তাওরাতের (কিতাবের) আলেম। আমরা এ উদ্দেশ্যে এসেছি, আপনারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাবেন।

ইহুদি পণ্ডিতরা বলল, তোমরা তার কাছে এ তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, যা আমরা তোমাদের বলে দেব। যদি তিনি বাস্তবেই আল্লাহ তাআলার পাঠানো নবী হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি এগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে দেবেন। যদি সে উত্তর দিতে না পারে, তা হলে বুঝে নেবে, সে হলো কথার বণিক (নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার। আজগুবি কথা বলে যে মানুষদের বশ করতে চাচ্ছে।)। তখন তার ব্যাপারে যা ইচ্ছা হয়, কোরো। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, ওইসব যুবকদের ব্যাপারে, যারা প্রাচীন যুগে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। কেননা, তাদের ইতিহাস খুবই আশ্চর্যময় ও বিস্ময়কর। পৃথিবীখ্যাত সেই বাদশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যিনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম দুনো প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন; তার ঘটনা কী? এবং রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তার হাকিকত কী? যদি তিনি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দেন এবং এসব ঘটনা বর্ণনা করে দেন, তা হলে তাঁর কথা মেনে নিয়ো। আর যদি সে বলতে না পারে, তা হলে তার মতলব হলো, সে (আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কিত) এসব কথা এমনিই বলে বেড়ায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রহ.-এর ওই বর্ণনা, যাতে রয়েছে ইহুদিদের কাছে কুরাইশদের একটা দল গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইহুদি পণ্ডিতদের কাছ থেকে এমন কিছু প্রশ্ন জেনে নেওয়া, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার পরীক্ষা করা যায়। ফলে ইহুদিরা কুরাইশ দলকে কিছু প্রশ্ন লিখে দিয়েছিল, যার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে।

এ বর্ণনাটি যদি সহীহও হয়, তারপরও এটিকে ইতিহাসের অসংখ্য-অগণিত ঘটনা থেকে আসহাবে কাহাফের ঘটনা কুরআন মাজীদে উল্লেখের প্রকৃত কারণ কিংবা কারণসমূহের একটি কারণ বলেও গণ্য করা যায় না। কেননা, তাওহীদ ও ঈমান গ্রহণ করার কারণে আসহাবে

লোক দুজন মক্কায় ফিরে এল। কুরাইশদের কাছে পৌঁছে তারা বলল, আমরা তোমাদের ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে একেবারে মীমাংসাপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসেছি। ইহুদি পণ্ডিতরা আমাদের এই এই কথা বলেছে।

তারা বিস্তারিত সব কথা বলল। এবার কাফেরদের একটা দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল : মুহাম্মাদ, এ তিনটি বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত বলো।

তারা ওইসব প্রশ্ন করল, যা ইহুদি পণ্ডিতরা তাদের শিখিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আগামী কাল এ প্রশ্নগুলোর জবাব দেব।

লোকেরা ফিরে গেল। এরপর তো ১৫ দিন পর্যন্ত কেটে গেল। এর মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নাজিল হয়নি। হযরত জিবরাইল আ.-ও আগমন করেননি। মক্কার কাফেররা একটা ভালো মওকা পেয়ে গেল। তারা কিছু দিন কানাঘুষা করল। তারপর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগামী কালের ওয়াদা করেছিল, অথচ আজ ১৫ দিন হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে ওহী পাঠাননি। লোকদের এসব কথাবার্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্ট পেতে লাগলেন।

এরপর হযরত জিবরাইল আ. সূরা কাহাফ নিয়ে আগমন করেন, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনঃকষ্টের সান্ত্বনা ছিল; আসহাবে কাহাফের সেই নওজোয়ান যুবকদের কথা বর্ণিত ছিল; পৃথিবীর দুই প্রান্ত সফরকারীর আলোচনাও ছিল। আরেক সূরায় রূহ সম্পর্কিত তাদের প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবও ছিল।

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

অর্থ : (হে নবী,) তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুমঘটিত। তোমাদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা সামান্যমাত্র। (সূরা বনী ইসরাইল : ৮৫)

উল্লিখিত হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী মাজহুল, যার পরিচয় অস্পষ্ট, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক যার থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের উসূল মোতাবেক এ বর্ণনাটি বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। (*তাফসীরে তাবারী* : সূরা কাহাফ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাহাফের চেয়েও বেশি জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক রয়েছে।

মূলত কুরআন মাজীদে আসহাবে কাহাফের ঘটনা নাজিল হওয়ার সঙ্গে বাহ্যিক কোনো ঘটনা বা কারণ এতটা গুরুত্ব রাখে না, যতটা অনেক মুফাসসির বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো মুফাসসির বিভিন্ন আয়াত ও সূরা নাজিল হওয়ার ব্যাপারে খোলা-দিলে অনেক বিস্তারিত ও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করেছেন, যেগুলো দ্বারা ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমিন—পূর্বযুগীয় আলেমগণ খুব প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতেন।

বাস্তবতা হলো, উম্মতের ইসলাহ ও তালীম-তরবিয়তের পূর্ণতার মাকসাদে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আসহাবে কাহাফের ঘটনাও এ উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। এমন এক অশান্ত-উচ্ছৃঙ্খল-নোংরা সমাজ ও সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন মাজীদ নাজিল হয়েছে, যখন মানুষ ও মানবতার কোনো বাছবিচার ছিল না। এই সেই মানবজাতি, যারা কুরআন মাজীদের সবসময়ের মুখাতাব—সম্বোধিত; যাদের পরিচালনার লাগাম ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে; যাদের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব ছিল নবুওয়াতে মুহাম্মাদির কাঁধে। আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়েও অনেক বেশি হৃদয়-আন্দোলিত ও উদ্বেলিত-করা দাস্তান ও ঘটনা তাদের মধ্যে ঘটেছে—ইতিহাস যার রাজসাক্ষী।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, কুরআন মাজীদে আসহাবে কাহাফের ঘটনা নাজিল করা হয়েছে, ইহুদি পণ্ডিতদের-বলা কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে কুরাইশের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী কি না পরীক্ষা করে দেখার খাহেশ হওয়ার কারণে; কিন্তু তাদের বর্ণনা করা এই শানে নুযুলের চেয়ে অধিক গুরুত্বযোগ্য ও বিবেচনার উপযুক্ত কথা হলো—কুরআন মাজীদে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে উম্মতের এসলাহ, তালীম ও তরবিয়ত তাকমিলের জন্য। আসহাবে কাহাফের ঘটনা দ্বারা উম্মতের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার পূর্ণতা অর্জনই হলো মূল মাকসাদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ.-এর অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব *আলফাওযুল কাবির*। তিনি এর মধ্যে কুরআন শরীফের আয়াতে কারীমা নাজিল হওয়ার প্রকৃত কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করানোর জন্য লিখেছেন :

'সাধারণ মুফাসসিরগণ কুরআনে কারীমের আয়াতে মুখাসামাত—বৈপরীত্যপূর্ণ আয়াত বা আহকাম-বিধান সম্বলিত আয়াতের প্রত্যেকটিকে কোনো না কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। তারা মনে করেন, এ ঘটনা বা বিষয়েই আয়াতটি নাজিল হয়েছে; অথচ এ কথা স্বীকৃত ও প্রমাণিত, কুরআন নাজিল হওয়ার বুনিয়াদি মাকসাদ হলো, মানব-আত্মার সংশোধন ও মানব জাতির জীবনাচার সুন্দর ও সুষম করা; ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস বিলুপ্ত করা; সব ধরনের অন্যায় ও অনাচার মিটিয়ে দেওয়া। সুতরাং কোনো আকেল-বালেগ, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থাকাটাই কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ কারণ। এমনিভাবে সমাজে কোনো ধরনের বদআমল ও বদ-রুসুমাত এবং অবিচার ও অনাচার থাকাটাই আহকামের আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলার যে সকল নেয়ামত, নিদর্শন ও বিভিন্ন ঘটনার আলোচনা রয়েছে, তাতে উদাসীন গাফেল ও বেপরোয়ায়ি জীবনের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। বিভিন্ন আংশিক ঘটনা এবং কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাবলির বিবরণ থেকে মুফাসসিরগণ অনেক মৌলিক ও শাখাগত কাজ নিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন মাজীদের আয়াতে কারীমা থেকে বাহ্যিক কোনো ঘটনা বা বিষয়ের উপলক্ষ গ্রহণ করার এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, ওই ধরনের কিছু সংখ্যক আয়াতের কথা ভিন্ন, যেগুলোতে এমন ধরনের কোনো ঘটনার প্রতি স্পষ্ট বর্ণনা বা ইশারা রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় বা তার আগে ঘটেছিল। সুতরাং ওই সকল আয়াত থেকে শ্রোতার মনে যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জিজ্ঞাসা ও ব্যাকুলতা জন্মে তা পরিষ্কার করার জন্য এ ধরনের স্থানে সেই ঘটনার বিস্তর বর্ণনা ও বিবরণ থাকা জরুরি।' *(আল-ফাউযুল কাবির)*

আসহাবে কাহাফের এ ঘটনা অত্যন্ত মোনাসেব সময়ে এবং সঠিক পরিবেশে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, মক্কার মুসলমানরা ঈমান কবুল করার কারণে তখন আসহাবে কাহাফের যুবকদের মতো একটি বিভীষিকাময় ঘোর পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। তাদের সামনে তখন মূর্তিপূজক রোমশাসকের স্বৈরাচারিতা ও নিষ্ঠুরতার পরিবেশে আসহাবে কাহাফের যুবকরা কীভাবে নিজেদের ঈমান ধারণ ও হেফাজত করেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত দরকার ছিল। ভীষণ সঙ্কটঘন পরিবেশে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে একটি পাহাড়ি গুহায় আত্মগোপন করে ঈমান বাঁচানোর ইতিহাসে আসহাবে কাহাফের যুবকরা ছিলেন একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। আর মক্কাবাসী মুসলমানদের জীবন তখন আসহাবে কাহাফের সঙ্গে ছিল অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের মুজিযাপূর্ণ প্রতিবিম্বের তুলনায় আর কোনো চিত্রই হতে পারে না, যার মধ্যে মক্কার মুসলমানদের পুরো চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে :

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ.

অর্থ : আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্প ক'জন। দেশের মধ্যে তোমাদের দুর্বল বলে মনে করা হতো। তোমরা তখন আশঙ্কায় থাকতে, হঠাৎ কেউ না আবার তোমাদের ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। (সূরা আনফাল : ২৬)

ইতিহাস ও সীরাতের কিতাবগুলো কঠিন জুলুম, নিপীড়ন, নির্দয় ও নির্মমতার ঘটনায় ভরপুর—যার শিকার হয়েছিলেন ঈমানদারগণ। হযরত বেলাল, আম্মার, খাব্বাব, মুসআব, সুমাইয়া রা. এবং তাদের সাথীদের ঘটনা শুনে শরীরের পশম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। দিল ও দেমাগে এবং মন ও মস্তিষ্কে জুলুমের প্রতি চরম ঘৃণা পয়দা হতে থাকে। নির্দয়তার সেই অমানিশার যুগে মক্কার মুসলমানদের ওপর যেই বর্বর নির্যাতন করা হয়েছে, তার বর্ণনা কুরআন মাজীদে ও সীরাতে নববীতে আজও আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মূর্খতা ও অজ্ঞতার সেই জোয়ারকালে কোথাও আশা-ভরসার সামান্য কিরণও নজরে আসছিল না। সামাজিক আচরণের এমন কোনো ফাঁক-ছিদ্রটুকু ছিল না, যা দিয়ে আলোর কোনো রেখা কিংবা তাজা বাতাসের কোনো ছটা ভেতরে আসতে পারে। মুসলমানরা তখন দুই চাক্কির মাঝে পড়ে পিষে যাওয়ার ক্ষণ পার করছিল। অন্য ভাষায়, তারা একদল রক্তপিপাসু হায়েনাদের সঙ্গে জীবনমরণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কুরআন মাজীদ তার সাহিত্যপূর্ণ উচ্চাঙ্গ ভাষায় সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি ব্যক্ত করছে :

حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ الۡاَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ اَنۡفُسُهُمۡ وَظَنُّوۡۤا اَنۡ لَّا مَلۡجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيۡهِ.

অর্থ : এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের কাছে নিজেদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আর তারা নিশ্চিত বুঝেছিল, আল্লাহর আজাব থেকে পলায়ন করে আশ্রয় নেওয়ার কোনো স্থান নেই। (সূরা তাওবা : ১১৮)

তখন সময়টি ছিল কুরআনের। আসমান থেকে ওহী নাজিল হতো। ঈমান কবুলের কারণে জীবন বিপন্ন হতে চলা মুসলমানদের জন্য তখন কুরআন মাজীদ এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা, কঠোরতার পর সহনশীলতা, জিল্লতের পর ইজ্জত। অলৌকিক অত্যাশ্চর্য নুসরতে ইলাহি ও খোদায়ি মদদ নাজিল হওয়ার এমন এক ঘটনা কুরআন মাজীদ বর্ণনা করেছে, যা সব ধরনের ভাবনা-চিন্তা ও যুক্তি-দর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে দেয়। মেধা ও বুদ্ধির সকল ছলাকলা ও কৌশলকে হতভম্ব বানিয়ে দেয়; এবং সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামনে একটি চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে।

কুরআন মাজীদে আসহাবে কাহাফের ঘটনা জানানোর পর এ কথা আলোকিত দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা চাইলে কী না পারেন! তিনি শক্তি-সামর্থ্যহীন কয়েকজন নওজোয়ানকে কাফের-ফাসেকদের মানব-সমুদ্র থেকে এবং জালেম শাসকদের রাজশক্তির থাবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেকে কীভাবেই না হেফাজত করলেন! কী ভীষণ আশ্চর্য আর বিস্ময়করভাবে তাদের জীবনকে নিরাপত্তা ও নিরাপদের চাদরে ঢেকে রাখলেন! একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই সকল কুদরত ও ক্ষমতা। তিনিই সকল সহায় ও সম্পদ, মাল ও দৌলতের খাজানার মালিক। আসমান ও জমিনে কেবল তিনিই কর্তৃত্বকারী। তিনিই জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে পয়দা করেন। জুলমতের পর্দা সরিয়ে নূরের আলো তিনিই প্রকাশ করেন। সবকিছু তাঁর। সবকিছু তিনিই করেন।

মক্কার ওইসব মুশরিক ও অবিশ্বাসী, যারা ছিল ঘাতক ও হন্তারক, যাদের মুখে রক্তের দাগ লেগেছিল, যারা অন্যের কলিজা চিবানোর ব্যাপারে উৎসাহী ছিল, যারা রক্তের বদলা নেওয়ার ব্যাপারে অদম্য ও দৃঢ়সংকল্পকারী ছিল, আল্লাহ তাআলা সেই লোকগুলোকে মানুষ ও মানবতার জন্য নেগাহবান, রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানকারী, পিতামাতার মতো স্নেহশীল, দয়ালু মুরব্বি ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছেন। ঈমানদার ছেলেকে কাফের পিতার উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। অশান্ত মরুর বুকে শান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছেন। কে করেছেন এসব? আল্লাহ!

আসহাবে কাহাফের সঙ্গে মক্কার মুসলমানদের মিল

ইসলামের প্রথম যুগটা ছিল ভীষণ কঠিন ও নাজুক সময়। চারদিকে ছিল ভয়াবহ পরিস্থিতি। তখন হতাশা ও নিষ্ঠুরতা পুরো দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভয়ে কলিজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার যোগাড় ছিল। চোখ দিয়ে পাথর বের হওয়ার অবস্থা ছিল। তখন কুরআন মাজীদ মক্কার মুসলমানদের একদিকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করছে, যেটি একজন মানুষের সঙ্গে একদল মানুষের কেমন নির্দয় আচরণ ছিল তার বিবরণ; আবার হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যেটি একজন নবী ও তাঁর কওমের সঙ্গে একদল অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর আচরণ কেমন ছিল তার বর্ণনা। অপরদিকে কুরআন মাজীদ আসহাবে কাহাফের এ ঘটনাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বর্ণনা করছে, যার মধ্যে রয়েছে এক জালেম ও স্বৈরাচারী রাজার অত্যাচারের সামনে একদল যুবক ঈমান হেফাজত করার জন্য কী প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে!

ঈমান হেফাজতের এ ঘটনাগুলো বিভিন্ন দেশ ও যুগের, বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির; কিন্তু সবগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গন্তব্য ও মনযিল এক ও অভিন্ন; এগুলোর পরিণাম ও ফলাফল একটি অপরটির সঙ্গে সাদৃশ্য ও নৈকট্যপূর্ণ। এ ধরনের ঘটনাগুলোতে একটি কেন্দ্রীয় মিল ও সুর, রূপ ও চিত্র পাওয়া যায়; তা হলো, আল্লাহ তাআলার অপ্রতিরোধ্য বিজয়ী ইচ্ছা ও মানসা। তিনি মুমিনকে কাফেরের ওপর, নেককারকে বদকারের ওপর, মজলুমকে জালেমের ওপর, কমজোরকে শক্তিমানের ওপর বিজয় দান করেন। এমনভাবে বিজয় ও প্রাবল্য দেন, যা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ধারণ ও বহন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, বিকাশ ও প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমনকি একটা কাফেরও সেসব ঘটনা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অর্থ : নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে বড় ধরনের শিক্ষা। এটি কোনো মনগড়া কথাবার্তা নয়; বরং তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন। এবং ঈমানদারদের জন্য (হেদায়েতের) সকল কথার বিস্তারিত বিবরণ এবং পথপ্রদর্শন ও রহমতস্বরূপ। (সূরা ইউসুফ : ১১১)

সূরা হুদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : (আর হে নবী,) রাসূলদের যে সকল বৃত্তান্ত আমি তোমাকে বর্ণনা করছি, তার দ্বারা আমি তোমার দিলকে স্থির ও প্রশান্ত করি। এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য (অর্থাৎ, তোমার সত্যতার দলিল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রমাণিত হয়ে গেছে) আর মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সতর্কবাণী। (সূরা হূদ : ১২০)

যখন আমরা মক্কার মুসলমানদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করব, তখন তাদের মধ্যে ও আসহাবে কাহাফের মধ্যে একটা বড় ধরনের মিল দেখতে পাব। আসহাবে কাহাফ তাদের দীন ও ঈমানকে ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য শহর ছেড়ে এক পাহাড়ি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এক দীর্ঘ সময় তারা সেখানে অবস্থান করেছিল। এর মধ্যে জালেম ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের মেয়াদ খতম হয়ে যায়—যে সবসময় ঈমানদারদের ওপর জুলুম অত্যাচারের পাহাড় চাপিয়েছিল। রোমের সিংহাসনে মূর্তিপূজারি জালেম শাসকদের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার পর এমন এক ব্যক্তি শাসক হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি ছিলেন ঈসায়ি ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রসারকারী। নিজেকে তিনি এ পরিচয়ে পরিচিত করতেন গর্বের সঙ্গে। তিনি চাইতেন, ঈমানের কারণে যারা জুলুমের শিকার হয়েছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির পুরোপুরি কদর করা; পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করা; তাকে সম্মান ও শিরোপার সে স্তরে পৌঁছে দেওয়া, যা তার হক ও প্রাপ্য।

মক্কার মুসলমানরাও নিজেদের দীন ও ঈমানের ওপর এমন ধৈর্য ও অবিচলতা নিয়ে কায়েম ছিলেন, যেমন কোনো ব্যক্তি তার হাতে আগুনের টুকরো নিয়ে শূন্যে ভাসমান টলোমলো কোনো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। পরিশেষে নাজাত ও মুক্তির গায়েবি পর্দা উদ্ভাসিত হলো। তাঁরা হিজরত করার অনুমতি পেলেন, যেটি ছিল তাদের আত্মরক্ষার জন্য একটি মজবুত দুর্গ; আর এ কেল্লার নাম হলো—ইয়াসরিব—মদীনা। মক্কার নির্যাতিত মুহাজির মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরও কিছু বিষয় বরাদ্দ ও মঞ্জুর ছিল, যেটা মূর্তিপূজারি জালেম রোমশাসকের নিপীড়নে ঈমান হেফাজতের জন্য ঈসায়ী দ্বিতীয় শতকে পাহাড়ি গুহায় আত্মগোপনকারী আসহাবে কাহাফের নওজোয়ানদের সঙ্গে ছিল না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ পাকের ফয়সালা ছিল, মক্কার মুসলমানদের মাধ্যমে পুরা দীন-ইসলামকে সারা দুনিয়ায় বিজয়ী করবেন। জল ও স্থলের, মাটি ও পানির কোনো অংশ ইসলামের রহমতি শিশির থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত রাখবেন না। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِيٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّيۡنِ كُلِّهٖ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ.

অর্থ : আল্লাহ পাকই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য-দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন—যাতে তিনি সকল দীনের ওপর তা বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সফ : ৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা পূর্ণ ও সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণকে তাঁর সকল উম্মত পাঠানোর জরিয়া ও মাধ্যম বানিয়েছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ.

অর্থ : (হে ঈমানী দাওয়াতের অনুগামীরা,) তোমরা সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের পাঠানো হয়েছে মানুষদের (রাহনুমায়ি ও ইসলাহের) জন্য। তোমরা মানুষদের নেক কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে; আর আল্লাহর ওপর (সত্য) ঈমান রাখবে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

তোমাদেরকে সহজতা-সৃষ্টিকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করার জন্য নয়। (*সুনানে তিরমিযী* : ১৩৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসহাবে কাহাফের কয়েকজন মুমিনের জন্য সেই সংকীর্ণ ও সীমিত গুহাটি কোনোমতেই যথেষ্ট ছিল না, যার মধ্যে তারা স্বাভাবিক জীবনস্রোত এড়িয়ে তাদের জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। তখন ইসলামী দাওয়াত সম্পূর্ণটাই কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মানবতার ভবিষ্যৎ ছিল তাদের সঙ্গে জড়িত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ভাষায়—তারা ছিল জমিনের সৌন্দর্য। এই সামান্য ক'টি বীজের ওপর ছিল সতেজ শ্যামল এক বাগিচার ভিত্তি। তখন এরাই ছিল মানবসভ্যতা টিকে থাকার সুপ্ত রহস্য।

আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ছিল, এ সামান্য গুটিকয়েক মুমিন নিঃশেষ না হোক, জাগৃতির পর আর নিদ্রার শিকার না হোক, এরা পীড়িত ও সঙ্কুচিত জীবন আর না কাটাক; বরং তারা যেন এবার আল্লাহ তাআলার দীনের প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়, বাতিলের শোর ও স্বরের মোকাবেলা করে, মানবতাকে জুলুম ও গোলামির বন্দি শিকল থেকে আজাদ করে, আর আল্লাহর নাম ও কালিমা সব জিনিসের উর্ধ্বে ও প্রিয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ.

অর্থ : যাতে কোনো জুলুম ও ফেতনা বাকি না থাকে এবং দীনের সকল কাজ কেবলই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (সূরা আনফাল : ৩৯)

আসহাবে কাহাফের একজন যখন গুহা ছেড়ে শহরে গেল, তখন সে এক নতুন দুনিয়া দেখতে পেল—লোকেরা ভিন্ন; তাদের তাহযিব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার ভিন্ন; দীন-ধর্ম ভিন্ন। সে দেখতে পেল, অধিকাংশ মানুষই দীন-ঈমানের অধিকারী; তাদের ধর্ম অনুসারেই এ দেশে শাসন চলছে; তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে।

এমনিভাবে যখন মুহাজির সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কা বিজয় করতে এলেন, তখন মক্কাবাসী হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। ইসলামের পতাকা এবার সেখানেও উড্ডীন হলো। বাইতুল্লাহর চাবি রাসূলুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এল। তিনি স্বাধীন। যাকে চান, তাকে বাইতুল্লাহর চাবি দিয়ে এহসান করতে পারেন; সম্মানিত করতে পারেন। আজ মক্কার সব ভদ্রতা, সম্মান ও মর্যাদা ইসলামের মধ্যে এসে সমবেত হয়েছে। শিরক ও মূর্তিপূজা আজ অপমান ও অপদস্তির নাম হয়েছে। গতকালের বহিস্কৃত ব্যক্তি আজ মক্কার হাকেম, সুলতান ও বাদশা—যিনি ছিলেন সমগ্র মানবতার শিক্ষক; মানব কাফেলার রাহনুমা ও রাহবার; পথের দিশারী ও পথপ্রদর্শক।

যদি এ দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা হলে আসহাবে কাহাফের এ ঘটনা মক্কার ঈমানদার মুহাজিরদের জীবনের সঙ্গে কী পরিমাণ সাদৃশ্যপূর্ণ! তবে উভয় ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল, সেটি হলো, ইসলামের সাধারণ মেজাজ ও প্রকৃতি এবং মানবতার প্রয়োজনীয়তা ও পরিবর্তনশীলতার আবশ্যক ও কুদরতি নতিজা—একটি সুন্দর সামগ্রিক শক্তিশালী ফলাফল।

ইতিহাস আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়

আল্লাহ তাআলা দীন ও ইসলামকে স্থায়ী ও ব্যাপক করার ফায়সালা করেছেন। তিনি এ উম্মতকে স্থায়ী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে এ সিদ্ধান্তের চাহিদা হলো, ইসলাম ওই সব মারহালা, ধাপ ও স্তরকে উত্তীর্ণ ও অতিক্রম করে অগ্রসর হবে, যেগুলো আগেকার জাতিসমূহ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে অতিক্রম করেছিল; এবং ইসলামের দাওয়াতকে ওই সকল প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত বিষয়ের সামনে পেশ করতে হবে, যা মানব-জীবনে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সামনে এসে থাকে। ইসলাম কখনো শক্তি ও প্রাবল্যের সঙ্গে অগ্রসর হবে; কখনো কমজোর ও দুর্বল অবস্থায় হাঁটতে থাকবে; কখনো আধিক্য, কখনো নগণ্যতা; কখনো মতৈক্য, কখনো মতবিরোধিতা; কখনো জয়, কখনো পরাজয়—এসব নিয়েই ইসলাম ক্রমাগত পথ চলতে থাকবে।

ফলে আমরা দেখি, বেশির ভাগ ওই সকল লোক, যারা ইসলামী দাওয়াতের পতাকাধারী, সহীহ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী, তারা কঠিন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জুলুমের শিকার হয়; তারা অত্যাচারিত ও নির্বাসিতের মতো বহুবিধ কঠিন শাস্তি ও বিপদের সম্মুখীন হয়। এটা কখনো অমুসলিম দেশ ও শাসকের দ্বারা হয়, আবার কখনো এমন শাসকের অধীনে ও ছায়ায় হয়, যাকে ইসলামী শাসক বলা হয়—যাদেরকে কালেমা-বিশ্বাসী মুসলিম শাসক বলা হয়; তারা ধর্মের নামে বড় বড় বিবৃতি দিয়ে বেড়ায়; কেউ উদারমনা মুসলিম হওয়ার দাবি করে; কেউবা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম সাজে; কেউ উরস-মাজারকে ভক্তি করে; কেউবা ধর্মের কোনো বিধান পালন না করেও নিজেদের ধার্মিক বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে।

আবার এর সাথে সাথে এসব নামধারী মুসলিম শাসকরা সহীহ দীনি বুঝ না থাকায় ইসলামী দাওয়াত, দীনি প্রতিষ্ঠান—মাদরাসা-মসজিদ, দীনি মাহফিল-মজলিসকে নিজেদের রাজত্ব ও শাসনের জন্য বাধা মনে করে। কুরআন-সুন্নাহর বিধান ও সহীহ আকীদা-বিশ্বাসকে অধিকাংশ সময়ই তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও শাসনের জন্য ইহুদি-খৃস্টান ও হিন্দু-বৌদ্ধদের অনিষ্টতা থেকে বেশি ক্ষতিকর মনে করে; এমনকি কুফুরি ও নাস্তিক্যবাদি চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা থেকেও ইসলামকে বেশি ক্ষতিকর মনে করে।

মুসলমানদের সামনে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করে দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—কমজোর অল্পসংখ্যক মুমিন আর শক্তিশালী বহুসংখ্যক মুনাফিকের মাঝে সংঘর্ষ যুগে যুগে দেখা দিয়েছে। আসহাবে কাহাফের ঈমানদীপ্ত যুবকদের ঘটনা মানুষের জন্য এতটা দিশারী ও পথপ্রদর্শক, যার থেকে চলার পথের আলো, দিশা ও উদ্যম বারবার হাসিল করার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলেন :

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.

অর্থ : নিশ্চয় তারা ছিল কয়েকজন যুবক—যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হেদায়েতকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যখন তারা (সত্য পথে) দাঁড়িয়েছিল, আমি তাদের অন্তর (ধৈর্য ও অবিচলতা দ্বারা) দৃঢ় করেছিলাম, তখন তারা (পরিষ্কার ভাষায়) বলে দিয়েছে, আমাদের রব তো তিনিই, যিনি আসমান ও জমিনের রব; তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে আমরা মাবুদ বলে কখনো স্বীকার করব না। যদি আমরা এমনটা করি, তা হলে সেটা বড় অন্যায় হবে। (সূরা কাহাফ : ১৩-১৪)

কখনো কখনো ঈমানী জীবন-যাপন করার পরিবেশ এতটা কঠিন ও জীবনহরণকারী হয়ে দাঁড়ায়, জীবন ও ঈমানকে একত্র করা দুষ্কর হয়ে যায়, তখন মুসলমানদের সামনে ঈমানহীন সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিদায় জানিয়ে সম্মানহীন নির্জন একাকী জীবন কাটানো ছাড়া উপায় থাকে না। মক্কার মুসলমানদের জন্য প্রথম দিকের সময়টা ছিল সেই নাজুক সময়, যা শতাব্দী ও ইতিহাসের দীর্ঘ বিরতি ও বিরামের পর মাঝে মাঝে দেখা দেয়; কিন্তু মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত হলো, সব যুগ ও কালের, সব দেশ ও মানুষের; তাই এটি সব ধরনের অবস্থায় আমাদের পরিপূর্ণ রাহনুমায়ি করে, পথপ্রদর্শন ও পথের দিশা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ.

অর্থ : সেই সময় অতি নিকটে, যখন মুমিনের জন্য উত্তম মাল হবে ছাগলের পাল। সে তা নিয়ে কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে বা নির্জন উর্বর এলাকায় চলে যাবে, নিজের দীনকে ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য। (*সহীহ বুখারী* : ১৮)

সূরা কাহাফ এমন পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে, যা থেকে মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাকের মদদ ও সাহায্যের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়; এবং সূরা কাহাফ সেই পথকে দেখিয়ে দিয়েছে, যে পথে মুমিনদের চলা উচিত; সেটি হলো, ঈমান রক্ষার জন্য তারা যেন সর্বস্ব কোরবানি ও ত্যাগ করে, সবসময় করতে প্রস্তুত থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এখন আসহাবে কাহাফের ঘটনা কুরআন মাজীদের আলোকে পেশ করা হচ্ছে—এটি এমনই এক বৃত্ত ও ক্ষেত্র, যার মধ্যে জীবনের বহু দিক উদ্ভাসিত হয়, যা থেকে আমাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবরত ও নসীহত এবং শিক্ষা ও উপদেশ হাসিল হবে।

মূর্তিপূজা ও উচ্ছৃঙ্খল শাসনকাল

রোম রাজত্বের একটি শহর—আফিসুস (বর্তমানে এটি তুরস্কের একটি শহর। কোনো কোনো আধুনিক গবেষকের মতে আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি ঘটেছিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানের নিকটবর্তী এক স্থানে।)। আফিসুস নগরী ঈসায়ি ধর্মের সূচনাকালে মূর্তিপূজা, বস্তুবাদে লিপ্ততা ও প্রকাশ্য ভোগবাদিতার চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মূর্তিপূজা ও ভোগবাদিতা সবসময় এমনভাবে মিলে-মিশে ছিল, যেন এ দুটোর মধ্যে কোনো গোপন চুক্তি রয়েছে। হিন্দুস্তানের পরিত্যক্ত ও প্রাচীন বাড়িগুলো এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো খননের দ্বারাও এর প্রমাণ মিলছে। গ্রিক মিসর ও আরবের জাহেলি যুগেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোম রাজত্বেও এটাই ঘটেছে। মূর্তিপূজা ও খাহেশাতপূজার স্রোত সকল রুহানী ও আখলাকি সৌন্দর্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রমূলে এমন একটা ভোগবাদি সমাজ এসে গেছে, যারা সাময়িক ভোগ ও অস্থায়ী সম্পদের ফায়দা ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের মূল্যায়নকারী ছিল না।

কুদরতিভাবে আফিসুসের শাসকরা জনসাধারণের সব বিষয়ের ওপর কর্তৃত্বকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী ছিল। রোমসাম্রাজ্য তখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পদ, সম্মান ও ক্ষমতার যাবতীয় বিষয়ের উৎস ও কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তখন রোমকদের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি গ্রহণ করা এবং শাসকদের অনুকরণ করার বিষয়টা এমন এক সাঁকো ছিল, যা খুব সহজেই অন্য সব রাজন্যবর্গ ও শাসকবর্গকে সম্মান, পদ ও ক্ষমতা-লাভের মনযিলে পৌছে দিত। এর পরিণাম ছিল এই, রোমসাম্রাজ্যের চারপাশে সুযোগ-সন্ধানীদের হুজুম-ভিড় লেগে ছিল। বাহ্যিকভাবে তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মধ্যে মানুষের একটা আকৃতি ছিল বটে; কিন্তু তাদের ভেতরটা ছিল ভোগ ও খাহেশাত পুরো করার জন্য মৃত্যু-পরোয়াহীন। কাঁড়ি-কাঁড়ি ধনদৌলত, পদ, রাজত্ব ও ক্ষমতার জন্য পাগলপারা।

তখন রাজন্যবর্গ ও শাসকরা, তাদের মূর্তিপূজা, খাহেশাতপুরস্তি, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও রীতিনীতি জনগণের ওপর কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে অদম্য আর একগুঁয়ে ছিল; আর এ বল্গাহীন, উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদিতা ও মূর্তিপূজার নিয়মনীতির বিরোধিতা যে-ই করত, পাষণ্ডরা তাকেই শাস্তি দিত; কখনো তার প্রাণনাশ করে দিত; কখনো নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নিত। সমগ্র রাজ্য একটা বাঁধাধরা, শিকলপরা বন্দিজীবনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যেটা সব ধরনের গান্দেগি, মনচাহি জিন্দেগি, মূর্তিপূজার নির্বোধ কুসংস্কার ও অশ্লীল যৌনাচারে ভরা ছিল; এর মধ্যে কারুর আলাদা কোনো রং, ভিন্ন কোনো বিশ্বাস পোষণ ও আখলাক ধারণ করার অনুমতি ছিল না। রাজ্যের সব মানুষের শ্রেণি-গোত্র-বংশ, বয়স, মত ও বুদ্ধির মধ্যে বহুমুখী পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই হয়ে গিয়েছিল বইয়ের পৃষ্ঠার মতো এক সমান, যার মধ্যে কোনো কমবেশি নেই, পার্থক্য ও ভিন্নতা নেই।

আপোষহীন মুমিন

মূর্তিপূজারি জুলুমের শাসন, নির্লজ্জ সমাজ, ভীতিপ্রদ পরিবেশ, বিদঘুটে এ অমানিশা-আঁধারে কিছু এমন লোকও ছিল, যাদের কাছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছেছিল। তাদের নরম দিল, জাগ্রত মন, সত্যাগ্রহী হৃদয়, সুস্থ বিবেক সেই আহ্বানে লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়েছে। এ সত্য দাওয়াত শুধু তাদের দিল ও দেমাগে, মন ও মস্তিষ্কে নয়, সারা দেহ-প্রাণে ছড়িয়ে গেছে; বরং ঈমান তাদের কাছে এমন মজাদার, শক্তি ও সাহস, আমরে বদহি (এমন স্পষ্ট জিনিস, যার পরিচয় দেওয়াটা নিষ্প্রয়োজন) ও নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে, যা ছাড়া তাদের জীবন টিকিয়ে রাখা কঠিন ও অসম্ভব ছিল। তারা বিরাট ও বিশাল কোনো মূল্যের বিনিময়েও ঈমান বিক্রি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করতে রাজি ছিল না। ঈমানের জন্য যদি তাদের জান দিতে হয়, দেবে; এর জন্য তাদের ভাবনার কিছু ছিল না।

এটা ছিল সেই স্থান, যেখানে এ ধরনের সংঘাত এটিই প্রথম। সর্বপ্রথম এ সংঘাত আসহাবে কাহাফের যুবকদের মনে সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে বাইরে ও অন্যদের মধ্যে ছড়িয়েছে। ঈমানের প্রকাশ ও উদ্ভাস এভাবেই হয়। অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রথমে মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হয়, এরপর বাইরে প্রকাশ পায়। আসহাবে কাহাফের যুবকরা জালেম শাসকের বেআইনি কানুনের বিলকুল বিপরীত চলা শুরু করল।

রাজা ও রাজ্যের শাসকরা ছিল মূর্তিপূজারি। নিজেদের মতের বাইরে ভালো কিছু শোনা ও মেনে নেওয়ার উদারতা ও মানসিকতা তাদের ছিল না। রাজ্য ও সমাজের মানুষগুলোও ছিল হীন ও নীচ প্রকৃতির। তারা অশ্লীলতা ও ভোগবাদিতা ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহী ছিল না। সততা, নীতি-নৈতিকতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার মতো ভালো কোনো বিষয়ে তারা সম্মত ছিল না।

আর সে সময় রাজার নির্দেশ এবং রাজ্যের সামাজিক রীতিনীতির বাইরে জীবন কাটানো সহজ বিষয় ছিল না। বাহ্যিক সকল যুক্তি, দর্শন ও মতামত, দেশ ও সামাজিক অবস্থার পরিস্থিতি এবং জীবন ধারণের বাস্তবতা—এ সবকিছু আসহাবে কাহাফের ঈমানদীপ্ত যুবকদের ওপর ভীতিকর প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি করছিল। চতুর্মুখী অবস্থা ছিল—যুবকরা যেন মূর্তিপূজারি রাজা ও সমাজের সামনে আত্মসমর্পণ করে। তারা যেন ঈমান ছেড়ে পরাজয় মেনে নিয়ে কুফুরি ও শিরকের পূজায় লিপ্ত হয়।

কারণ, খাবার ছাড়া পেট ভরে না এবং এবং টাকা ছাড়া খানা পাওয়া যায় না; আর টাকা-পয়সা তখন শুধু রাজার হাতেই ছিল। সম্মান ও মর্যাদা, সুনাম ও সুখ্যাতি শুধু রাজার ইচ্ছায় হাসিল হতো। রাজার ইচ্ছা ও সম্মতি ছাড়া কেউ কোনো কাজ করার অধিকার পেত না। চাকরিবাকরি ও কর্মসংস্থান সবকিছুই মূর্তিপূজারি রাজা ও তার লোকদের অধীন ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইচ্ছাধীন ছিল। মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি ও নিরাপদ জীবন ছিল শুধু রাজার মূর্তিপূজার ধর্ম অনুযায়ী চলা এবং তার বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায় কাজে অন্ধ সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্যে। এ অনুসরণ ও অনুগমন এবং অন্ধভক্তি ও আনুগত্য ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে সমাজ ও সাধারণের চাহিদা ও মতামত মেনে চলা ছাড়া সম্ভব না। ঈমান-ইসলামকে ছেড়ে খাহেশাতের পথে চলো—এটাই বস্তুবাদের যুক্তি ও বক্তব্য; বস্তুবাদের সকল কাজে-কর্মে ব্যক্তির নফসানিয়াত ও স্বৈরাচারিতার প্রকাশ ঘটে।

কিন্তু আসহাবে কাহাফের ঈমানদার যুবকরা মূর্তিপূজারি অত্যাচারী রাজা ও তার রাজ্যনীতির প্রকাশ্য ও পরিষ্কার ভাষায় বিরোধিতা করে। যুবকরা নিজেদের ঈমান ও আকীদা থেকে নিজেদের রাহনুমা ও মদদ হাসিল করতে থাকে। তারা নিজেদের ঈমানী বিশ্বাস অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকে। তাদের গভীর ভাবনা ও চিন্তাশীল দৃষ্টি যুগ ও কালের পর্দাকে ছিঁড়ে-ফেড়ে অনেক অনেক সামনে পৌছে গেছে। তাদের সামনে সেই চিত্র উদিত ও উদ্ভাসিত, যা বর্তমানের পর্দার পেছনে। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। যুবকরা দেখেছে, সমাজের এসব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ ছাড়াও যেগুলো রাজা ও শাসকদের কর্তৃত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রিত; এর বাইরে আরেকটি আসল মাধ্যম ও ব্যবস্থাপনা রয়েছে; সেটি হলো, আল্লাহ তাআলার কুদরত। আল্লাহ পাকের ইচ্ছাশক্তি। তিনিই দুনিয়ার সকল উপায়-উপকরণ, বস্তু ও মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনি একাই এ সবগুলো মানব-দৃষ্টির আড়াল থেকে নিজ ইচ্ছায় পরিচালনা করছেন।

আল্লাহ তাআলার এই কুদরত ও ইচ্ছা যার সঙ্গী হয়ে যায়, তার ওপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তু, কোনো কিছুই আর তখন ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; এবং সে কখনো এসবের মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী হয় না। আল্লাহ তাআলা যুগ ও সময়ের গতি-প্রকৃতিকে এবং অবস্থা ও পরিবেশকে তার প্রয়োজনের অনুগামী ও অনুযায়ী করে দেন। তার সকল কাজ ও প্রয়োজনকে একদমই সহজ সুন্দর ও আরামদায়ক করে দেন; এবং তাকে নিজের বিশেষ রহমত ও নেয়ামতের মধ্যে ঢেকে ও ডুবিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাখেন। এজন্য তাকে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ, বস্তু ও বিষয়াদির সামনে মাথানত করতে হয় না। সামান্য দুনিয়া পেয়ে গর্ব-অহঙ্কার করা ওইসব ফকির ও দুর্বলদের দরজায় তাকে কপাল ঠেকানোর মতো অপদস্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তার জন্য দরকার—শুধু আল্লাহ তাআলার ওপর মজবুত ঈমান নিয়ে অটল ও অবিচল থাকা।

এটি সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির সময়, যখন ঈমান বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ, দুনিয়াবি সকল মাধ্যম ও বস্তুর ওপর পরিপূর্ণ গালেব ও বিজয়ী হয়। আর এটিই আসহাবে কাহাফের পুরো ঘটনার প্রাণ-নির্যাস ও সারকথা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا
فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا
﴿١٤﴾ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.

অর্থ : নিশ্চয় তারা ছিল একদল যুবক। যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি তাদের হেদায়েত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম; এবং তাদের অন্তরকে (ধৈর্য ও অবিচলতায়) সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম। যখন তারা (সত্য পথে) দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তারা (সাফ সাফ) বলল, আমাদের রব তো তিনিই, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের রব। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে কখনোই ডাকব না। যদি আমরা সেরকম করি, তা হলে এটা বড়ই নিন্দনীয় কথা হবে।

এরা আমাদের কওমের লোক, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের মাবুদ বানিয়ে বসে আছে। যদি সেগুলো মাবুদই হয়, তবে কেন তারা নিজ মাবুদদের সপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল পেশ করে না; (তাদের কাছে তো কোনো দলিলই নেই;) সুতরাং আল্লাহর ব্যাপারে যে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? (সূরা কাহাফ : ১৩-১৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিশ্বাসহীন জীবন ও জীবনহীন বিশ্বাস

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে; যখন জমিন সংকীর্ণ ছিল, মূর্তিপূজক অত্যাচারী রাজার প্রভাবে পুরো দেশ থমকে ছিল, রাজ্যের সব মানুষ ছিল জীবনমরণ আতঙ্কে, দেশের মানুষের জীবন-জিন্দেগি ছিল ঈমানী বিশ্বাসের বিপরীত, মূর্তির প্রতি অনুগত হওয়া ছাড়া অন্যদের জন্য জীবন ধারণের সকল উপায় ও মাধ্যম এবং খানাপিনা ইন্তেজামের সব দরজা ছিল একদমই বন্ধ, এ অবস্থায় ঈমানী আকীদার ওপর কীভাবে টিকে থাকা যায়? আর কীভাবেই টিকে ছিল আসহাবে কাহাফের কয়েকজন যুবক?

মূলত তাদের কাছে এমন আকীদা ও বিশ্বাস ছিল, যা জীবনকে যেমন খুশি তেমন করে ভোগ করার পথে বাধা ছিল। তাদের সেই ঈমানী শক্তি তাদের দিল-দেমাগে ও মন-মস্তিষ্কে এ বিশ্বাসবোধ পয়দা করে দিয়েছে—আল্লাহর জমিন অনেক প্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্যের ওপরই পুরোপুরি ভরসা করা চাই। যখন তারা ঈমানহীন জীবনের সকল সুখ-সমৃদ্ধি ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে, তখন আর এখানে থাকা তাদের জন্য আবশ্যক নয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা তাদের সে সময়কার অবস্থার বিবরণ দিচ্ছেন :

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا.

অর্থ : (তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বলছিল,) যখন আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছি এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও, তখন আমাদের উচিত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। আমাদের রব আমাদের জন্য তাঁর রহমত অবারিত করে দেবেন; এবং আমাদের জন্য আমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দেবেন। (সূরা কাহাফ : ১৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্মভূমি ত্যাগের সঠিক নিয়ম

আসহাবে কাহাফের যুবকরা চাইলে চোখ বন্ধ করে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যেতে পারত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাস্তা ও গন্তব্য খুঁজে নিত; এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকে থাকতে পারত। একেকজন একেকটি পাহাড়ি গুহা বা চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিত, যেভাবে খৃস্টানদের কিছু লোক সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর জীবন-যাপন করে; ঈসায়ি ধর্ম বিকৃত করার পর যেমনটা তারা যুগ যুগ ধরে করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহাফের যুবকদের দিলে এ কথা ঢেলে দিলেন, তারা সবাই একসঙ্গে জামাতবদ্ধভাবে মূর্তিপূজার এ শহরকে খায়রাবাদ (বিদায়) জানাবে। নিজেদের দীন ও আকীদাকে সিনার মধ্যে রক্ষাকবচ বানিয়ে, আল্লাহ তাআলার রহমত তালাশের চেষ্টা করবে। সফলতা, কামিয়াবি ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্য অপেক্ষমাণ ও আশাবাদী হয়ে থাকবে।

জন্মভূমি ত্যাগের এটিই উপযুক্ত পদ্ধতি। এটিই সঠিক নিয়ম। মুমিনদের ওই সময় এ পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়, ঈমান হেফাজতের জন্য যখন জমিন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাদের জন্য ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকার সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দীন ও ঈমান নষ্ট-ভ্রষ্ট হওয়ার শঙ্কা হয়।

ঈমান ও যৌবন এবং আল্লাহর দিকে পালানোর পুরস্কার

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর আনুগত্য করা নুসরতে ইলাহি ও গায়েবি মদদ হাসিলের দু'টি বুনিয়াদি সিফাত। আসহাবে কাহাফের যুবকরা যখন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং যৌবনে আল্লাহর বন্দেগি করার শর্ত পূর্ণ করেছে, তখন তাদের ফলাফল ও পুরস্কার কী হতে পারে! কুরআনের ভাষায় :

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ.

অর্থ : তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল। (সূরা কাহাফ : ১৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তখন আল্লাহ তাআলাও তাদের জন্য নিজের সকল ওয়াদা পূরণ করে দিয়েছেন—যাকে তিনি হেদায়েতের মধ্যে আধিক্য ও দৃঢ়তা দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ.

অর্থ : আর আমি তাদের হেদায়েত মজবুত করে দিয়েছিলাম এবং তাদের অন্তরকে (ধৈর্য ও অবিচলতায়) দৃঢ় করে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহাফ : ১৩-১৪)

যখন একজন মুসলিম মুহাজির সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, স্বৈরাচারী শাসক ও বস্তুবাদী কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে হকের আওয়াজ তোলে, তখন সে হেদায়েত, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সবচেয়ে বেশি মুহতাজ—মুখাপেক্ষী। তীব্রভাবে সে অনুভব করে, আল্লাহ তাআলা যেন তার ভীত-শঙ্কিত দিলকে শক্তি, স্বস্তি দ্বারা প্রশান্তি দান করেন।

আসহাবে কাহাফের ভদ্র ও হিম্মতওয়ালা যুবকদের জন্যও আল্লাহ তাআলা নিজের ওয়াদা পূরণ করেছেন : তাদেরকে অধিক হেদায়েতের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন; তাদের দিলকে উঁচু রেখেছেন; মনোবলকে সুউচ্চ রেখেছেন; কাপুরুষতা ও ভীরুতাকে শক্তি ও সাহস দ্বারা বদলে দিয়েছেন; অস্থিরতা ও দুর্ভাবনাকে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন—আর এটিই আল্লাহর রাস্তার মুহাজিরের পুরস্কার, আল্লাহর পথের মুজাহিদের প্রতিদান, যখন ঈমানহীন জীবন ও সমাজের বিরুদ্ধে সে বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করে বসে।

এরপর কী হলো! ঈমান রক্ষার জন্য আসহাবে কাহাফের যুবকরা নিজেদের ঠিকানা ও শহর ত্যাগ করল। সভ্যতার সকল রঙিন আসবাব ও বিলাস-বিনোদনসামগ্রী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। জীবন-যাপনের সকল উপায়-উপকরণ থেকে হাত গুটিয়ে নিল। নিজেদের প্রিয় বাড়ি ও বাসস্থান, সম্মানজনক অবস্থা ও অবস্থানকে পর্যন্ত ত্যাগ করল। এই ঈমানদার যুবকরা ছিল প্রসিদ্ধ, সম্মানী, মর্যাদাপূর্ণ, উচ্চবংশীয়।[১]

১. আল্লামা মাহমুদ আলুসি রহ. বলেন, ঈমানদার এই নওজোয়ানরা ছিল রোমের ভদ্র ও উচ্চবংশীয় যুবক। (*তাফসীরে রুহুল মাআনী* : ৫/১১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঈমান হেফাজতের জন্য আসহাবে কাহাফের যুবকরা যখন ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছে, তখন আল্লাহ তাআলা স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উপযোগী একটি প্রশস্ত ও সুরক্ষিত গুহার[১৩] দিকে তাদের রাহনুমায়ি—দিশা দান করেন। বড় বড় আয়োজক ও ব্যবস্থাপক মিলে চেষ্টা করলেও পাহাড়ের মধ্যে এমন একটি প্রশস্ত, নিপুণ-নিখুঁত, নিরাপদ, সুন্দর ও আরামদায়ক আশ্রয়-স্থান বানাতে পারত না। গুহার মধ্যে সূর্যের আলো ও তাপ পৌছুত। কিন্তু সেগুলোর কষ্টদায়ক প্রতিক্রিয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গরম ও তাপ আসহাবে কাহাফের যুবকদের অনুভূত হতো না। গুহার অপরদিক থেকে আসা তাজা ও বিশুদ্ধ বাতাস শত শত বছর ধরে তাদের জীবিত-নিদ্রাকে সজীব ও সতেজ করে রেখেছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ.

অর্থ : আর আপনি দেখতে পারতেন, তারা যে গুহায় ছিল সেটি ছিল এমন, যখন সূর্য উদিত হতো, তাদের ডান পাশ দিয়ে তা অতিক্রম করত। আর যখন অস্ত যেত, তখন তাদের বাঁ পাশ দিয়ে তা অতিক্রম করত (অর্থাৎ, রোদ সরাসরি তাদের গায়ে পড়ত না।)। আর তারা ছিল তার মধ্যে একটি প্রশস্ত আঙিনায়। (সূরা কাহাফ : ১৭)

আল্লামা মাহমুদ আলুসি রহ. বলেন, আসহাবে কাহাফের যুবকদের গায়ে রোদ পড়ত না। তারা ছিল গুহার মাঝামাঝি স্থানে। বিশুদ্ধ তাজা বাতাস ক্ষণে ক্ষণে তাদের ওপর দিয়ে মৃদুভাবে বয়ে যেত। গুহার কষ্ট ও সংকীর্ণতা এবং সূর্যের রোদ ও তাপ থেকে তারা ছিল একদমই নিরাপদ। (*তাফসীরে রুহুল মাআনী* : ৫/২০)

ইমাম রাযি রহ. বলেন, গুহার দরজা উত্তর দিকে খোলা ছিল। যখন সূর্য উদয় হতো, তখন সেটি গুহার ডান দিকে থাকত। আর যখন সূর্য ডুবত, তখন গুহা সেটির ডান দিকে থাকত। (*তাফসীরে কাবীর* : ৫/৪৬৬)

---

১৩. *লিসানুল আরব* অভিধানে রয়েছে : সাধারণভাবে পাহাড়ি গুহাকে কাহাফ বলে। যদি সেটি বড় ও প্রশস্ত হয়, তা হলে তাকে কাহাফ বলে। আর যদি সংকীর্ণ ও ছোট হয় তা হলে সেটাকে 'গার'—গুহা বলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঈমান হেফাজতের জন্য রোমের ঈমানদার যুবকরা মূর্তিপূজারি সভ্যতা ও জালেম শাসকদের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাজকীয় পরিবার ও পরিবেশকে ত্যাগ করেছে। সকল বাঁধন ও বন্ধনকে ছিন্ন করেছে। নিজেদের জীবন ও জগতকে তারা নতুনভাবে নির্মাণ করে নিয়েছে। তারা ভোগের দুনিয়া থেকে বিমুখ ও বেখবর হয়েছে। কিন্তু দুনিয়া তার সব সুযোগ ও সুবিধা নিয়ে তাদের সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ ছিল। এটি মূলত যুবকদের মজবুত ঈমান, বিরল ত্যাগ ও কোরবানির নতিজা। যুবকদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম মমতা ও মেহেরবানির ফল। এবং তাঁর চূড়ান্ত হেদায়েতের কারিশমা। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ.

অর্থ : এগুলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি (তারা ঈমানের খাতিরে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সুখ ও ভোগকে বিসর্জন দিয়েছে)। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, কেবল সে-ই হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়। (সূরা কাহাফ : ১৭)

আল্লাহ পাকের কুদরত ও শরীয়ত-অস্বীকারকারীরা সবসময় নিজেদের সকল যোগ্যতাকে ব্যয় করেছে, দুনিয়ার জীবনকে কীভাবে আরও বেশি অবাধ ভোগ-বিনোদনময় করে তোলা যায়। পথভ্রষ্ট ইহুদি-খৃস্টানরা তাদের সকল জ্ঞান ও মেধা ব্যয় করেছে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনকে লাগামহীন আনন্দ-উল্লাসময় করে তোলার জন্য। কাফের-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদ, দাম্ভিক-বিদ্রোহীরা তাদের সবটা মনোযোগকে নিবিষ্ট ও নিবদ্ধ করে রেখেছে, দুনিয়ার জীবনকে সর্বোচ্চ আয়েশ-বিলাসী করে তোলার জন্য। অবিশ্বাসীরা আমরণ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনকে আরও সীমাহীন ভোগ ও উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এজন্য তারা জগতের চালিকা ও নিয়ন্ত্রণশক্তিকে দখল করেছে। আরাম-আয়েশ এবং ভোগ-বিলাসের সমস্ত উপায়-উপকরণ যোগাড় ও ব্যবস্থা করেছে। আয়োজন ও আবিষ্কার করেই যাচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ও প্রত্যাশিত সফলতা তারা অর্জন করতে পারছে না। স্বপ্নীল সুখ ও স্বস্তি এবং শান্তি ও প্রশান্তি থেকে তারা মাহরুম থেকেছে। আর বঞ্চিতই হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুনিয়া ও দুনিয়াবি আসবাব-উপকরণ তাদের বিপরীত ও বিরুদ্ধাচারী হয়েছে। এমন এমন জায়গা থেকে তারা ব্যর্থতা ও বিফলতার মুখ দেখেছে, যেখানে তাদের কল্পনাও যায়নি। বরং নিজেদের আয়োজন ও আবিষ্কার করা উপায়-উপকরণ থেকেই এমন সব রোগ-বিমারি, জীবনমরণ সমস্যা এবং ভয়াবহ যুদ্ধ ও লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছে, যা জীবনকে স্বস্তি ও শান্তির বদলে সমাজ ও বিশ্বকে নিমিষেই ধ্বংস ও বরবাদির দিকে ঠেলে দিয়েছে। অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টদের কর্মফল এমনটাই হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا.

অর্থ : আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তুমি কখনো তার কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। (সূরা কাহাফ : ১৭)

ঈমানী গুহার জিন্দেগি

এই ঈমানী গুহায় যুবকরা নিজেদের সময় ও জীবনকে বেআমল ও বেহুদা গল্পে কাটায়নি। তারা সেখানে কোনো ধরনের অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়নি। এমনকি আল্লাহ তাআলার হেদায়েত ও পথপ্রদর্শন থেকেও তারা মাহরুম থাকেনি। তারা শহর থেকে বের হওয়ার সময় সহিফা ও কিছু লিখিত পৃষ্ঠা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, যা সম্ভবত তাওরাত ও ইনজিলের বিধান ও নসীহত-সম্বলিত ছিল।

পবিত্র কুরআন রোমের ঈমানদার যুবকদের পরিচয় দিয়েছে আসহাবে কাহাফ ও 'রাকীম' বলে। রাকীম-এর তাফসীরে মুফাসসিরগণের একাধিক মত রয়েছে। কিছু সংখ্যকের অভিমত, এর দ্বারা উদ্দেশ্য পাথরের সিল—যার মধ্যে তাদের ঘটনা বা তাদের নাম লেখা ছিল—যা গুহার প্রবেশ-মুখে স্থাপিত ছিল।

কেউ কেউ বলেন, রাকীম ওই পাহাড়ি এলাকা বা শহরের নাম।

হযরত মাওলানা মানাযিরে আহসান গিলানি রহ. লিখেছেন : রাকীম হলো লিখিত ওই সহিফা বা পৃষ্ঠাগুলো, যা যুবকদের কাছে গুহার জীবনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাথী হিসেবে ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁর এ অভিমতটির সমর্থন *তাফসীরে রুহুল মাআনী*তে বর্ণিত এক হাদীস থেকে পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাকীম হলো একটি কিতাব, যেটি গুহায় যুবকদের কাছে ছিল; তাতে ঈসায়ি ধর্মের তালীম-শিক্ষা লেখা ছিল। (*তাফসীরে রুহুল মাআনী* : ৫/১১)

আমাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মত এটিই। হযরত ইবনে জারির রহ.-ও সনদসহ হযরত ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন : রাকীম এমন কিতাবকে বলে, যার মধ্যে আলাদা কোনো বিষয় ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন। এরপর তিনি সূরা মুতাফফিফিন-এর এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন :

وَمَآ اَدْرٰىکَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿۱۹﴾ کِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿۲۰﴾ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿۲۱﴾

অর্থ : আর ইল্লিয়্যিন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? তা হলো লিখিত কিতাব। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরাই তা অবলোকন করে। (*তাফসীরে রুহুল মাআনী* : ১৫/১২২)

ইমাম বুখারী রহ. বলেন : রাকীম কিতাবকে বলা হয়।

ঈমান হেফাজতের উদ্দেশ্যে আসহাবে কাহাফের যুবকরা নিজেদের ঘরবাড়ি ও শহর ত্যাগ করেছে। এটি ছাড়া আর কোনো উপায় তাদের সামনে ছিল না। তারা আশ্রয় নিয়েছিল একটি পাহাড়ি গুহায়। একসময় সঙ্গে করে আনা খানাপিনা ও উপকরণ সামগ্রী ফুরিয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি দীর্ঘ ঘুমের জগতে পৌঁছে দিলেন। তখন আর তাদের খানাপিনার জরুরত হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا.

অর্থ : এরপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর গভীর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (সূরা কাহাফ : ১১)

রোমে ক্ষমতার পালাবদল

এবার আসহাবে কাহাফের বিস্ময়কর ঘটনাবলির মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের এ দীর্ঘ ঘুম ও নির্জনবাসের সময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের শাসক ও শহরের অবস্থা ও পরিবেশ একদমই বদলে গেছে। বদলে গেছে সাম্রাজ্যের অধীন শহরগুলোর হালত। মূর্তিপূজার সকল রুসুম-রেওয়াজ এবং প্রবৃত্তিপূজার অন্ধ মাদকতা খতম হয়ে গেছে। কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে অত্যাচারী শাসকদের দম্ভ। তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। নির্বোধ মূর্তিপূজারি-সমাজে এমন এক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম[১৪] হয়েছে, যারা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসী এবং হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী ছিলেন।

নতুন এ শাসক ছিলেন ঈসায়ি ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি ধর্মের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করতে লাগলেন; অথচ এ ঈসায়ি ধর্মের সঙ্গে অতীত শাসকদের লম্বা সময় পর্যন্ত ছিল শত্রুতা ও 'জিন্দা দাফনের' সম্পর্ক। তখন ধর্মপালন ও অনুসরণকারীদের নিপীড়ন ও নির্বাসন করা হতো। বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও সাজা দেওয়া হতো। আর এখন ঈসায়ি ধর্মের অনুসারী ও পরিচয়দানকারীদের সমাদর ও সম্মান করা হয়। তাদের আন্তরিক স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানানো হয়।

এটি সেই সময়ের কথা, যখন আসহাবে কাহাফ তাদের ঐতিহাসিক ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন। তাদের সেই ঘুমের দৈর্ঘ ছিল ৩০০ বছরেরও বেশি। কুরআনের ভাষায় :

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.

অর্থ : আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল ৩০০ বছর এবং আরও নয় বছর। (সূরা কাহাফ : ২৫)

---

১৪. এটি কুসতুনতিন আকবরের যুগের ঘটনা। তিনি ৩০৬ খৃস্টাব্দে শাসন-ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। সাধারণ বর্ণনা মতে, কুসতুনতিন ঈসায়ি ধর্ম গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক তার এখলাস ও ধার্মিকতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। তারা বলেন, কুসতুনতিন ঈসায়ি ধর্ম গ্রহণ করেছে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য।

কুসতুনতিন ঈসায়ি ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি ঈসায়ি ধর্মের আকীদা-বিশ্বাসকে সহীহ ও মজবুত করার জন্য এবং ধর্মীয় বিবাদকে খতম করার জন্য পাদ্রিদের নিয়ে কয়েকটি সমাবেশ ও বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি তার শাসনকালে কুসতুনতুনিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন, সেটিকে তার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘুম থেকে জেগে যুবকরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? এ লম্বা সময়ের সহীহ আন্দাজ তারা করতে পারল না; বরং একেকজন একেক পরিমাণ সময়ের কথা বলল। সঠিক হলো কি না সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান। শেষে বিষয়টি তারা আল্লাহ তাআলার ওপর ছেড়ে দিল। কারণ, এটির সঙ্গে না দীনি কোনো বিষয় যুক্ত আছে, না দুনিয়াবি। কুরআনের ভাষায় :

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ.

অর্থ : তাদের একজন বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। (যখন তারা অবস্থান করা সময়ের পরিমাণ সঠিকভাবে জানতে-বুঝতে পারল না, তখন) কেউ কেউ বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ, এটা তোমাদের রবই ভালো জানেন। (সূরা কাহাফ : ১৯)

ঈমানদার যুবকরা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তো অবস্থান করা সময় নিয়ে কথা বলছিল। একটু পরে তাদের ক্ষুধা অনুভব হলো। তখন তারা তাদের এক সাথীকে এ শর্তের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করল, সে কোথাও থেকে পবিত্র খাবারের[১৫] বন্দোবস্ত করবে। তারা মনে করেছিল, মূর্তিপূজক অত্যাচারী শাসক এখনো ক্ষমতায় আছে। জালেম শাসকের গোয়েন্দাবাহিনী আগের মতোই পথেঘাটে ছড়িয়ে আছে দীনদার মুসলমানদের গ্রেফতার করে সাজা ও শাস্তি দেওয়ার জন্য। এজন্য তারা তাদের খাবার কিনতে যাওয়া সাথীকে মানুষের সঙ্গে সতর্কতা ও নম্র আচার-ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছে। কুরআনের ভাষায় :

---

১৫. ইমাম রাযি রহ. পবিত্র খাবার (ازکی طعاما)-এর তাফসীরে লিখেছেন, অধিক পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও মজাদার খাবার। তিনি বলেন, এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, সফরের পাথেয়-প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং খানা-খাদ্যের ইন্তেজাম করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রমাণিত। খানা-খাদ্যের আয়োজন ও ব্যবস্থা করার মধ্যে ঈমান-আমলগত কোনো ক্ষতি নেই। (*তাফসীরে রাযি*)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿۱۹﴾ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿۲۰﴾

অর্থ : আর হ্যাঁ, চুপে চুপে নিয়ে এসো, কেউ যেন আমাদের খবর জানতে না পারে। যদি লোকেরা জানতে পারে, তা হলে তারা আমাদের ছাড়বে না। হয়তো পাথর মেরে হত্যা করবে, নয়তো তাদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। যদি এমনটাই হয়, তা হলে তো আর তোমরা কখনোই কামিয়াব হতে পারবে না। (সূরা কাহাফ : ১৯-২০)

এদিকে ঈমানদীপ্ত এ নওজোয়ানদের ওপর অত্যাচারী শাসকের করা জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস মানুষের ভালোভাবেই মনে আছে। শহরের লোকদের জানা ছিল, ঈমানদার যুবকদের সঙ্গে মূর্তিপূজারি শাসক কী আচরণ করেছিল; সেসময় যুবকরা কোথাও গিয়ে এমনভাবে আত্মগোপন করে ছিল, তাদের নাম-নিশানাও পরে আর কেউ খুঁজে পায়নি।

তখন রোমে ঈসায়ি ধর্মের শাসক দেশ শাসন করছে। মানুষের মধ্যে ঈসায়ি ধর্ম নতুনভাবে রাঙা ও চাঙ্গা হচ্ছে। ঈসায়ি ধর্মের আলামত ও নিদর্শনসমূহ পুনরায় উজ্জীবিত হচ্ছে। ঈসায়ি ধর্মের রাহনুমা-পথপ্রদর্শন, দীনের জন্য কোরবানি ও ত্যাগের ইতিহাস এবং শহিদদের কীর্তিগাথা-জীবন চারদিকে জীবন্ত ও চর্চিত হচ্ছে। তখন কেউ কেউ ভাবছিল, ঈসায়ি ধর্মের জন্য ত্যাগস্বীকারী মানুষদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ বা স্মৃতিস্তম্ভ কায়েম করা হবে। এ সময়ই লোকদের সামনে কুদরতিভাবে আসহাবে কাহাফ ও রাকীম-এর ঘটনা সংঘটিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে।

গতকালের নির্বাসিতরা আজ বীরপুরুষ

নতিজা হলো এই, আসহাবে কাহাফের ঘটনা পুরো শহরের আলোচ্য বিষয় বনে গেল। তাদের পাঠানো সাথী মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে, পেছনে ঘুরে বারবার দেখতে দেখতে গুহার কাছ থেকে রওনা করেছে। সে কোনো সুস্বাদু ও পবিত্র খাবার নিয়ে জলদি থেকে জলদি ফিরে আসতে চাচ্ছিল। হঠাৎ সে শহরবাসীর দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল। সে এবং তার সকল সাথী দেখতে দেখতে কিছু সময় পরেই বীরপুরুষে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিণত হয়ে গেল। সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঈমানদীপ্ত যুবকদের সাহস ও সম্মান এবং ত্যাগ ও কোরবানির তুমুল আলোচনা চলতে লাগল। সমগ্র দেশে তাদের প্রশংসার বন্যা বইতে লাগল।

সম্ভবত যুবকদের কাছে থাকা প্রাচীন পয়সা তাদের রাজ ও রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে; কিংবা তাদের প্রাচীন বাকভঙ্গি ও বিশেষ পোশাক তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। কুরআন মাজীদ এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার পিছে পড়েনি। কেননা, কুরআনে কারীম নাজিলের মাকসাদই হলো, হেদায়েত। ঘটনা বা ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া নয়।

সারা দুনিয়ায় আসহাবে কাহাফের খবর বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মধ্যে এটি ছাড়া আর কোনো আলোচনার বিষয়বস্তু থাকল না। ঘরে ঘরে এ ঘটনার চর্চা হতে লাগল। প্রতিটি মজলিসে, বৈঠকে, আড্ডায় এ ঘটনা পর্যালোচনা হতে লাগল। লোকেরা দলে দলে এসে সেই গুহা পরিদর্শন করতে লাগল, যেখানে আসহাবে কাহাফরা অবস্থান করেছিল।

কুরআন মাজীদ তার নাজিল হওয়ার উদ্দেশ্য মোতাবেক এখানেও আসহাবে কাহাফকে লোকেরা কী পরিমাণ ও কীভাবে সংবর্ধনা দিয়েছে, কেমন স্বাগতম ও অভিনন্দন জানিয়েছে, কী সমাদর ও কী সম্মান প্রদর্শন করেছে এসব বিবরণের পেছনে পড়েনি। কুরআন মাজীদ সেসব আলোচনা ও বর্ণনা এড়িয়ে গেছে; কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তা ও তাকিদের সঙ্গে ঈমানদীপ্ত যুবকদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছে :

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا.

অর্থ : এবং এভাবেই আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত কায়েম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা কাহাফ : ২১)

এবার আসহাবে কাহাফের গুহার ওপর কোন ধরনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে, এ নিয়ে শাসক ও জনগণের মধ্যে বিরোধ শুরু হলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লম্বা সময় পর্যন্ত ঈমানদীপ্ত যুবকদের একদমই গায়েব থাকা, একটি গুহার মধ্যে অবস্থান করা, বহু বছর পর্যন্ত জীবিত থাকা, তারপর আকস্মিকভাবে আবির্ভাব ঘটা; এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার যে তাকমিল ও পূর্ণতা ছিল তা হলো, আখেরের পরিণতিতে ঈমানদারদের কামিয়াবি ও সফলতা প্রদান করা আর বেঈমানদের নাকামি ও ব্যর্থতা প্রকাশ করা। এ ঘটনায় এ কথাও প্রমাণ হয়ে গেল, রাত ও দিনের গমন-আগমন এবং চাঁদ ও সূর্যের বিবর্তন সবকিছুই আল্লাহ পাকের হাতে। তিনি ঈমান ও নেকআমলকারী মুমিন এবং অবিশ্বাসী ও অনাচারী মুশরিকদের জাযা ও সাজা দেবেনই। জীবিত ও মৃত সবাইকে তিনি কেয়ামতের দিন সমবেত করবেনই।

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

অর্থ : কেয়ামত আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং কবরে যারা আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের পুনর্জীবিত করবেন। (সূরা হজ্জ : ৭)

কুফুরি শাসনের সেই যুগে কেউ কি এ ধারণা ও বিশ্বাস করতে পেরেছিল, এই জুলুম ও অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের শাসন ও যুগ একদিন খতম হয়ে যাবে। নির্যাতিত-মজলুম তাওহীদি ধর্ম—ঈসায়িয়্যাত আবার জিন্দা হবে! আসহাবে কাহাফ এত দীর্ঘ সময় একটি পাহাড়ি গুহায় অবস্থান করে পুনরায় ফিরে আসবে! লোকদের মধ্যে ঈমানদার যুবকদের নিয়ে সমাদর ও সম্মানের এক তুফান বয়ে যাবে! দেশের শাসকরা পর্যন্ত তাদের কোলে-পিঠে নিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠবে! শহরবাসীরা তাদেরকে চোখের তারায় ও পাতায় বসাবে! লোকদের দিল ও অন্তর ঈমানদারদের জন্য গালিচা ও বিছানা বনে যাবে!

আসহাবে কাহাফের এ ঘটনার মধ্যে কি দুনিয়ার ক্ষমতাবানদের জন্য কোনো ইবরতের সামান নেই? অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য প্রশান্তির কোনো পয়গাম নেই? দুটোই আছে। আছে ভালোমতোই।

আল্লাহ তাআলার যত দিন মঞ্জুরি ছিল, আসহাবে কাহাফের যুবকরা তত দিন জিন্দা ছিল। এরপর তারা গুহার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করে। এবার মহব্বতকারীরা ঈমানদার যুবকদের স্মরণে বিভিন্ন ধরনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চাইল। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে এখতেলাফ পয়দা হয়ে গেল। স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভটি কী হবে এবং কোন জিনিস তাদের জন্য অধিক যথার্থ ও উপযুক্ত হবে, কুরআন মাজীদ তাদের এ বিষয়টিকে তুলে ধরেছে :

إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا.

অর্থ : লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিরোধ করছিল, আসহাবে কাহাফের স্মৃতির স্মরণ ও সম্মানে কী করা যায়। লোকেরা বলল, তাদের গুহার ওপর একটি ইমারত নির্মাণ করো (এটিই তাদের জন্য স্মৃতিসৌধ হয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশি কিছু করার দরকার নেই।) তাদের (ওপর দিয়ে যেসব অবস্থা ও পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়েছে, সেসব) সম্পর্কে তাদের রবই ভালো জানেন। কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ[1] করব। (সূরা কাহাফ : ২১)

আসহাবে কাহাফের প্রতি মানুষের জযবা ও জোশালো মহব্বত শুধু তাদের যুগ পর্যন্ত এবং তাদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মধ্যেই সীমিত

---

১. আল্লামা আলুসি রহ. লিখেছেন : কিছু লোক বুযুর্গদের কবরের ওপর বিভিন্ন ধরনের ইমারত, গম্বুজ, ভবন, মিনার ইত্যাদি নির্মাণ করা এবং তাদের কবরের ওপর মসজিদ বানানো জায়েযের ব্যাপারে এ আয়াতকে দলিল মনে করে, যা একদমই গর্হিত; অসত্য ও অন্যায়। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হোক ইহুদি ও খৃস্টানদের ওপর; তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (*সহীহ মুসলিম* : ৮২৫)

মুসনাদে আহমাদ, *বুখারী*, *মুসলিম* ও *নাসাঈর* বর্ণনায় আছে : أولئك شرار الخلق يوم القيامة

কেয়ামতের দিন এসব লোক আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট আকৃতির হবে। (*সুনানে নাসাঈ* : ৬৯৭)
আয়াতের মধ্যে শুধু কিছু লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এমনটা করার ইচ্ছা করেছিল। এর দ্বারা তাদের এ কাজের সমর্থন ও অনুমোদনের কথা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না।

হযরত কাতাদা রহ. বলেন, 'আসহাবে কাহাফের কবরের ওপর ইবাদতগাহ বানাব'—এটা শাসকবর্গ বলেছিল। (*রুহুল মাআনী* : ৫/৩১-৩২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ইসলাম ও ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম চিরদিনের জন্য জিন্দা ও লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এরপরও তাদের নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলতেই থেকেছে। এদের মধ্যে কয়েকটা দল হয়ে গেল। তারা একাধিক মতামত পেশ করতে লাগল। মূলত আসহাবে কাহাফের ঈমানদার নওজোয়ানদের এ বিস্ময়কর ঘটনাটি মানুষের ভালো লাগার বিষয় ছিল :

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا.

অর্থ : কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন, চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কিছু লোক বলবে, না, তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। অজানা বিষয়ে অনুমাননির্ভর হয়েই তারা এমন কথা বলবে। আবার কিছু লোক বলবে, তারা ছিল সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। (নবী,) তুমি বলে দাও, আমার রবই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন। কারণ, তাদের সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে। (অবস্থা যখন এই,) সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি এ বিষয়ে লোকদের সঙ্গে বিতর্কে যাবে না। এবং এ বিষয়ে তাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। (সূরা কাহাফ : ২২)

বস্তুবাদের ওপর ঈমানের বিজয়

উল্লিখিত আয়াতে এসে সূরা কাহাফের চার ঘটনার মধ্য থেকে আসহাবে কাহাফের অনিঃশেষ ঘটনার বর্ণনা খতম হয়েছে। যার মধ্যে ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাতের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য ভাষায় যাকে বলা যায়, মহান আল্লাহর ওপর ভরসা-বিশ্বাস আর বস্তুবাদের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা।

আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি বস্তুবাদ, শোষণ, জুলুম, নিপীড়ন, অন্যায় ও অসত্যের ওপর ঈমানের বিজয়ের বর্ণনা দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। এবং বস্তুবাদ, সম্পদ. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নয়, বরং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান ও একীনের বয়ান দিয়ে খতম করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসহাবে কাহাফের ঈমানদার নওজোয়ানরা কুফর ও শিরকের ওপর ঈমানকে প্রাধান্য দিয়েছে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সম্পদ ক্ষমতা ভোগ-বিলাসিতার ওপর চিরস্থায়ী আখেরাতের অনন্ত সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তারা ঈমানের সঙ্গে নিঃস্বতা, দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের জিন্দেগিকে কবুল করেছে। কিন্তু কুফুরির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের জিন্দেগিকে এখতিয়ার করেনি।

তারা স্থির করেছে ঈমানের জন্য বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকবে। জীবনের সব মজা ও স্বাদ, ক্ষমতা ও শাসন, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করা থেকে সরে থাকবে। রাজকীয় সম্মান-মর্যাদা, শাহি ভোগ-বিলাস, বেহিসাবি আনন্দ-উল্লাস, হারাম ফূর্তি-বিনোদন থেকে মাহরুম থাকবে। কিন্তু একটা দিনের জন্যও শিরক ও মূর্তিপূজার কালিমায় তাদের কপালকে কলঙ্কিত করবে না। নফসের গোলাম ও খাহেশাত-পূজারিদের অন্যায় কাজে শরিক ও সহযোগী হবে না।

ঈমান রক্ষা করতে গিয়ে তারা দুনিয়ার সব সুখ ও ভোগকে বিসর্জন দিয়েছে। ঈমান-রক্ষায় তারা সব ধরনের কোরবানি ও ত্যাগে নিজেদের প্রস্তুত করেছে। তারা নফসের চাহিদার চেয়ে ঈমানের দাবিকে অগ্রে ও উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। মন ও প্রাণ দিয়ে ঈমানের পথে অটল ও অবিচল থেকেছে।

পরে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, জীবনকে উৎসর্গ করে তারাই জীবন রক্ষায় সুবিবেচক ছিল। জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে তারাই সুন্দর সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ছিল। দুনিয়া ও আখেরাতের হাকিকত সম্পর্কে তারাই ভালো বুঝতে পেরেছিল। জীবন ও জিন্দেগির স্বল্পতা বিষয়ে এবং দুনিয়াবি সুখ-ভোগ, প্রাপ্তি ও অর্জন সম্পর্কে তারাই ভালো অবগত ছিল।

তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে, শেষ পরিণাম ঈমানদারদের জন্য; মুমিন ও মুত্তাকিদের জন্য। তাই তারা বস্তু ও বস্তুবাদী দুনিয়াকে ছেড়ে-ছুঁড়ে এ সবকিছুর খালেক মহান আল্লাহর পথে অভিযাত্রী হওয়াকে সাদরে গ্রহণ করেছে। ঈমানী পথে চলার সকল কষ্ট ও মুসিবতকে সাগ্রহে নিজেদের ওপর টেনে এনেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফলে আসবাব ও মাখলুক তাদের তাবে বনে গেছে। বস্তু ও উপকরণ তাদের বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেছে। দুশমনরা পরে হামদর্দ হয়ে গেছে। দেশের শাসকবর্গ, একসময় যাদের জুলুম-অত্যাচারে ঈমান রক্ষা করতে গিয়ে যুবকরা আত্মগোপন করতে হয়েছে, আজ তারাই আবার ঈমানের কারণে বন্ধু ও সহযোগী হয়ে গেছে। সমাদরকারী ও খেদমতকারী বনে গেছে। ইজ্জত ও সম্মানপ্রদর্শনকারী হয়ে গেছে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা হলো, দীপ্ত ঈমানের ঘটনা; জোয়ানমরদি ও পৌরুষের ঘটনা; ত্যাগ ও কোরবানির ঘটনা; সাহসিকতা ও বীরত্বের ঘটনা; অটল ও অবিচলতার ঘটনা। এটি এমন এক ঘটনা, যা মানবতা, সততা, ঈমান ও বিশ্বাসের ইতিহাসে বারবার নজরে আসতে থাকে। ঈমান হেফাজতের জন্য এমন ঘটনা ঘটতে থাকে—যুগে যুগে, দেশে দেশে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা এ কথার এক জ্বলজ্বলে প্রমাণ—সমগ্র বস্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন; বস্তু ও উপকরণ অনুগত হয়ে যায় ঈমান ও নেক আমলের; বস্তু ও বাহ্যিক উপকরণ ঈমান ও নেক আমলকে সত্যায়ন করে। এজন্য মুমিনের চলার পথ ও পদ্ধতিই হলো, সে ঈমান ও আমলকে পূর্ণ করবে। তাকওয়া ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কুদরতকে নিজের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ—আকৃষ্ট করবে। আসমানি রহমত ও বরকত লাভের উপযুক্ত ও লায়েক বনবে। নিজেকে আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরতপ্রাপ্তির মুস্তাহেক বানাবে।

ঈমানদার নওজোয়ানদের এ ঘটনা সূরা কাহাফের দ্বিতীয় ঘটনা—'দুই বাগিচার মালিক'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষভাবে, এ ঘটনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসিয়ত করছে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলার রশিকে মজবুতভাবে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকেন; এবং এটিই ঈমান ও কুরআনের পথ। কুরআনি এ ঘটনা নবীজিকে নসীহত করছে, আপনি এইসব ঈমানদার, যাদের অনেকেই দুনিয়ার হাইসিয়াতে অসহায় গরিব ও গোলাম, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও মহব্বত দায়েম রাখুন; যারা ঈমান, আমল, মারেফাত, একীন, জিকির, দুআ ও তাকওয়ার দৌলতে সরফরাজ ও সমৃদ্ধ; খোশনসিব ও সৌভাগ্যবান; সম্মানিত ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মর্যাদাবান। এদের সঙ্গেই আপনি সম্পর্ক কায়েম রাখুন—চাই ক্ষণস্থায়ী সামানা, অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পত্তি দুনিয়াতে তাদের ভাগে কমই পড়ুক।

কুরআনের এ ঘটনা নবীজিকে বলছে, আপনি মুশরিক, অবিশ্বাসী, গাফেল মানুষদের থেকে দূরে থাকুন—যারা ঈমান, আমল, জিকির, দুআ, তেলাওয়াত, তাকওয়া, মারেফাতের মতো দৌলত থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত; চাই ওইসব অবিশ্বাসীরা অর্থে-বিত্তে, সম্পদে-ক্ষমতায়, জনে-বলে সমস্ত দুনিয়া তাদের হাতেই আনুক না কেন! তারপরও আপনি তাদের থেকে দূরে থাকুন। কারণ, এদের কাছে সব থাকলেও ঈমানের মতো অমূল্য দৌলত নেই।

কুরআন মাজীদের এ ওসিয়ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর মুখাতাব—সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন, প্রত্যেক কুরআন-পাঠকারী, শ্রবণকারী ও মান্যকারী। পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই এ অমূল্য নসীহতের ধারক-বাহক। সবার আগে মুমিনরাই এ নসীহতের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হকদার ও মুহতাজ। এর ওপর আমলকারী হওয়া প্রতিটি মুমিনের জন্য জরুরি। কুরআন শরীফ বলছে :

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوةِ وَالۡعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ وَلَا تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡهُمۡ تُرِیۡدُ زِیۡنَةَ الۡحَیٰوةِ الدُّنۡیَا ۚ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَکَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا.

অর্থ : যেসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় আপন রবকে ডাকতে থাকে এবং তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসায় বিভোর ও বিহ্বল থাকে, তুমি তাদের সোহবত ও সান্নিধ্যে নিজের মন-প্রাণকে তুষ্ট ও নিবেদিত রাখো। তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি যেন কখনো না ফেরে—দুনিয়াবি জিন্দেগির রওনক-চাকচিক্যের মোহে। যার দিল ও অন্তরকে আমি আমার জিকির ও স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি (অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্তকৃত কানুনের নতিজাস্বরূপ যার দিল গাফেল হয়ে গেছে।) আর সে নিজের খাহেশাতের পেছনে পড়ে আছে, এমন লোকদের কথায় তুমি কান দেবে না। তার কর্মকাণ্ড তো সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। (সূরা কাহাফ : ২৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সব যুগেই আসহাবে কাহাফ, আহলে ঈমান ও আহলে মারেফাত-তালাশিদের দস্তুর ও রীতি ছিল, তারা ঈমান, নেক আমল এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তায়াল্লুক ও সম্পর্ককে দুনিয়াবি সুখ-সমৃদ্ধি ও ভোগ-বিলাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা দুনিয়ার রাজ্য-ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত আরাম-আয়েশের বিপরীতে সবসময় আখেরাতের চিরকালীন সুখ-শান্তি ও অসীম প্রাপ্তি ও পুরস্কারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দুনিয়ার জৌলুসের দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করেননি। মনোহরি দুনিয়াকে তারা চোখ তুলে দেখেননি। দুনিয়ার মহত্ত্ব তাদের দিলে জায়গা পায়নি। আর এটিই হলো প্রত্যেক ঈমানদারের কাছে সূরা কাহাফের পয়গাম। প্রতিজন মুমিনের কাছে এটিই কুরআন মাজীদের সর্বকালীন দাওয়াত।

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى.

অর্থ : এগুলো, যা আমি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে দুনিয়াবি জিন্দেগির ভোগ ও বিলাসসামগ্রী হিসেবে দিয়ে রেখেছি আর সেগুলো তারা ভোগ করছে, তুমি এদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। এগুলো দিয়েছি তো আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য। তোমার পরওয়ারদেগারের দেওয়া জীবনোপকরণই উত্তম ও অধিক স্থায়ী। (সূরা ত্বহা : ১৩১)

দাজ্জালি সভ্যতায় বস্তুবাদ ও তার প্রভাব

বস্তুবাদের বর্তমান স্বরূপকে আমরা দাজ্জালি সভ্যতাই বলতে পারি। এটা ইসলামী রুহ ও প্রাণের এবং ঈমানী দাবি ও দাওয়াতের সঙ্গে প্রতি কদমে কদমে বিরোধিতা করে; বরং ঈমান ও বস্তুবাদ-সভ্যতা, দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পথে হাঁটে।

বস্তুবাদী সভ্যতা বিশ্বব্যাপী সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব ও কর্তৃত্বের পূজারি। আধুনিক সভ্যতা পুঁজিবাদ, সম্পদশালী, রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাবানদের গোলাম। বস্তুবাদের সকল দর্শন ও বক্তব্য, গদ্য ও কবিতা, নাটক ও উপন্যাস—কেবল ধনবান আর ক্ষমতাবানদের তোষামোদিতে ভরপুর। আরও অবাক-করা বিষয় হলো, বস্তুবাদী সভ্যতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পদশালী ও ক্ষমতাবানদের প্রভুর মতো উচ্চাসন দেওয়ার হরদম কোশেশ করে যাচ্ছে; এবং তাদের সকল অন্যায় ও অনাচার থেকে চোখ বন্ধ করে কেবলই তাদের পাদুকা ও জুতো বনে থাকার গৌরব অর্জনের জন্য সবাইকে আহ্বান ও উৎসাহিত করছে।

সীমালঙ্ঘন বস্তুবাদী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

বস্তুবাদী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই হলো সীমালঙ্ঘন করা, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা, শেষ পরিণাম সম্পর্কে বেখবর থাকা, দুনিয়াকে পেয়ে অবিবেচকের মতো জীবন-জিন্দেগি নিয়ে মত্ত থাকা। আল্লাহ তাআলা তাদের সতর্ক করছেন। বস্তুবাদী সভ্যতার দায়িত্বশীলদের কুরআন এমন একটি নসীহত করছে, যার থকে উত্তম কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের জন্য হতে পারে না। সেটি হলো :

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

অর্থ : যার দিল ও অন্তরকে আমি আমার জিকির ও স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি (অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্তকৃত কানুনের নতিজাস্বরূপ যার দিল গাফেল হয়ে গেছে।) আর সে নিজের খাহেশাতের পেছনে লেগে আছে, এমন লোকদের কথায় তুমি কান দেবে না। তার কর্মকাণ্ড তো সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। (সূরা কাহাফ : ২৮)

অপচয়, অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি এগুলোই বস্তুবাদী সভ্যতার আলামত ও বৈশিষ্ট্য। এগুলোর মাধ্যমেই বস্তুবাদের তাবেদারদের চেনা-জানা যায়। কামাই-রোজগারে অনিয়ম, খরচে মাত্রাতিরিক্তি, খেল-তামাশায় মত্ততা, বিনোদন-ফূর্তির নামে নোংরামি, রাজনীতির নামে ইচ্ছামাফিক নীতিমালা, গণতন্ত্রের নামে তামাশা, শাসনের নামে স্বেচ্ছাচারিতা, কমিউনিজম-মার্কসবাদের নামে সীমালঙ্ঘন, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নামে খামখেয়ালি, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে মনচাহি চলা—এগুলোর নাম বস্তুবাদী সভ্যতা। এককথায়—অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, সীমালঙ্ঘন, ছাড়াছাড়ি-বাড়াবাড়ি আর মনমতো চলার নামই হলো বস্তুবাদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিজেদের ইচ্ছামাফিক বানানো নিয়মকানুন ও নীতিমালাকে প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং এটাকেই অবধারিত মনে করা, এর থেকে সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনকে মেনে না নেওয়া, যারা এগুলো অনুসরণ করে না তাদেরকে এমনভাবে অপরাধী মনে করা, যেন তারা কোনো সম্মান ও সমাদরের যোগ্য নয়—এসব বাড়াবাড়ি আচরণ ও আকৃতির নাম বস্তুবাদী সভ্যতা। এমন মাতলামি ও আহমকি বোধ-বিশ্বাস ও আচরণ তো কোনো সুস্থ আকলমান্দের জন্য, রুচিবান ইনসানি ফিতরতের জন্য আবশ্যক করে দেওয়া যেতে পারে না; কিন্তু বস্তুবাদী সভ্যতা তা-ই করছে। যে কারণে মানুষ আজ হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে।

মনুষ্যত্বহীন নতুন এ প্রবণতা, আচরণ ও মানসিকতা বস্তুবাদের রাজধানী ইউরোপ ও আমেরিকায় পাশবিক রূপ ধারণ করেছে। এবং এসব দেশের সংস্কৃতি যারা ধারণ ও চর্চা করছে, তাদের মধ্যেও এর অশুদ্ধ ও কুৎসিত বাস্তবতা স্পষ্ট;—উলঙ্গপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পশুর মতো উন্মুক্ত মিলন, বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত হওয়া; নারী-পুরুষের স্বাধীনতা, নারীদের অগ্রগতি ও সভ্যতার উন্নতির স্লোগানের নামে মূলত তাদের মধ্যে রয়েছে অবাধে নারীভোগের লিপ্সা-লাম্পট্যকে চরিতার্থ করা; বস্তুবাদের আখড়া ইউরোপ-আমেরিকা এবং তাদের অনুসারী ও পূজারিদের মধ্যে এসব বিমার-ব্যাধি ঘোর অন্ধকারের মতো ছেয়ে আছে।

এসবই আজ বস্তুবাদী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন, যা মানব-সভ্যতার জন্য এক ভয়ানক কলেরা-বিপদ। অস্থির ভাবনা, জীবন সম্পর্কে হতাশ ও নিরাশী মানুষের কাণ্ডকর্ম। এক যামানায় গ্রিস ও রোমের যুবকদের মধ্যে সীমাহীন এই ভোগ ও উন্মাদনা ছিল। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বই *রিয়াসাত* থেকে এ বিষয়ে বেশ জানা যাবে, যার মধ্যে ওই যুগের গ্রিক নওজোয়ানদের তোলা ছবিও ছাপানো আছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার লেখা গ্রন্থ *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল*।

মোটকথা, প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি কাজে লাগামহীন হওয়া আর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াই হলো বস্তুবাদী সভ্যতার পরিচয়। এর সব কর্মকাণ্ড ও কারসাজিই হলো, মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ও অনাচারী করে তোলা। এর সকল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রচার-প্রসারই হলো, মানুষকে অবাধ্য, অশান্ত ও অস্থির করে তোলা। ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে, ঈমান ও আমলের সঙ্গে, আখেরাতমুখী জীবন ও প্রতিদানের সঙ্গে বস্তুবাদী সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও-বা থাকে, সেটি দূরতম; সেটির পরিমাণও ছিটাফোঁটার মতো।

ইনসাফ ও পরিমিতি কেবল ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য

যে জীবন নবুওয়াতের ঝরনা থেকে উৎসারিত, তার বৈশিষ্ট্যই হলো ইনসাফ, সাম্য, মধ্যপন্থা ও পরিমিতি। কুরআন তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে :

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

অর্থ : যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এতদুভয়ের (অপব্যয় ও কৃপণতার) মাঝে পরিমিতি ও মধ্যমপন্থার ওপর কায়েম থাকে। (সূরা ফুরকান : ৬৭)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদির গুণ ও বৈশিষ্ট্যই হলো, পরিমিতি ও মধ্যমপন্থা।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

অর্থ : আমি তোমাদের এমন এক জাতি হিসেবে বানিয়েছি, যারা সব দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থী[১]; যাতে তোমরা (অমুসলিম) মানুষের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা : ১৪৩)

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার এক অনন্য পূর্ণাঙ্গ মেছাল ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে ন্যায় ও

---

১. *তাফসীরে মাদারেকে* রয়েছে : অর্থাৎ, আমি যেমনিভাবে তোমাদের কেবলা মাশরিক ও মাগরিব—পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝিতে বানিয়েছি, তেমনিভাবে আমি তোমাদের ইফরাত ও তাফরিত, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি, উগ্রতা ও অবহেলা, কঠোরতা ও শিথিলতার মাঝে রেখেছি। (*তাফসীরে মাদারেক* : ৪৭)

তাফসীরে খাযেনে আছে : এর অর্থ, তোমাদের এমন দীনের ধারক-বাহক বানিয়েছি, যা ইফরাত ও তাফরিত, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। (*তাফসীরে খাযেন* : ১০৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইনসাফ, এতেদাল ও সমতা, সততা ও ন্যায্যতা, সুষমতা ও সুসামঞ্জস্যতা, মিতাচার ও পরিমিতি সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ-নসীহত-পরামর্শ, তালীম ও তরবিয়ত, শিক্ষাদান ও নির্দেশপ্রদানের কথা সীরাতের সব ক'টি কিতাবে সবিস্তারে বর্ণিত ও বিবৃত আছে।

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কাজ ছিল এতেদাল—ন্যায়সঙ্গত, ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী। তিনি হক ও অধিকার বিষয়ে কোনো কমি করতেন না। আবার হক ও অধিকার বিষয়ে সীমাও ছাড়াতেন না। যখন কোনো দু'টি কাজের মধ্যে একটিকে এখতিয়ার করার মওকা থাকত, সবসময় তিনি সহজটিকে গ্রহণ করতেন। *(শামায়েলে তিরমিযি)*

ইসলামের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এতেদাল ও মধ্যপন্থা। ইসলাম সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি, কঠোরতা ও শিথিলতা থেকে একদমই মুক্ত ও পবিত্র। তাই আল্লাহ তাআলা দীন-ইসলামকে কখনো (قيم) কইয়্যিমুন—সুপ্রতিষ্ঠিত বলেছেন। আবার কখনো (قيم) কিয়ামুন—সোজা-সরল বলেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন :

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ.

অর্থ : বলে দাও, নিশ্চয় আমার রব আমাকে সোজা-সরল পথের হেদায়েত দিয়েছেন; এটিই সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত দীন। ইবরাহিমের আদর্শ—এক আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া; আর ইবরাহিম কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা আনআম : ১৬১)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইসলামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন :

ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ.

অর্থ : এটি সুপ্রতিষ্ঠিত দীন—বিধান। (সূরা তাওবা : ৩৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ তাআলা আরেক স্থানে ইসলামের পরিচয় দিচ্ছেন :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ.

অর্থ : তুমি বিশুদ্ধ দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। (সূরা রুম : ৪৩)

কুরআন মাজীদকেও কইয়্যিমুন (قيم) বলা হয়েছে; তখন কইয়্যিমুন এর অর্থ হবে, কুরআন মাজীদ সব ধরনের ভ্রষ্টতা, বক্রতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে এবং অপক্ক, অনিশ্চিতি, অস্থায়িত্ব থেকে পবিত্র। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴿٣﴾

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দার প্রতি কিতাব (কুরআন) নাজিল করেছেন, এবং তাতে কোনো রকমের ত্রুটি রাখেননি। একদমই সরল-সোজা সুপ্রতিষ্ঠিত এক কিতাব (যা সব ধরনের ভ্রষ্টতা, বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ও পবিত্র), যা তিনি নাজিল করেছেন মানুষকে নিজের তরফ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এবং যে সকল মুমিন নেক আমল করে, তাদের এ খোশখবর দেওয়ার জন্য, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে বড়ই উত্তম প্রতিদান; তাতে তারা চিরদিন খোশহালে থাকবে। (সূরা কাহাফ : ১-৩)

অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম দীন-ইসলামের পরিচয় দিচ্ছেন :

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾

অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল—পবিত্র গ্রন্থ থেকে সে তেলাওয়াত করে শোনাবে; যাতে লেখা আছে সরল-সঠিক বিধান ও বিষয়। (সূরা বাইয়িনাহ : ২-৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ তাআলা অন্য সূরায় ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও পরিমিত ইসলামের পরিচয় দিচ্ছেন :

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

এটি আরবী কুরআন, এর মধ্যে কোনো বক্রতা-ভ্রষ্টতা নেই; যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা যুমার : ২৮)

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ন্যায়সঙ্গত মধ্যপন্থা ও হক অনুসারীদের জন্য ইসলামের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ দ্যুতি ও গতি। ইনসাফ ও ভারসাম্যতা ইসলামের প্রতিটি রগ ও রেশায় মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। ইসলামের প্রতিটি নিয়মকানুন, প্রতিটি বিধান, ইসলামের গোটা তালীম ও তরবিয়ত, তাহযিব ও তামাদ্দুন—সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে এতেদাল; ভারসাম্য ও ন্যায্যতা; মধ্যপন্থা ও পরিমিতি। সেই সঙ্গে নির্জীবতা, উগ্রতা এবং ছাড়াছাড়ি-বাড়াবাড়ির কোনো স্থান নেই ইসলামে।

এর বিপরীতে বস্তুবাদী সভ্যতায় নেই কোনো ইনসাফ; নেই কোনো সততা ও ন্যায্যতা; নেই ঈমান ও আমলের কোনো কদরও; নেই আখলাক ও চরিত্রের কোনো মূল্য। ইউরোপ-আমেরিকাসহ গোটা পশ্চিমা সভ্যতা ও তার অনুসারীরা আজ ডুবে আছে অশান্তিময় এক রঙিন আঁধারে। যারা ঈমান ও আমলকে ছেড়ে দেওয়ার পর ন্যায় ও ইনসাফ, মধ্যপন্থা ও পরিমিতি থেকে মাহরুম হয়ে গেছে। তারা জীবনের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে, প্রতিটি কাজে ও কানুনে বক্রতার শিকার হচ্ছে। তাদের চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণে রয়েছে ছাড়াছাড়ি। জীবনের প্রতিটি বিষয় ও পদক্ষেপে রয়েছে বাড়াবাড়ি। তারা তাদের জীবনকে বানিয়ে নিয়েছে ঘোরানো-পেঁচানো। জীবনকে অতিরিক্ত সহজ করতে গিয়ে জটিলই করেছে কেবল। ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে মনের খাহেশাত মতো চলার নাম বস্তুবাদী সভ্যতা।

ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে এমন সভ্যতার লোকেরা যদি সুস্থ বিবেক-বিবেচনা, মধ্যপন্থা ও পরিমিতি, সত্য ও সততা, ন্যায় ও ইনসাফের জীবন যাপন থেকে, প্রকৃত শান্তি ও সুখ থেকে এবং পারিবারিক ও জাতিগত মহব্বত থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত থাকে, তা হলে এটা বড় ধরনের কোনো আশ্চর্যের কিছু নয়!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা

আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর কুরআন মাজীদ আমাদের 'দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা' বর্ণনা করছে। এটি এমন একটি ঘটনা, প্রতিদিনকার জীবনে এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি আমরা প্রায়ই হয়ে থাকি। এমনকি আসহাবে কাহাফের থেকে এ ধরনের ঘটনা চারপাশের জীবনে আমরা অনেক বেশি দেখতে ও শুনতে পাই। আসহাবে কাহাফের ঘটনা যদি বছর বা শতাব্দীর পরে ঘটে, তা হলে দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে ঘটে। সব দেশে সবসময় ঘটে। এ ধরনের ঘটনা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কুরআনের বর্ণিত দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা।

এটি এমন এক ব্যক্তির ঘটনা, যে সবদিক থেকে খোশনসিব ও সৌভাগ্যবান ছিল। দুনিয়াবি নাজ-নেয়ামত, সুখ-শান্তির সকল উপায়-উপকরণ তার অর্জিত ছিল। তার আঙুরের মতো সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় ফলের বাগান ছিল। বাগানের চারদিকে চোখ-জুড়ানো মনোহরি খেজুর গাছের সারি ছিল, যেগুলো আঙুর ক্ষেতকে চারপাশ থেকে নিজেদের ঘেরে—কোলে নিয়ে রেখেছিল। বাগানের মাঝে মাঝে চাষাবাদের জমিও ছিল। সেই হিসেবে দুই বাগিচার মালিকের জীবন ছিল সুখ ও সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ।

মধ্যম মানের একটি সুখী ও সৌভাগ্যময় জীবন-যাপনের জন্য এটি ছিল সর্বোচ্চ চূড়া। মধ্যম মানের বিষয়কেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। দুনিয়ার সকল বিষয়ে সাধারণত মধ্যম শ্রেণিকে মাপকাঠি মানা হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই সুখী ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির সৌভাগ্য ও সফলতা শুধু এই দুই বাগিচার মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং শান্তি-সুখের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিল তার আয়ত্তাধীন। তার এ দু'টি বাগিচায় অধিক পরিমাণে উত্তম ফল হতো। পবিত্র কুরআন তার কিছুটা ইঙ্গিত দিচ্ছে :

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.

অর্থ : দুনো বাগান ভরপুর ফল দান করত এবং কোনোটিই ফল উৎপাদনে কোনো কমি করত না। আমি বাগান দু'টির মাঝে একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম। (সূরা কাহাফ : ৩৩)

মোটকথা, লোকটির প্রাচুর্য, সুখ-সমৃদ্ধির সার্বিক পূর্ণতা ছিল। আরাম-আয়েশের এবং ভোগ-বিলাসের সকল সামানের ব্যবস্থাই শুধু ছিল না, বরং এগুলো ছিল তার হাতের নাগালে। অফুরন্তভাবে।

বস্তুবাদের সংকীর্ণতা

দুই বাগিচার মালিক সামগ্রিক সম্পদ পেয়ে সুখ-সমৃদ্ধ জীবন কাটাচ্ছিল। এবার তার থেকে সম্পদ ও বিত্তের স্বকীয় রূপ প্রকাশ পেতে লাগল; যেটা সবসময় সম্পদশালী, ক্ষমতাধর, শাসক, প্রতিষ্ঠানের মালিক, জনবলের অধিকারীদের থেকে জাহের ও প্রকাশ পেতে থাকে। তাদের থেকে সম্পদ ও ক্ষমতার কারণে এমন সব আচরণ ও উচ্চারণের প্রকাশ ঘটতে থাকে, যেটা ঈমানী দাবির বিরোধী। সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে তারা এমন সব কথা ও কাণ্ড করতে থাকে, যা ইসলামী চেতনার বিপরীত। বস্তুবাদী ধনতন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তারা যা করে, সেটা সহীহ বুঝ-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা এবং দীনি তালীম ও তরবিয়তের মোখালেফ।

দুই বাগিচার মালিকের অবস্থাও হয়েছিল তেমন। সে দাবি করে বসে, তার হাতের এ সম্পদ ও ক্ষমতা, তার এ সফলতা ও সমৃদ্ধি, তার একার জ্ঞান-বুদ্ধি, যোগ্যতা ও মেধার ফসল। তার চেষ্টা ও মেহনতের ফল। কারো করুণা বা দান নয়। যেমনটা ইতোপূর্বে বনী ইসরাইলের কারুনও দাবি করেছিল। সে বলেছিল :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي.

অর্থ : এ সবকিছু তো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির বলে হাসিল করেছি। (সূরা কাসাস : ৭৮)

দুই বাগিচার মালিকের একজন বন্ধু ছিল, যার টাকাপয়সা বেশি একটা ছিল না। বাগিচার মালিক খুব ফখরের সঙ্গে তাকে নিজের সম্পদের গল্প শোনাত। একদিন সে বড় গর্বের সঙ্গে বন্ধুকে বলল :

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.

অর্থ : আমার অর্থ-সম্পদ তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার দলবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী। (সূরা কাহাফ : ৩৪)

সম্পদশালী ব্যক্তি নিজের প্রাচুর্য ও ক্ষমতার মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকে, না তার নিজের ব্যাপারে খবর থাকে, না তার রবের কথা স্মরণ রাখে। সে তখন আর গায়েবি আসবাব এবং এরাদায়ে এলাহির কোনো খোঁজ রাখে না, যেটি সাত আসমানের ওপর থেকে জমিনের বুকে ফয়সালা প্রকাশ করে। সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে মরণপণ ব্যস্ত ও মত্ত থাকায় তার দিলে পর্দা ও দেয়াল সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন সে নিজের নফসের ওপর ইলমী ও আমলী, আখলাকি ও বিবেকি অনাচার করতে থাকে। সব ধরনের জুলুম ও অনাচারে জড়াতে ও লিপ্ত হতে থাকে। সম্পদ ও ক্ষমতার অন্ধবন্ধ চেতনার গলিত মোহ ও লালসা তখন তার মুখ থেকে এমন সব কথা বের করতে থাকে, যা তার সব সৌন্দর্য ও প্রাপ্তিকে শেষ করে দেয়। এটা শুধু তার দুনিয়াবি সম্পদ ও সম্মান, ক্ষমতা ও শাসনই নয়; আখেরাতকেও বরবাদ করে দেয়।

এমন ব্যক্তি সম্পদ ও ক্ষমতার মত্ততায় তখন দীন-ইসলাম, ঈমান-আমল, হাশর-নাশরকে পর্যন্ত উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে পরোয়া করে না। অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার মাতলামিতে সে বলে বেড়ায়, আমার সম্পদ ও ক্ষমতার এ প্রাচুর্য চিরদিনের জন্য। কখনো এগুলো শেষ হবে না। দুনিয়াতেও না। আখেরাত যদি থেকে থাকে সেখানেও না। কোথাও কমবে না। শেষও হবে না। দুই বাগিচার মালিকও তাই বলেছে। আল্লাহ তাআলা তার কথা কুরআন মাজীদে তুলে ধরেছেন :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً.

অর্থ : এরপর সে তার বাগানে প্রবেশ করল, নিজের হাতে নিজের ক্ষতি করতে করতে। সে বলল, আমি মনে করি না, এমন শ্যামল বাগিচা কখনো বিরান হতে পারে। আর আমার তো মনে হয় না, কেয়ামত কখনো কায়েম হবে। (সূরা কাহাফ : ৩৫-৩৬)

সে নিজেকে এমন সব সৌভাগ্যবান মানুষের দলভুক্ত মনে করে, যাদের থেকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি কখনো মুখ ফেরাবে না; সফলতা ও কামিয়াবি কখনো যাদের হাতছাড়া হবে না কিসমত ও তকদির কখনো যাদের সঙ্গে বে-ওফায়ি করবে না। তারা সবসময় সৌভাগ্যের উঁচু অলিন্দ-প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি ফেলে। উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানকে নিজের প্রাপ্য মনে করে। কুরআন তাদের সেই বাসনার কথা জানিয়ে দিচ্ছে :

وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا.

অর্থ : আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয় (তা হলেই বা আমার কী অসুবিধা!), আমি তো ওখানেও এর থেকে উত্তম সুন্দর নিবাস অবশ্যই পাব। (সূরা কাহাফ : ৩৬)

সম্পদ ও সম্মান, শাসন ও ক্ষমতা, ভোগ ও বিলাসপ্রিয় লোকেরা মনে করে, ঈমান-আমলের আবার কী দরকার! সম্পদ ও ক্ষমতাই তাদের সবসময় সুখে-সাফল্যে রাখবে!

ঈমানী ফিকিরের পদ্ধতি

বাগিচার মালিকের গরিব দোস্তের ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি ছিল। ঈমান ও আমলের দিকে তার মনোনিবেশ ছিল। আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়-মনকে হক ও সত্যের জন্য উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের পরিচয়, জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির বিষয়ে তার ঈমান ছিল। সে বিশ্বাস করত, সমগ্র কায়েনাতের খালেক ও মালিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ। তিনিই গোটা দুনিয়াকে পরিচালনা করেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই যে কোনো হালতকে বদলে দিতে পারেন।

সে তার বন্ধুর কথায় নারাজ হলো। সে বন্ধুর বস্তুবাদী চিন্তার বিরোধিতা করে বসল। সে তাকে সম্পদ ও ক্ষমতার হাকিকত সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করল। সেটি এমন এক সত্য ও বাস্তবতা, দুনিয়া-পাগলরা যেটিকে সবসময় এড়িয়ে চলতে চায়। সম্পদ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তরা যেটি শোনা থেকে হামেশা দূরে থাকতে চায়। এমন কথার আলোচনা ও চর্চা থেকে বস্তুপূজারিরা সবসময়ই ভাগতে ও পালাতে চায়। কুরআন মাজীদ আমাদের সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

অর্থ : (কেয়ামতকে অস্বীকার করার কথা শুনে) সে তার বন্ধুকে কথার ছলে বলল, তুমি কি সেই মহান সত্তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, এরপর বীর্য থেকে এবং তারপর একজন সুস্থ-সবল মানুষে পরিণত করেছেন? (সূরা কাহাফ : ৩৭)

দাম্ভিক, গোঁয়ার ও আত্মপ্রবঞ্চিত লোকদের এমন কথা শোনানো কতটা কঠিন ও অপছন্দনীয়, এর আন্দাজ আমরা সহজেই করতে পারি। সেইসঙ্গে সে তাকে জানিয়ে দিল, সে তার বিলকুল বিপরীত ভাবনায় বিশ্বাসী। সে এক আল্লাহর ওপর অটুট ঈমান রাখে। কুরআনের ভাষায় :

لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا.

অর্থ : কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করি, আল্লাহই আমার রব। এবং আমি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরিক করি না। (সূরা কাহাফ : ৩৮)

এরপর সে তাকে এমন বুনিয়াদি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যার আলোচনা সূরা কাহাফ জুড়ে রয়েছে; এবং এমন একটি জায়গায় সে আঙ্গুল রেখেছে, যা তার মতো লোকদের কমজোরি ও দুর্বলতার কেন্দ্রবিন্দু। সে তার বন্ধুকে বলল, দেখার ও বিবেচনার বিষয় সম্পদ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্ষমতা নয়; বরং আসল বিষয় তো হলো আল্লাহ। যিনি এ সবকিছুর খালিক ও মালিক। সম্পদ ও ক্ষমতা, জীবন ও মৃত্যু সবকিছু যেই মহান আল্লাহর বাগডোরে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসী সরঞ্জাম, আরাম-আয়েশের সামগ্রী, অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য, শাসন ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনো মূল্য নেই। সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে মানুষ যে এত বাহাদুরি করে, আর দাপট দেখায়; এর কোনো মূল্য নেই আল্লাহ তাআলার কাছে। যেই সম্পদ ও ক্ষমতা পেয়ে মানুষ মহা খুশি, এর কোনো কদর নেই আল্লাহ তাআলার কাছে। দুনিয়ার যেসব সামগ্রী নিয়ে মানুষ বড় লিপ্ত আর গর্বিত, এসবের কোনো দাম নেই আল্লাহ তাআলার কাছে। সম্পদ ও কৃতিত্বের লম্বা কোনো বিবরণ শোনাও আল্লাহ পাকের মাকসাদ নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে শুনতে চান এবং দেখতে চান, ঈমান আর আমল। কতটা সুন্দর ঈমান ও আমল সে কামাই করেছে।

মানুষ যে সম্পদ ও সম্মানকে, রাজ্য ও ক্ষমতাকে নিজের মেধা ও বুদ্ধির ফসল বলে ফখর করে, এগুলোর কোনোটাই মানুষের নিজস্ব অর্জন নয়; বরং দুনিয়ার প্রতিটি বিষয় মহান আল্লাহ তাআলার দান; তাঁর হেকমত ও কুদরতের প্রকাশ কেবল; তিনিই এ সবকিছুর মালিক। তিনিই এ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনিই এগুলো বণ্টন ও বিন্যাস করেন।

গরিব লোকটি বড় হেকমত ও কোমল ভাষায় ধনী বন্ধুর অর্জিত বিষয়গুলো যে মহান আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, এটি তাকে বুঝিয়ে দিল। এবং সে তাকে আল্লাহর দান ও মেহেরবানির স্বীকারোক্তি ও শোকর আদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে বলল :

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ.

অর্থ : যখন তুমি নিজ বাগিচায় প্রবেশ করছিলে (এবং সেটিকে সতেজ শ্যামল দেখতে পেয়েছিলে), তখন কেন তুমি বললে না, মা শা আল্লাহ, লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই।)! (সূরা কাহাফ : ৩৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূরা কাহাফের রুহ

'আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই'—এটিই মূলত সূরা কাহাফের রুহ ও জান এবং এ ঘটনার প্রাণ ও জীবন। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এবং কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারীদের এই তারগিব ও তালীম দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের সব কাজকর্ম এবং তাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলার হাওলা করে। তাদের ভবিষ্যতের সব এরাদা ও সংকল্পকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। তাদের সব চেষ্টা ও বাসনাকে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত রাখে।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا . إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا.

অর্থ : (নবী,) তুমি কোনো কাজ সম্পর্কেই কখনো বোলো না, আমি এ কাজ আগামীকাল অবশ্যই করব। বরং বলো, আল্লাহ যা চান, তা-ই হবে। যদি কখনো (ইনশাআল্লাহ বলতে) ভুলে যাও, তা হলে তোমার রবের স্মরণকে তাজা করে নিয়ো। তুমি বলো, আশা করি আমার রব এর থেকেও বেশি হেদায়েতের নিকটবর্তী কোনো পথ আমার জন্য খুলে দেবেন। (সূরা কাহাফ : ২৩-২৪)

দিল থেকে মাশাআল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলা

যে ব্যক্তি প্রতিটি অর্জন ও শ্রেষ্ঠত্বকে আল্লাহ তাআলার দিকে মানসুব করে এবং তাঁর দান ও দয়া বলে মনে করে, সে কখনো এগুলো অন্য কারো কাছে তালাশ করে না। যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা ও বিশ্বাস করে এবং তাঁর ফজল ও দয়ার এবং করম ও মেহেরবানির ব্যাপারে আশাবাদী হয়, সে কখনো দুনিয়ার কারো কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশী হয় না। এমন অটুট বিশ্বাসী লোকেরা সম্পদ ও সম্মান, সুখ্যাতি ও ক্ষমতা এবং বস্তুপূজারিদের সামনে কখনো মাথা ঝোঁকাতে জানে না!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুমিন ব্যক্তির জন্য তার প্রতিটি কাজে দিল থেকে মাশাআল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলা উচিত। 'মাশাআল্লাহ' ও 'ইনশাআল্লাহ' ছোটখাটো হালকাপাতলা দু'টি শব্দ। আমরা অনেক সময় কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই শব্দ দু'টি ব্যবহার করি। বেশির ভাগ সময়ই শব্দ দু'টি বলার মধ্যে কোনো অনুভব ও অনুভূতি থাকে না। কিন্তু হাকিকতে শব্দ দু'টি বড় ওজনদার। অনেক গভীর ও ভারী। অর্থ ও মর্মের দিক থেকে একদমই পরিপূর্ণ।

বস্তুবাদের অন্ধতা, নফসের চাহিদা এবং ব্যক্তির যোগ্যতা ও বাহাদুরির ওপর যারা নির্ভর ও ভরসা করে, মাশাআল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ শব্দ দু'টি তাদের ভীষণভাবে চাবুক লাগিয়ে দেয়। এ দু'টি শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে, দুনিয়ার কোনো কাজ মানুষের চাহিদা ও বাসনামাফিক হয় না। হবেও না। হয় তো তা-ই, হবেও তা-ই, যা আল্লাহ চান।

বস্তুবাদের ভরসা ও নির্ভরতা উপায়-উপকরণের ওপর

বস্তুবাদী সভ্যতা উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্যের ওপর চরম পর্যায়ের ভরসা-বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকে। শাসক ও সম্পদশালীরা তাদের সকল কথা ও কাজে, ভাবনা ও পরিকল্পনায় বস্তুবাদী চিন্তা ও নির্ভরতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। তাদের কর্মপন্থা ও সফলতায় বস্তুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাই এলান ও ঘোষণা করতে থাকে। তাদের সব বক্তব্য ও স্লোগানে কেবল বস্তুবাদী চিন্তাই ঘুরপাক খেতে থাকে।

তাই বলে কোনো বিষয়ে একদমই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি না নেওয়া হোক, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে কোনো উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা না করা হোক, এটা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের মাকসাদ ও লক্ষ্য হলো শুধু এতটুকু—কেবল শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর, বাহ্যিক সঞ্চয় ও আবিষ্কারের ওপর, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের ওপর, আধিক্য ও প্রাবল্যের ওপর নির্ভর ও ভরসা না করা; এগুলোকেই পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট মনে না করা; এগুলোকেই শুধু সফলতা ও কামিয়াবি হাসিলের মাধ্যম ও উপায় মনে না করা; এবং এসব জাগতিক সামান ও উপকরণের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারণে মহান আল্লাহর কুদরত ও সামর্থ্যের কথা জেহেন থেকে হারিয়ে না ফেলা। আমাদের আলোচনার মাকসাদ ও উদ্দেশ্য হলো, এসব বাহ্যিক উপায়-উপকরণেরও স্রষ্টা যে আল্লাহ তাআলা, এ কথার স্মরণ ও বিশ্বাস যেন আমাদের মস্তিষ্ক থেকে উধাও হয়ে না যায়।

সবকিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও এরাদার সঙ্গে সম্পর্কিত। আল্লাহর মর্জি ছাড়া কোনো কিছুই হতে পারে না; কিন্তু বস্তুবাদীরা এটা না জেনে, না মেনে বড় নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে বস্তু ও উপকরণের নতিজা ও ফলাফল নির্ণয় ও নির্ধারণ করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, আগামী এত দিনের মধ্যে এই করব। এত বছরের মধ্যে সেই করব।

নিছক বস্তুর ওপর ভরসা-বিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহ পাকের সমর্থন কখনোই থাকে না। তাই তাদের ইচ্ছা ও ভাবনাকে আল্লাহ তাআলা প্রায়ই ভণ্ডুল করে দেন। তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিকে ধুলায় মিশিয়ে দেন—কখনো দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ দিয়ে; কখনো বন্যার সয়লাব দিয়ে; কখনো মেঘ-বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে; কখনো জমি-জিরাত আর চাষের মাঠ পানিতে নিমজ্জিত রেখে। বিভিন্নভাবে তিনি তাদের নাফরমানি চিন্তা-চেতনাকে, উদ্যোগ ও অভিপ্রায়কে পরাস্ত করে দেন। এমন সব বিপদ ও মুসিবত তাদের ওপর আপতিত করতে থাকেন, যার ভাবনা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। মোটকথা, বস্তুবাদীদের সকল চেষ্টা ও পরিকল্পনা আল্লাহ পাকের কুদরতের সামনে নাকাম হয়ে যায়।

আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশ্বাস ও ভরসা

'ইনশাআল্লাহ'—এটি কেবল আমাদের জীবনের সাধারণ কাজের সময় বলার মতো একটি শব্দ, এমনটা নয়; চলার পথে কারো সঙ্গে সাক্ষাতে কোনো একটা তারিখ, বার বা বিষয় নির্ধারণের জন্যও নয়; বরং ইনশাআল্লাহ হলো এমন একটি শব্দ, যা জীবন-জিন্দেগির তামাম কাজ ও বিষয়কে অন্তর্ভুক্তকারী। ইনশাআল্লাহ শব্দের মধ্যে জীবনের সব ছোটবড় কাজ, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শামিল রয়েছে। এটি তো এমন একটি শব্দ, যা পুরো কওম ও জাতির ওপর আছর ও প্রভাব ফেলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এজন্য দুনিয়াবি সব বিষয়, উপায় ও উপকরণ, চেষ্টা ও সাধনা, মেহনত ও মুজাহাদা, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, সঞ্চয় ও অর্জনের আহমিয়াত ও গুরুত্ব আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর রৌশনি মোতাবেক এখতিয়ার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও কর্মের আলোকে আমাদের কর্মপন্থা নির্ণয় ও নির্ধারণ করতে হবে। আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে এই একীন ও বিশ্বাস করতে হবে, প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর শুরু-শেষ, সব অবস্থা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। কুরআন হামেশা এ সবকই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.

অর্থ : (নবী,) কোনো কাজ সম্পর্কেই কখনো বোলো না, আমি এ কাজ আগামীকাল অবশ্যই করব। বরং বলো, আল্লাহ যা চান তা-ই হবে। (সূরা কাহাফ : ২৩-২৪)

কুরআন শরীফের এ আয়াত কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি; এটি কুরআন মাজীদ নাজিলের উদ্দেশ্যও নয়; বরং এটি সব যুগের সব দেশের সব শ্রেণি ও তবকার মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সবাই যেন ইনশাআল্লাহ শব্দের হাকিকতকে অনুধাবন করে। এটির ইহতেমাম ও ইলতেযাম রাখে। গুরুত্ব প্রদান ও ধারাবাহিক আমল করে। কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য ও কাম্য।

আগামীতে সম্ভাব্য সব কাজের শুরুতে ইনশাআল্লাহ বলা, এটি ইসলামী সমাজ ও সামাজিকতার রুহ ও বুনিয়াদ। ইনশাআল্লাহ বলার মাধ্যমে ইসলামী তাহযিব ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আখেরাত ও পরকালের ব্যাপারে ঈমান ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। আর এটিই হলো, মুমিন ও বস্তুবাদীর মাঝে তফাত। আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মুমিন এবং দুনিয়া ও নিছক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তির মাঝে বিভেদকারী রেখা। মুমিনের ঈমানী তাহযিব ও তামাদ্দুনকে বস্তুবাদী বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে আলাদা ও পৃথক করে দেয়।

দুই বাগিচার মালিকের ঘটনায় ঈমানদার সাথী তার অবিশ্বাসী-ধনী বন্ধুকে সচেতন ও সতর্ক করল। বলল, কিসমত উল্টে যাওয়া সময়ের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাপার। তাকদির বদলে যেতে পারে যে কোনো সময়। সম্পদ ও ক্ষমতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের তাকসিম কারো জন্য আবাদি ও চিরদিনের জন্য নয়। এটা অপরিবর্তনশীল কোনো বিষয় নয়। সম্পদ শক্তি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লাগাম কখনোই আল্লাহ পাকের হাতছাড়া হয়নি। তাঁর এখতিয়ার ও ইচ্ছার বাইরে যায়নি। তামাম কায়েনাতের মালিক তিনি আগেও ছিলেন, এখনো আছেন; আর চিরদিনই থাকবেন। খোশনসিবকে বদনসিব তিনিই বানান। সৌভাগ্যবানকে দুর্ভাগা তিনিই বানান। নিঃস্ব-অসহায়-দুর্বলকে তিনিই সম্পদশালী, সহায় ও সবল বানান। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যে কোনো হালত ও পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। এতে বড় বেশি তাজ্জব ও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ঈমানদার বন্ধু তার অবিশ্বাসী বন্ধুকে বলল :

اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿۳۹﴾ فَعَسٰی رَبِّیْۤ اَنْ یُّؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ یُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِیْدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾ اَوْ یُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِیْعَ لَهٗ طَلَبًا.

অর্থ : তোমার দৃষ্টিতে যদিও আমার সম্পদ ও সন্তান তোমার চেয়ে কম, কিন্তু আমার রবের জন্য এটা অসম্ভব নয়, তিনি আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোনো বালা-মুসিবত পাঠাবেন। ফলে তোমার বাগবাগিচার গাছপালা সব সাফ হয়ে যাবে। কিংবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে। এরপর আর কোনোভাবেই তুমি তা তুলতে পারবে না। (সূরা কাহাফ : ৩৯-৪১)

শেষে এটাই হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রেরিত এমন প্রবল ঝড় এসেছে, দেখতে না দেখতে সুন্দর-শ্যামল মনকাড়া প্রস্ফুটিত বাগিচা শূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে গেছে। এবার অবিশ্বাসী দাম্ভিক অকৃতজ্ঞ বস্তুবাদীর হুঁশ এসেছে। কুরআন তার হালত জানাচ্ছে :

وَ اُحِیْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلٰی مَاۤ اَنْفَقَ فِیْهَا وَ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوْشِهَا وَ یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّیْۤ اَحَدًا ﴿۴۲﴾ وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ یَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿۴۳﴾ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَّ خَیْرٌ عُقْبًا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : (এরপর এটাই ঘটল।) তার ধন-দৌলত সব কিছু বরবাদ ও আজাববেষ্টিত হয়ে গেল। বাগানের পেছনে সে কত টাকা-পয়সা খরচ করেছিল (সেগুলো সব বরবাদ হয়ে গেছে দেখে) তার জন্য সে আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তার বাগান মাচানসহ ভেঙে জমিনে পড়ে ছিল। এখন সে বলছে, হায়, আমি যদি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরিক না করতাম! আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোনো লোক বা দলবলও মিলল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে। আর না তার নিজের এতটা সামর্থ্য ও ক্ষমতা ছিল, যা দিয়ে এই হালাকি ও বরবাদি থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে ও রক্ষা করতে পারত।

এরূপ পরিস্থিতিতেই জানা হয়ে যায় (মানুষ উপলব্ধি করতে পারে), হাকিকত ও বাস্তবেই সব শক্তি ও কর্তৃত্ব কেবলই আল্লাহর (সাহায্য করার ক্ষমতা কেবলই তাঁর)। তিনিই উত্তম পুরস্কার-প্রদানকারী এবং তাঁরই হাতে উত্তম পরিণাম ও পরিণতি। (সূরা কাহাফ : ৪২-৪৪)

দুই বাগিচার মালিকের শিরক

বাগিচার মালিক ওই ধরনের মুশরিক ছিল না, যেমনটা সাধারণ মুশরিকরা হয়ে থাকে। কুরআনের কোনো আয়াত থেকে এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কুরআনে কারীমের উসলুব ও প্রকাশভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, বাগিচার মালিক আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান রাখত। কুরআন বলছে :

وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا.

অর্থ : আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয় (তা হলেই বা আমার কী অসুবিধা!), আমি তো ওখানেও এর থেকে উত্তম সুন্দর নিবাস অবশ্যই পাব। (সূরা কাহাফ : ৩৬)

তা হলে তার সেই শিরক কী ছিল, যার ওপর সে হাত কচলে আফসোস ও আক্ষেপ করেছিল। কুরআন তাও আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে :

يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : হায়, আমি যদি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরিক না করতাম! (সূরা কাহাফ : ৪২)

এটি এমন একটি স্পষ্ট কথা, যার মধ্যে কোনো ধরনের এশকাল ও মতবিরোধ করার কিছু নেই। লোকটা বস্তুর মধ্যে শিরক এখতিয়ার করেছিল। সে মনে করেছিল, তার সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাধ্যম হলো বাহ্যিক উপায়-উপকরণ। তার বিত্ত ও ক্ষমতার উৎস হলো আসবাব। নিছক চেষ্টা ও মেহনতেই এগুলো অর্জিত হয়েছে। এমন গলত ও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেছে। এবং সর্বময় ক্ষমতার আধার মহান আল্লাহর কুদরত ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বসেছে।

বর্তমান যুগের শিরক

এটাই ওই শিরক, যার মধ্যে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা ডুবে আছে। বর্তমান সভ্যতা বস্তুবাদকে, যে কোনো জিনিসের মাধ্যম ও কারণকে, যে কোনো বিষয়ের দক্ষ ব্যক্তি ও স্পেশালিস্টকে (SPECIALISTS) খোদার মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। বস্তুবাদী সভ্যতার মানুষ নিজেদের জীবনকে বস্তু তথা বিজ্ঞান ও আধুনিক আবিষ্কারের দয়া ও অনুগ্রহের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। নিজেদের জিন্দেগির লাগামকে বিজ্ঞানের হাতে হাওলা করে দিয়েছে। তারা মনে করে, জীবন ও মৃত্যু, উন্নতি ও অবনতি, প্রাচুর্য ও দারিদ্র সব কিছুই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। আধুনিক আবিষ্কারের ধারক-বাহকরাই নিয়ন্ত্রণ করে দেশ-দুনিয়ার অগ্রগতি ও পশ্চাদপদতা এবং সফলতা ও ব্যর্থতা।

বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতায় চলছে এক নতুন ধরনের প্রতিমাপূজা। উপায়-উপকরণ, শক্তি-সামর্থ্য, ধন-দৌলত, সম্পদ ও ক্ষমতাকে লোকেরা উপাসনা করছে। এগুলোর প্রতি তারা এতটা শ্রদ্ধা ও সমীহ বজায় রেখে চলছে, যেন কোনো দেবতা। এসব বস্তু তাদের কাছে এতটা কাঙ্ক্ষিত ও মূল্যবান, পারে তো এগুলো হাসিলের জন্য নিজেদের জান-জীবনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়।

আধুনিক সভ্যতার মানুষ বিশেষ শ্রেণির আইনজীবী-ডাক্তার-সাংবাদিক-কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ ও শাসকদের বন্দনা ও পূজায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভীষণ রকম লিপ্ত। তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান কোম্পানি ব্যাংক ও মিডিয়া-মালিকদের ওপর চূড়ান্ত ভরসা-বিশ্বাস করে বসে থাকে। মনে করে, এরাই সবকিছুর মালিক; এদের মর্জিই সব। বস্তুবাদী সভ্যতা ধনবান ও ক্ষমতাবানদের ভক্তি ও পূজা করতে করতে তাদেরকে খোদার মর্যাদায় নিয়ে তুলেছে; ভূষিত ও সিক্ত করেছে প্রভুর সম্মানে। শাসক ও সম্পদশালীদের তারা মনে করছে সর্বময়ী কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। দুনিয়ার সবকিছুই রয়েছে এই দেবতাদের হাতে। তাই সব জায়গায় চলছে সম্পদশালী ও ক্ষমতাবানদের পূজা। এটাই হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার নতুন মূর্তিপূজা। নতুন শিরক।

বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা প্রাচীন মূর্তিপূজার সারনির্যাসকে নিজের মধ্যে পুরো মাত্রায় ধারণ ও সংরক্ষণ করে নিয়েছে। তার মধ্যে পূজার মতো বস্তু ও প্রতিমা এবং কামনা-বাসনার গোলাম ও আনুগত্যকারী বহু লোক রয়েছে। মূর্তি ও মূর্তিপূজারি আজও অনেক মজুদ আছে। তারা নতুন ধরনের পূজা ও উপাসনার প্রচলন করেছে, যা ঈমান ও ইসলামের বিপরীত; শরীয়তের বিরোধী। এটা হলো সেই পূজা ও উপাসনা, সূরা কাহাফে যেটার প্রতিবাদ করা হয়েছে; এবং নিন্দাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, সম্পদ-শক্তি-ক্ষমতা ও খ্যাতির মতো সব ধরনের মূর্তি ও উপাসনা থেকে ইসলাম একদমই মুক্ত। বস্তুবাদী সব ধরনের গোলামি ও আনুগত্য থেকে ঈমান একেবারেই পবিত্র।

কুরআন মাজীদ দুনিয়ার জীবনকে ক্ষেত-খামারের সঙ্গে তুলনা করেছে, যা অনেক জলদি খতম হয়ে যায়, যা মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেন :

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا.

অর্থ : হে নবী, তুমি মানুষকে দুনিয়ার জিন্দেগির এই মেছাল-উপমাও পেশ করো;—এর দৃষ্টান্ত হলো পানির মতো, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি। এরপর জমিনের সঙ্গে পানি মিশে গিয়ে একাকার হয়ে তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেকে ভূমিজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে নিবিড় ঘন হয়ে যায়। তারপর তা এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (সূরা কাহাফ : ৪৫)

কুরআন মাজীদ অন্য সূরাতেও এই ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল দুনিয়া যে দু'দিনেই হাতছাড়া হয়ে যাবে, সেই চিত্র ও বর্ণনা তুলে ধরেছে :

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত হলো এই, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। ফলে জমিনের তরুলতা গাছপালা—যা মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণীর জন্য খাদ্য-খাবারের কারণ ও উপায় হয়—তা বৃষ্টি দ্বারা সজ্জিত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে। অবশেষে ভূমি যখন নিজ শোভা ধারণ করে এবং সেজেগুজে নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে (সবুজ ও হলুদের সকল সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে এবং জমিনের মালিক যখন সেগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়) এবং জমিনের মালিকরা মনে করে, ফসলাদি এখন সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন, তখন আচানক আমার নির্ধারিত ফয়সালা (প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ) দিনে বা রাতে এসে কার্যকর হয়ে যায়। আমি সেগুলোকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন একদিন আগেও সেখানে এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যেসব লোক বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়, আমি তাদের জন্য এভাবেই নিদর্শনাবলি খুলে খুলে বয়ান করি। (সূরা ইউনুস : ২৪)

কুরআনে কারীমের দৃষ্টিতে দুনিয়ার এ জীবন ও জিন্দেগির বাস্তবতা ও হাকিকত এটিই, যেমনটা উপরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে; অথচ আখেরাত ও পরকালের ব্যাপারে অবিশ্বাসীরা দুনিয়াকে স্থায়ী ও চিরদিনের আবাস-নিবাস মনে করে বসে আছে। দুনিয়া-পূজারিরা জীবনের সব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভোগ-বিলাস পুরা করার জায়গা বানিয়েছে দুনিয়াকে। তাদের মনের সব বাসনা-কামনা পুরো করার কেন্দ্র ও ঠিকানা বানিয়েছে দুনিয়াকে। অথচ দুনিয়ার হাকিকত ও বাস্তবতা হলো, এটা একদমই ক্ষণিকের অবস্থান করার জায়গা। এর সব কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-বেদনা এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-সমৃদ্ধি কেবলই পরীক্ষার বস্তু।

কিছু লোক আছে কেবল দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। দুনিয়ার সমৃদ্ধির জন্য পাগলপারা। দুনিয়া ছাড়া আর কিছু জানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। সম্পদ ও ক্ষমতাই তাদের কাছে মুখ্য ও প্রধান। দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনই তাদের কাছে সব। কুরআন বলছে এদের ধারণা একদমই গলদ। তারা ভীষণ ভুলের মধ্যে রয়েছে। তাদের ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা-জল্পনা সবটাই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। তারা ধ্বংসশীল দুনিয়ার জন্য পাগল। সামান্য সময়ের ভোগ-বিলাসে মত্ত। তারা নিজেদের অর্জন ও আবিষ্কারের ব্যাপারে বড় বড় আশা-ভরসা করে রেখেছে। তারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপায়-উপকরণের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও নির্ভার হয়ে বসে আছে। কুরআন মাজীদ দুনিয়ার ব্যাপারে এসব লোকদের বারবার সতর্ক করছে। জানিয়ে দিচ্ছে, সফলতা ও কামিয়াবির মাপকাঠি কেবলই ঈমান ও আমল। অন্য কিছু নয়।

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا.

অর্থ : সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের শোভা (কিছুদিন পরই এগুলো ফায়দাহীন হয়ে যায়।); তবে যে নেক আমল স্থায়ী, তোমার রবের কাছে তা সওয়াবের দিক থেকেও উত্তম এবং আশা পোষণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট। (সূরা কাহাফ : ৪৬)

কুরআনের রৌশনিতে দুনিয়ার জীবন

একটু সময় বিরতি দিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা করা উচিত, দুনিয়ার জিন্দেগিকে কুরআন কোন দৃষ্টিতে দেখে। মোনাসেব ও যথার্থ হবে, এ ব্যাপারে শুধু কুরআনে কারীমের কাছে দ্বারস্থ হওয়া; কুরআনে কারীমের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাছে ফিরে যাওয়া। কেননা, দুনিয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ভাবনায়ও বড় গড়বড় দেখা যাচ্ছে। দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের ফিকিরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা; এমনকি এ ব্যাপারে জ্ঞানী-বিদ্বানদের গতি-প্রকৃতির মধ্যেও রয়েছে মতবিরোধ; দুনিয়ার মূল্যায়ন কদর ও কিমত স্থির ও সাব্যস্তকরণে তাদের মধ্যে রয়েছে এখতেলাফ; বিভিন্ন ধরনের মত পোষণ করছেন এ বিষয়ে তারা।

কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দুনিয়ার জিন্দেগির সামান্যতা, সংক্ষিপ্ততা, স্থায়িত্বহীনতা এবং আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার তুচ্ছতা একদমই সাফ সাফ ভাষায় ঘোষণা করছে :

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ.

অর্থ : দুনিয়ার জীবনের আনন্দ ও ভোগ-বিলাস আখেরাতের তুলনায় কিছুই না। একদমই সামান্য। (সূরা তাওবা : ৩৮)

অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

অর্থ : তোমরা খুব ভালো করে জেনে রাখো, (আখেরাতের তুলনায়) দুনিয়ার জিন্দেগি একদমই খেলতামাশা; একটা বাহ্যিক সাজসজ্জা। পরস্পরে একে অপরের সঙ্গে ফখর ও গর্ব করার বস্তু এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অপরের উপরে থাকার প্রতিযোগিতার নাম। দুনিয়ার উপমা হলো বৃষ্টি, যা দ্বারা উদ্‌গত ফসল কৃষকদের খোশ ও মুগ্ধ করে। তারপর তা আরও তেজস্বী হয়ে ওঠে। তারপর তুমি দেখতে পাও, তা শুকিয়ে হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর আখেরাতে (অবিশ্বাসীদের জন্য এক তো) আছে কঠিন শাস্তি এবং (আর মুমিনদের জন্য রয়েছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দু'দিনের এই জিন্দেগি ধোঁকা ও প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ : ২০)

দুনিয়ার আকর্ষণীয় সবকিছুই মূল্যহীন। প্রকৃত অর্জনীয় জিনিস তো হলো আখেরাতের সুখ। কুরআনে কারীম বড় শক্ত ও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে, আখেরাতের সামনে দুনিয়ার তুচ্ছতা ও সামান্যতা। আখেরাতের সামনে দুনিয়া শুধু একটা পলক-মুহূর্তমাত্র। দুনিয়া হলো আখেরাতের জন্য আমলের একটা ক্ষেত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

অর্থ : দুনিয়ার বুকে যা কিছুই আছে, আমি এগুলোকে জমিনের শোভা-সৌন্দর্য বানিয়েছি। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম আমল করে। (সূরা কাহাফ : ৭)

অন্য সূরায় দুনিয়ার হাকিকত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নেক আমলের মধ্যে অধিক ভালো ও উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক (এবং) অতি ক্ষমাশীল। (সূরা মুলক : ২)

দুনিয়ার জীবন কোনো জীবনই নয়; বরং একটা খেলতামাশা। ঈমানদার মুত্তাকিদের জন্য আসল ও প্রকৃত জীবনই হলো আখেরাতের জীবন। কুরআনে কারীম বলছে :

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অর্থ : দুনিয়ার জীবন খেলতামাশা ছাড়া কিছুই না। মুত্তাকিদের জন্য আখেরাতের জীবনই উত্তম। (আফসোস!) তোমরা কি (এতটুকু কথাও) বোঝ না! (সূরা আনআম : ৩২)

দুনিয়া অস্থায়ী। আখেরাত অনন্ত ও অবিনশ্বর। আল্লাহ পাক বলেন:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের যা কিছুই দেওয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার জীবনের পুঁজি ও তার শোভা-সৌন্দর্য। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তারপরও কি তোমরা আকল-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে চিন্তা করে দেখবে না? (সূরা কাসাস : ৬০)

কুরআন ওইসব লোকদের তীব্র নিন্দা ও তিরস্কার করে, যারা এই ধ্বংসশীল, ত্রুটিযুক্ত, ঝামেলাপূর্ণ, গান্দা দুনিয়াকে এমন আখেরাতের ওপর অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়, যা চিরস্থায়ী ও চিরন্তন; অনন্ত ও অফুরন্ত; যা সব ধরনের অপূর্ণতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত; একদমই পবিত্র; এবং সকল সংশয় ও শঙ্কা থেকে মাহফুজ ও নিরাপদ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ﴿۷﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থ : যারা (আখেরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে না, বরং শুধু দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট, আর তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে উদাসীন, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (সূরা ইউনুস : ৭-৮)

অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ . اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : যারা কেবল দুনিয়ার জীবন এবং তার ভোগ-বিলাসিতাকেই চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের নতিজা ও ফলাফল এখানেই পুরোপুরি ভোগ করতে দিই। দুনিয়ায় তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো কম দেওয়া হয় না। কিন্তু (স্মরণ রেখো) এরা ওইসব লোক, যাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নামের আগুন ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়ায় থাকতে তারা যা কিছু করেছিল, সবকিছু নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর যা কিছু করছে, তাও নিরর্থক। (সূরা হুদ : ১৫-১৬)

যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, কেবল দুনিয়ার প্রাপ্তি ও অর্জনকেই বড় মনে করে, আল্লাহ তাআলা বলেন—তারা পথভ্রষ্ট। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কুরআনের ভাষায় :

وَ وَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ. الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ.

অর্থ : কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যারা আখেরাতকে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার জিন্দেগিকেই পছন্দ করে নিয়েছে এবং যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয় এবং চায় এর মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি করতে, তারা রয়েছে চরম গোমরাহির মধ্যে। (সূরা ইবরাহিম : ২-৩)

কিছু লোক কেবল দুনিয়াই চায়। দুনিয়ার সুখ-শান্তিকেই তারা সবকিছু মনে করে। আল্লাহ পাক বলেন, তারা আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ.

অর্থ : তারা দুনিয়ার জীবনের কেবল প্রকাশ্য দিকটাই জানে আর আখেরাতের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ গাফেল। (সূরা রূম : ৭)

যারা দুনিয়া-পাগল, দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না, এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন তাদের পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : (হে নবী,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনাই করে না, তুমি তাকে নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ (দুনিয়া) পর্যন্তই। তোমার রবই ভালো জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে হেদায়েতের পথে আছে। (সূরা নাজম : ২৯-৩০)

অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا.

অর্থ : তারা দুনিয়াকেই ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে, তাকে উপেক্ষা করছে। (সূরা ইনসান : ২৭)

দুনিয়া পেয়ে যারা আখেরাতকে ভুলে যায় এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে বেপরোয়া হয় তাদের পরিণাম ভয়াবহ। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

অর্থ : যে ব্যক্তি নাফরমানি করেছিল এবং (আখেরাতকে অস্বীকার করে) দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। (সূরা নাজিয়াত : ৩৭-৩৯)

যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না, তারা কেবল দুনিয়াই কামনা করে। তাদের সব চাহিদা দুনিয়ার জীবনকে ঘিরেই। তাদের সব কামনা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একজন মুমিনের কর্তব্য, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি কামনা করা। উভয় জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রার্থী ও প্রত্যাশী হওয়া। কুরআনে কারীম ওই সকল লোকদের প্রশংসা করে, যারা দুনিয়া ও আখেরাতকে পাশাপাশি রাখে; কিন্তু তারা আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়। তাদের আখেরাত সম্পর্কে সহীহ বুঝ থাকার কারণে। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তাদের সঠিক উপলব্ধি থাকার কারণে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : কিছু লোক আছে (দুনিয়ালোভী), যাদের কামনা ও চাহিদা হলো, হে আমাদের রব, আমাদের যা কিছু দেওয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আবার কিছু লোক রয়েছে, যারা (দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গার সফলতা চায়) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও আমাদের সফলতা দান করো। এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করো। (সূরা বাকারা : ২০০-২০১)

একজন মুমিন শুধু দুনিয়া নয়, আখেরাতের প্রতিও খেয়াল রাখে। দুনো জগতের কল্যাণ, সফলতা ও কামিয়াবি সে কামনা করে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-ও কামনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ.

অর্থ : (আল্লাহ,) আমাদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দিন এবং আখেরাতেও। আমরা আপনার দিকেই ফিরে আসব। (সূরা আরাফ : ১৫৬)

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক তাঁর খলিল হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর প্রশংসা করে বলছেন :

وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থ : আমি তাকে (ইবরাহিমকে) দুনিয়ায়ও কল্যাণ দিয়েছিলাম এবং আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই সালেহিন-নেককারদের দলভুক্ত থাকবে। (সূরা নাহল : ১২২)

ইসলাম ও বস্তুবাদী দর্শনের মাঝে পার্থক্য

আসমানি ধর্ম, নবুওয়াতের তালীম, নবুওয়াতি মাদরাসার ফিকির ও ভাবনা বস্তুবাদী দর্শন ও চিন্তার সম্পূর্ণই বিপরীত। ইসলামী তরয ও ফিকির বস্তুপূজা ও দুনিয়া নিয়ে লিপ্ত থাকার চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ খেলাফ ও সাংঘর্ষিক। বস্তুবাদের বোলচাল হলো, দুনিয়ার জীবন-জিন্দেগিই সবকিছু। তার সকল ফন্দি-ফিকিরই হলো, দুনিয়াকে আরও বেশি পছন্দনীয়, প্রকাশময়, প্রদর্শনীয় করে তোলা। তার সব চিন্তা-ভাবনা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিরামহীন চেষ্টা-ফিকিরই হলো দুনিয়াকে আমোদ-প্রমোদময় করে তোলা। তার সব নিবিষ্টতা ও নিমগ্নতাই হলো দুনিয়াকে বেশির থেকে বেশি আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসী করে তোলা। এগুলোই হলো, বস্তুপূজারি দুনিয়া-পাগল বস্তুবাদী দর্শনের মাকসাদ—চেষ্টা ও লক্ষ্য।

আর নবুওয়াতের নোকতায়ে নজর ও আসল লক্ষ্যই হলো, আখেরাত। নবুওয়াতি মাদরাসার মনযিল হলো, মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবন। ঈমান ও ইসলামের গন্তব্য হলো, অসীম নেয়ামতপূর্ণ চিরসুখের জান্নাত। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপারে কুরআন মাজীদ আমাদের বারবার সতর্ক করেছে। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক বাণীতেও দুনিয়ার হাকিকত বড় স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন :

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ.

আয় আল্লাহ, জীবন তো আখেরাতের জীবনই। (*সহীহ বুখারী* : ২৭৪১)

ক্ষণিকের দুনিয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ ছিল :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا وَفِى رواية كَفَافًا.

আয় আল্লাহ, মুহাম্মাদের পরিবারের রিজিক জরুরত মতো (পরিমিত) দান করুন। অন্য বর্ণনায় আছে : এতটুকু দিন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (*সহীহ মুসলিম* : ১৭৪৭)

এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সহজ উপমা দিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছতাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি :

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ.

অর্থ : আল্লাহর কসম, দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় এতটুকুই, যেমন তোমাদের কোনো একজন তার আঙ্গুল সাগরের পানিতে ডুবালো। এরপর দ্যাখো, কতটুকু পানি আঙ্গুলের সঙ্গে উঠে এল।(*সহীহ মুসলিম* : ৫১০১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুনিয়া অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী। এতে মন লাগানোর কিছু নেই। এটার মধ্যে লিপ্ত হওয়ারও কিছু নেই। এর সব জৌলুস অস্থায়ী। এর সব চাঙ্গা-রাঙ্গা রূপ-রস ক্ষণিকের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও জীবনী এ আকীদা-বিশ্বাসে, অনুভূতি-অনুভবে, গওর-ফিকিরে কাটানো একটি স্বচ্ছ-সুন্দর, নির্মল-নির্দাগ ছবি ও চিত্র—যেন একটি অমলিন সাদা আয়না।

নবীজির অন্যতম সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের ওপর আরাম-বিশ্রাম করতেন। চাটাইয়ের দাগ তাঁর শরীর মোবারকে প্রকাশ্যমান ছিল। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমাদের অনুমতি দিলে একটা কিছু চাটাইয়ের ওপর বিছিয়ে দেব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার মেছাল তো ব্যস ওই মুসাফিরের মতো, যে একটা গাছের ছায়ায় বসে সামান্য কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়। এরপর সেটাকে ছেড়ে-রেখে নিজের গন্তব্যের দিকে চলতে শুরু করে। (*মুসনাদে আহমাদ* : ৩৫২৫; *তিরমিযী* : ২২৯৯; *ইবনে মাজাহ* : ৪০৯৯)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর আরাম করছিলেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে অন্য কোনো বিছানা ছিল না। চাটাইয়ের দাগ তাঁর বাহুতে প্রকাশমান ছিল। তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়েছিলেন। যেটির মধ্যে কিছু ঘাস ও ছিলকা ভরা ছিল। আমি তাকে সালাম করলাম। ... (কিছু কথাবার্তার পর) আমি ঘরের মধ্যে দৃষ্টি বোলালাম। আল্লাহর কসম, তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারে। চামড়ার তিনটা টুকরা ছাড়া ঘরে আর কিছু ছিল না।

আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতকে যেন সমৃদ্ধি দান করেন। ইরানি ও রোমীয়দের কাছে তো ভরপুর দুনিয়াবি সামগ্রী; অথচ তারা আল্লাহর ইবাদতও করে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শোনামাত্র উঠে বসে গেলেন। বললেন, ইবনে খাত্তাব, তুমিও এমনটা ভাব? ওরা তো ওইসব লোক, যারা নিজেদের প্রাপ্তির পুরোটাই এ দুনিয়ায় পেয়ে যাচ্ছে! (*সহীহ বুখারী* : ৪৭৯২)

নবুওয়াতি মাদরাসার ছাত্র এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি

যে ব্যক্তিই নববী মাদরাসার তালীম-তরবিয়ত পেতেন, সে-ই এমন রঙে রঙিন হয়ে যেতেন। আখেরাতের ফিকির সবসময় তার জেহেন ও দেমাগে, মন ও মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকত; বরং তার মন ও প্রাণে এবং রক্তের প্রতিটি কণিকায় মিশে যেত আখেরাতের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভালোবাসা। তার নতিজা হতো এই, সে আখেরাতের ভাবনা ও প্রস্তুতি থেকে কখনো গাফেল হতো না। আখেরাতের বদলে অন্য কিছু নিতে ও পেতে তৈরি থাকত না। নববী মাদরাসার প্রতিজন ছাত্রই ছিলেন চিন্তা-ভাবনায় আখেরাতের প্রতি বেগবান। আখেরাতের কাজে-কর্মে ছিলেন রগ ও শিরায় প্রবহমাণ রক্তের মতো গতিশীল।

নববী মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের এ ছাত্র-কাফেলাটির রুহানী কাইফিয়াত কেমন ছিল, তাদের মন ও মস্তিষ্কের অবস্থা ও প্রকৃতি কেমন ছিল, তাদের মনের সার্বক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা কী ছিল, কেমন ছিল, তা খানিকটা অনুমান ও আন্দাজ করার জন্য হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হালত ও বৈশিষ্ট্য এবং আওসাফ ও গুণাগুন অধ্যয়নই এ বিষয়ে জানার জন্য যথেষ্ট। এটি এমন একটি নমুনা ও নিদর্শন, যেটি নবুওয়াতের মাদরাসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শফকতের নেগরানিতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হাসিল করেছিলেন। নবীজির স্নেহমাখা তত্ত্বাবধান ও রহমতের ছায়ায় এগুলো তিনি অর্জন করেছিলেন।

একবার হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত যিরার ইবনে যামরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ফরমায়েশ করলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কিছু হালত বয়ান করো।

যিরার বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে মাফ করা যায় না? মুয়াবিয়া বললেন, না। তুমি তাঁর কিছু আওসাফ—গুণাবলি বয়ান করো। যিরার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বললেন, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করুন। মুয়াবিয়া বললেন, না। এ ব্যাপারে কোনো ক্ষমা নেই।

এবার হযরত যিরার রা. বললেন, আচ্ছা, তা হলে শুনুন :

'আল্লাহর কসম, তিনি (আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনেক বেশি সুউচ্চ দৃষ্টিসম্পন্ন, বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন। স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা বলতেন। ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা করতেন। ইলম তাঁর সারা শরীর থেকে ফোয়ারার মতো উপচে পড়ত। হেকমত ও প্রজ্ঞা তাঁর জবান থেকে সবসময় উদ্ভাসিত হতে থাকত। দুনিয়া ও তার চাকচিক্য (ভোগ-বিলাসিতা) থেকে তিনি ছিলেন এক ভীত পলায়নকারী। রাত ও তার অন্ধকারের প্রতি ছিলেন আগ্রহী ও আকর্ষণবোধকারী।

আল্লাহর কসম, তিনি অনেক বেশি ক্রন্দন ও রোনাজারি করতেন। (আক্ষেপ ও আফসোস নিয়ে) নিজের হাত ওলটপালটকারী এবং নিজের নফসকে খেতাব ও সম্বোধনকারী ছিলেন। লেবাস ও পোশাক সেটিই তাঁর পছন্দ ছিল, যেটি পুরনো হতো। খানা সেটিই আকর্ষণীয় ছিল, যা খুবই সাধারণ ও স্বাদহীন হতো। আমাদের মাঝে এমনভাবে থাকতেন, যেন তিনি আমাদের মতোই সাধারণ একজন। আমরা যদি কিছু জিজ্ঞেস করতাম, তিনি সাথে সাথেই জবাব দিতেন। আমরা এলে আগে সালাম দিতেন এবং অগ্রসর হয়ে ইসতেকবাল—স্বাগত জানাতেন। আমরা যদি ডাকতাম (স্মরণ করতাম), তা হলে সাথে সাথে চলে আসতেন।

কিন্তু আমরা তাঁর এমন দিলদারি-সদাচার এবং তাঁর সঙ্গে এমন নৈকট্য ও সম্পর্ক থাকার পরও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব-ভীতির কারণে তাঁর সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারতাম না। তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কারণে তাঁর অগ্রগামী হতে পারতাম না। তিনি যদি মুচকি হাসতেন, তা হলে মনে হতো মোতির কোনো হার-মালা দুলে উঠেছে। তিনি আহলে দীন ও মিসকিনদের ইজ্জত করতেন। কোনো সবল ও ক্ষমতাবান তাঁর থেকে গলদ বা পক্ষপাতমূলক ফয়সালা করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হতো না। কোনো কমজোর ও দুর্বল ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে কখনো সংশয় ও শঙ্কা পোষণ করত না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাঁকে কিছু বিশেষ সময়ে এমনভাবে দেখেছি, রাত তার অন্ধকার নিয়ে কেটে গেছে এবং তারকারাজিও ডুবে গেছে, কিন্তু তিনি তাঁর মুসল্লায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত দিয়ে নিজের দাড়ি ধরতেন আর এমনভাবে তড়পাতেন ও ব্যাকুল-বেচাইন হয়ে যেতেন, যেন সাপ তাকে দংশন করেছে। তিনি একজন চিন্তিত মানুষের মতো কাঁদতেন।

আজও আমার কানে তাঁর সেই শব্দগুলো গুঞ্জরিত হয় : আয় দুনিয়া, তুই কি আমার রাস্তা বন্ধ করতে চাস? তোর মধ্যে আমাকে নিমগ্ন করতে চাস? আফসোস, শত আফসোস! দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা আছে সবই ধোঁকা ও প্রতারণা। আমি তোকে তিন তালাক দিয়েছি। যার পর তোকে আর রজায়াত-ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তোর বয়স ও সময় একদমই সংক্ষিপ্ত। জীবন-জিন্দেগি একদমই তুচ্ছ ও নগন্য। কিন্তু তোর ক্ষতি ও দংশন বড় মারাত্মক। হায়, সফরের পাথেয় কতই না কম! আর সফরের পথ কতই না দীর্ঘ! রাস্তা কতই না ভয়াবহ!' (*সফওয়াতুস সফওয়াহ*, ইবনে জাওযি)

নববী মাদরাসায় তালীম হাসিল করা ছাত্রদের হালত সম্পর্কে আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। এটি একজন সাহাবীর খুতবা। ভাষণ। যেটি তিনি একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী শহরে প্রদান করেছিলেন।

হযরত খালেদ ইবনে উমায়ের আদাউই রহ. বলেন, হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু একসময় বসরার আমির ছিলেন। একবার তিনি আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন :

'নিঃসন্দেহে দুনিয়া তার শেষ সীমার নিকটবর্তী। খুবই তেজ ও গতির সঙ্গে সে ছুটে চলছে। তার পানপাত্রে এখন শুধু কয়েক ঢোঁক বা কয়েকটা ফোঁটাই কেবল বাকি আছে। তোমরা এখান থেকে এমন এক বাড়ির দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার যাত্রী, যে ঘরের কোনো ক্ষয়-লয় নেই। ব্যস, কিছু খায়ের ও নেকআমল নিয়ে এখান থেকে রওনা হয়ে যাও। কেননা, আমাদের বলা হয়েছে, একটা পাথর যদি জাহান্নামে ফেলা হয়, তা হলে ৭০ বছর পর্যন্ত সেটা নিচের দিকে যেতেই থাকবে। তারপরও সেটা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খোদার কসম, এই জাহান্নামও একদিন ভরে যাবে। তোমরা কি এতে তাজ্জব হচ্ছ! আমাদের এও বলা হয়েছে, জান্নাতের দরজার দুই চৌকাঠের মাঝে ৪০ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এমন একদিন আসবে, মানুষের কারণে তাতে ভীষণ ভিড় জমে যাবে।

আর নিশ্চয় আমাদের এমন হালতও গেছে, লাগাতার সাত দিন গাছের পাতা খেয়ে কেটেছে, যা খেতে খেতে মুখের কিনারা ছিলে গিয়েছিল। আমি একটা চাদর পেলাম। সেটিকে দু'টুকরো করলাম। এক টুকরো সাঈদ বিন মালেককে দিলাম। এক টুকরো আমি ব্যবহার করলাম। আজ আমাদের এক এক ব্যক্তি বড় বড় শহরের আমির, গভর্নর। আমি আল্লাহর কাছে এমন অবস্থা থেকে পানাহ চাই—আমি আমার দৃষ্টিতে বড় হব আর আল্লাহর দৃষ্টিতে ছোট হব। (*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যুহদ : ৫২৬৮)

আখেরাতের বিষয়ে আধুনিক সভ্যতার দুর্বলতা

যে মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা ঈমানের ঝরনা থেকে সিক্ত-সতেজ হয়নি এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নববী মাদরাসা থেকে তালীম-তরবিয়ত উত্তমভাবে হাসিল করেনি, সে ব্যক্তি দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে পারবে না; আখেরাতের ফিকির ও ভাবনা তার ভেতর জাগবে না; আখেরাতের প্রতি তার মনে আগ্রহ-আকর্ষণ জাগবে না; তার মধ্যে আখেরাতের প্রতি দুর্বার ও দুরন্ত হওয়ার যোগ্যতাই হাসিল হবে না। সে আখেরাতের বিষয়ে দ্বিধা ও সংশয়ে থাকবে; তার আলোচনায় ওই গরমি ও জোশ পাওয়া যাবে না, যা মেজাজে নবুওয়াতের সঙ্গে মুনাসাবাত ও দোস্তি রাখা ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

যাদের মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস নেই, এমন লোকেরা ঈমানী উত্তাপ ও মুজাহাদা থেকে পলায়নের পথ তালাশ করতে থাকে। তারা বরং এ ধরনের বকওয়াস করে, ঈমান ও ইসলাম-বিষয়ক কথাবার্তা এক বিশেষ যুগ-যামানা ও পরিবেশের জন্য ছিল।

তাদের এ ধরনের কথাগুলো কতটা মিথ্যা এর প্রমাণ কুরআন ও হাদীস। আখেরাতের সত্যতা একটি পরিষ্কার হাকিকত ও বাস্তবতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আখেরাতের আলোচনা কুরআন মাজীদ ও সীরাতে নববীর রুহ ও প্রাণ। মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য ঈমান ও আমল প্রস্তুত করার প্রেরণায় একদমই লবরেয ও সমৃদ্ধ।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো ইসলামের অন্যতম মূল ও মৌলিক শিক্ষা, যা শুধুই নববী মাদরাসা থেকে পয়দা হয়; এবং ভরপুর হাসিল হয়। সুতরাং কারো যখন কুরআন মাজীদ ও সীরাতে নববীর কোনো পরিবেশে থাকার এবং এমন জাতি ও উত্তরসূরির মধ্যে বেড়ে ওঠার তাওফিক হয়েছে, যা দুনিয়াবি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত ছিল এবং যার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি খালেস ইসলামের মধ্যে হয়েছে, তা হলে এমন ব্যক্তির স্বভাব-প্রকৃতি, মেজাজ-রুচি, চিন্তা ও চেতনা হয় : দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, সুখ-ভোগ, আমোদ-প্রমোদ, ক্ষমতা-খ্যাতি থেকে দূরে থাকা; এগুলোকে এড়িয়ে চলা; জরুরত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস থেকে পরহেজ ও বিরত থাকা; কানাআত ও অল্পে তুষ্ট থাকা।

বরং আখেরাতের ফিকির ও ভাবনা, আয়োজন ও প্রস্তুতি নিতেই তার কাছে ভালো লাগে; এবং ওইসব কাজে তার দিলচসপি হয়, আত্মিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়, যা আখেরাতের জিন্দেগিতে কাজে আসবে। সে বরং আল্লাহ পাকের সামনে হাজির হওয়ার শওক ও যওক, আগ্রহ ও উদ্দীপনায় বিভোর থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে যা কিছু আছে, তাকে সমগ্র দুনিয়ার প্রাপ্তির ওপর অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়। ঈমানী মৃত্যুর জন্য ইন্তেজারে থাকে; এবং আল্লাহর রাস্তার মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় থাকে। এটি ঈমানদারদের ওই শ্রেণি ও তবকা, যাদের জবানে আজও কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের এ বাক্য বেসাখতাহ ও অজান্তে উচ্চারিত হয় :

غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه.

অর্থ : আগামীকাল বন্ধু ও প্রিয়দের সঙ্গে দেখা হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের যিয়ারত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটি সাইয়েদুনা হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ আল-হাবিশি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি। (*এহইয়াউ উলুমুদ্দিনে* হযরত ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. থেকে বর্ণিত; *আলওয়াফি বিল ওফিয়াত* : ৩/৪২১)

নববী দাওয়াত আর সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাঝে পার্থক্য

কিছু কিছু সংস্কারবাদী আন্দোলন এবং সংশোধনীমূলক আহ্বান আখেরাতের প্রতি মজবুত ঈমান রাখার বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব ভালোভাবেই করে। মনোগ্রাহী পদ্ধতিতে সেইসব সংস্কার ও সংশোধনী আহ্বানের ফায়দা ও উপকারিতা এবং জীবনযাপনে এর সুন্দর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং আখলাক ও চারিত্রিক বিষয়াদিতে এর আহমিয়াত ও গুরুত্বের কথা বড় সুন্দর ও চমৎকারভাবে বলে এবং বুঝিয়ে থাকে।

কিন্তু দীনদার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই অনুভব করতে পারেন, এ ধরনের লোকেরা দীন ও আখেরাতের বিষয়টি কেবল মুখে মুখেই বলে। ইসলাম ও আখেরাতকে আশ্রয়-অবলম্বন বানিয়ে মূলত তারা তাদের উদ্দেশিত সংস্কার ও সংশোধনী আন্দোলনকে সফল করার চেষ্টায় থাকে। তারা বলে থাকে, এটা ছাড়া সুন্দর পরিবেশ ও ভালো সমাজ গড়ে তোলা মুশকিল। তাদের এসব চেষ্টা কোনো কোনো দিক-বিবেচনায় সুন্দর ও দরকারি; কিন্তু এ ধরনের সংস্কার-আন্দোলন আম্বিয়ায়ে কেরামের তরিকায়ে ফিকির ও আমলের খেলাফ। তাদের এসব সংশোধনী কর্মকাণ্ড নবীগণের সীরাত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি, আমলী নমুনা ও কর্মরীতি এবং তাদের উত্তরসূরি খলিফা ও নায়েবদের জীবনাচার ও জীবনপদ্ধতির প্রকাশ্য বিপরীত।

তাই নববী দাওয়াত আর সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক ও পার্থক্য। দাওয়াতের নববী পদ্ধতি হলো ঈমান ও বিশ্বাস এবং আগ্রহ ও উদ্দীপনার নাম। এটি এমন এক ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস ও আবেগের নাম, যা মানুষের সমগ্র অনুভব-অনুভূতিকে অধীন ও আয়ত্ত করে নেয়। আর সংস্কারবাদী আন্দোলন হলো, আইন-কানুনের শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষকে শরীয়তের হুকুমের পাবন্দ ও অনুসারী বানানো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম শ্রেণির লোকেরা যখন আখেরাতের আলোচনা করে, নিজেদের অনিচ্ছায় আখেরাতের লজ্জত ও লুতফ, স্বাদ ও মজা আস্বাদন ও উপভোগের সঙ্গে করে। তাদের দাওয়াত পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে হয়; বড় আবেগ ও উদ্যমের সঙ্গে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা ইসলামকে উপস্থাপন করে একটি সুস্থ ও সুন্দর সামাজিক প্রয়োজনের জন্য। তারা জাতির সংস্কার ও সংশোধনের জযবায় আবেগতাড়িত হয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়।

ঈমানী শক্তি, একীন ও বিশ্বাস, আবেগ ও উদ্যমের সঙ্গে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা আর সামাজিক সংস্কার ও সংশোধনীর প্রয়োজনে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার মধ্যে যে বিরাট ও বিশাল পার্থক্য রয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

শক্তির উৎস এবং অগ্রসরতার চালিকাশক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আখেরাতের ওপর শক্তিশালী বিশ্বাস, আখেরাতকে প্রাধান্য দান এবং অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকার জবরদস্ত তালীম ও তরবিয়ত প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে দুনিয়া থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিমুখ থাকার কথা বলেননি। দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং মানবজাতির রাহনুমায়ি থেকে হাত গুটিয়ে নিতে এবং জীবন-জিন্দেগির দায়রা ও গণ্ডি থেকে আলাদা থাকতে শেখাননি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ জযবা ও আবেগ পয়দা করেননি, তারা জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণকে ছেড়ে দেবে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে নিজ প্রয়োজনে চেষ্টা ও মেহনত করা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঈমানের কমজোরি ছিল না, তাদের মধ্যে ঈমানী স্বল্পতা ও নড়বড়ে বিশ্বাসের মতো কোনো দুর্বলতাও ছিল না, যেমনটা আমাদের মধ্যে রয়েছে; বরং তাঁরা শক্তি ও সাহসিকতার ফোয়ারা এবং হিম্মত ও অগ্রসরতার প্রতীক ছিলেন। দুনিয়াদারদের সম্পদ ও ক্ষমতার সামনে তাঁরা নিজেদের ঈমানী শক্তি ও সাহসিকতা-প্রদর্শনকারী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তো ঈমানের জন্য জান বাজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লাগাতেন। তারা সবসময়ই ঈমান ও আখেরাতের পথে বিজয় ও সাফল্য-অর্জনকারী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি যাহেদ ও দুনিয়াত্যাগী। তাঁরা আখেরাতের প্রতি ছিলেন সবচেয়ে বেশি আশেক ও আগ্রহী। আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজিরি এবং আল্লাহর রাস্তার শহিদি মৃত্যুর জন্য তাঁরা ছিলেন বড় বেশি উৎসুক ও উৎসাহী। ঈমান ও ইসলামের জন্য তাঁরাই সবচেয়ে বেশি জাঁনেসার—জীবন-উৎসর্গকারী বীর-বাহাদুর ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক। হক ও সত্যের জন্য মুজাহাদা করা, সব ধরনের ত্যাগ ও বিসর্জন দেওয়া এবং দীনের জন্য নিজেকে কোরবান করার মিছিলে তাঁরাই ছিলেন অগ্রগামী।

ঈমান ও ইসলামের জন্য আখেরাত-প্রেমিক সাহাবায়ে কেরামের রয়েছে অসীম ত্যাগ ও কোরবানি। আখেরাতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস, আখেরাতের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় হলো এটিই। ত্যাগ ও কোরবানি—যা প্রতিটি মুমিনকে সবসময় স্মরণ করিয়ে দেয়, দুনিয়ার জীবন-জিন্দেগি অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী; যা তাকে নফসের খাহেশাত দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হিম্মত যোগায়; ঈমান ও ইসলামের ওপর অটল অবিচল থাকতে সাহস যোগায়। শরীয়তের অনুগামী ও অনুসারী হয়ে থাকার শক্তি যোগায়। এতে কোনো শোবা-সন্দেহ নেই, ইসলামের বিজয়, প্রাধান্য, অগ্র ও ঊর্ধ্বগতি এবং এর ব্যাপক-বিস্তৃতিই হয়েছে ঈমান ও বিশ্বাস সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রাখার প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে।

সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই

কুরআনে কারীম মানুষকে আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতপূর্ণ জীবন-জিন্দেগির ব্যাপারে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান করে; এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগির ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক করে। দুনিয়ার প্রতি কুরআনে পাকের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের কারণে সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের সঙ্গে ঈমান ও ইসলামের কিছুটা মিল আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো কোনো ধর্মের লোক স্বাভাবিক জীবন-সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বর-তালাশি হয়। তারা স্বাভাবিক জীবন-জিন্দেগি ত্যাগ করে ঈশ্বরের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন থাকে। এমন সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ইসলামে ধিকৃত বিষয়। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য ইসলামী তালীম-তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষার বিপরীত। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যকে কুরআন মাজীদ পরিষ্কার ভাষায় তিরস্কার ও নিন্দা করেছে।

তা ছাড়া সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য এটা অনারবি ঝোঁক ও প্রবণতা। ইসলাম-বহির্ভূত দর্শন ও চিন্তাধারা থেকে উদ্ভব। খৃস্টবাদ, ব্রাহ্মণবাদ ও বৌদ্ধমত থেকে সৃষ্ট। বর্তমান সময়ের মুক্তচিন্তা, দর্শন ও মতবাদ, সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের সমর্থক। ইসলাম কখনোই এটার অনুমোদন তো দেয়-ইনি, বরং সবসময় এটা থেকে মানুষকে দূরে থাকার ব্যাপারে তাকিদ করেছে।

কারণ, সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের কারণে দুনিয়াবি হক নষ্ট করা হয়। দুনিয়াবি জরুরত ও প্রয়োজনকে অস্বীকার ও অমূল্যায়ন করা হয়। আর ইসলাম দুনিয়াবি প্রয়োজনকে অস্বীকার ও অমূল্যায়ন না করে আখেরাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়ার তালীম দেয়। ইসলামের শিক্ষা হলো, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে আপন স্থানে রেখে আখেরাতের জন্য সাধনা করা। সত্য ও সততার জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। অনন্ত অসীম জীবন-জীবিকা লাভের জন্য ক্ষণিকের খাহেশাত ও মনের অবৈধ চাহিদাপূরণ থেকে বিরত থাকা। সাময়িক ভোগ-বিলাসকে ত্যাগ ও বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ পাকের রেযা ও সন্তুষ্টি তালাশ করা।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মুসলমানরা শুধু ঈমানী কমজোরির কারণেই আজ সার্বিক বিষয়ে দুর্বল হয়ে আছে। বিবেকের চোখ বন্ধ করে দুনিয়ার মধ্যে তারা মাথা ডুবিয়ে রেখেছে। মুসলমানরা এখন নফসের চাহিদা ও কামনার হাতে বন্দি। তাদের ঈমানী শক্তিকে নবায়ন করতে হবে। দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-ভোগ ক্ষণস্থায়ী, এ বোধ-বিশ্বাস তাদের মধ্যে সদা জাগরূক রাখতে হবে।

মুসলমানদের মধ্যে আজ ঈমানী জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চিন্তার চেতনা এবং কর্মের উদ্দীপনা তখন পর্যন্ত মুকাম্মাল ও পরিপূর্ণ হবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দুনিয়ার জীবনকে কুরআনের নূর ও আলোতে দেখা শুরু করবে না। ঈমান ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস এমন একটি বিষয়, যার সঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনের কঠিন মতবিরোধ রয়েছে।

কারণ, বস্তুবাদের মনোভাবই হলো, জীবনটা ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে দেওয়া। মনের বৈধ-অবৈধ কামনা-বাসনা পুরো করতে থাকা। নফসের তাবেদারি ও গোলামি করতে থাকা। দুনিয়ার জীবনটা আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাস আর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ব্যয় করা। এগুলোর আঞ্জাম ও আয়োজনে ব্যস্ত থাকা। বস্তুবাদ এগুলো ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। মানুষকে এগুলো ছাড়া অন্য কোনো সবক দেয় না। এটা ছাড়া আর কোনো শিক্ষা-সৌন্দর্যও তার কাছে নেই। বস্তুবাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কখনোই কবুল ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে কুরআনের হেদায়েত এবং হাদীসের বক্তব্য ও পরামর্শ একদমই পরিষ্কার। ঈমানহীন বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে মুমিন কখনো একমত হতে পারে না। বিশ্বাসহীন বস্তুবাদের সঙ্গে সে কখনো আপোষ করতে পারে না।

সূরা কাহাফ বস্তুবাদী এ দর্শন কেবল দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় মাতাল ও বিভোর থাকার এ পাগলামি চিন্তাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করে। সেইসঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন এবং কেবলই দুনিয়ামুখী চিন্তা-ভাবনার মুখে-পিঠে শক্তভাবে চাবুক মারে। সূরা কাহাফ আমাদের সামনে দুনিয়া ও আখেরাতের হাকিকত এবং বাস্তব নকশা ও চিত্র বয়ান করে দেয়, যা একদমই সঠিক ও চিরসত্য—চাই এ কথাগুলো কারো পছন্দ হোক বা না হোক; চাই কোনো বস্তুবাদী ও দুনিয়াপূজারি কবুল করুক বা না করুক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা

এখন আমরা হযরত মুসা ও হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর ওই ঘটনার আলোচনা শুরু করছি, যা এ দুনিয়ার ঘটনা, যেখানে আমরা এখন আছি, যে পৃথিবীতে আমরা এখনো অবস্থান করছি। এ ঘটনা থেকে আমরা কিছু আমলগত কার্যকারণ ও বাস্তব ঘটনাবলি বড় পরিষ্কার ও উজ্জ্বলভাবে পাব। এতে বড় আজিব ও আশ্চর্যজনকভাবে এ কথার সবক দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ দুনিয়ার বহু জ্ঞান ও তথ্যাবলি আজও গুপ্ত রয়েছে। মানুষের অজানা ও অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে বহু বিষয়; অনেক অনেক জিনিস এখনো রয়ে গেছে মানুষের নাগালের বাইরে।

এ অজানা বিষয়াবলি কী ও কেমন, এ বিষয়ে মানুষের কোনো জানাশোনা নেই; আন্দাজ-অনুমানও নেই—চাই সে যত জ্ঞানী আর পণ্ডিতই হোক না কেন। এসব বিষয়ে মানুষ বড় অজ্ঞ। মানুষ সবসময় তার জানা ও ধারণাকৃত বিষয়ের ওপর মতামত পেশ করে। ধারণা ও অনুভব করতে পারা বিষয়ে নিজের রায় পেশ করে বসে। এটা করতে গিয়ে প্রায়ই তার থেকে গলতি ও ভুল হয়। কখনো ঠোকর ও হোঁচট খায়। ভুলটা বড় হলে কখনো তার পতন ও ধ্বস নামে। হালাকি ও বরবাদি ঘটে।

যদি জীবন-জিন্দেগির হাকিকত ও বাস্তবতা মানুষের কাছে দৃশ্যমান ও প্রকাশিত হয়ে যায়, তা হলে তার চিন্তা-চেতনা বদলে যাবে। যদি দুনিয়ার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রুমুয ও আসরার, গুপ্ত ও রহস্যময় বিষয়াবলির ইলম ও জ্ঞান মানুষের জানা হয়ে যায়, তা হলে তার দৃষ্টি ও মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার ধ্যান-ধারণা, সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয় সবটাই বদলে যাবে। তার মধ্যে বড় ধরনের বিবর্তন ও বিপ্লব ঘটবে। মানুষ তখন নিজের অনেক ফয়সালা ও পরিকল্পনা থেকে হটে ও সরে আসবে।

হযরত মুসা ও খিযির আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা থেকে আমরা এগুলোর প্রমাণ পাই। মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজই সত্য হওয়ার কোনো ভরসা নেই। মানুষের প্রতিটি ঝোঁক ও প্রবণতা এবং সম্ভাব্যতা ও অগ্রাধিকারতা সঠিক হওয়ার কোনো বিশ্বাস নেই। মানুষের আন্দাজ-অনুমান, অনুভব-অনুভূতি, খেয়াল ও ভাবনা নির্ভুল হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এরও অধিক সত্য ও বাস্তব কথা হলো, এ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি আয়ত্ত ও অবগতি লাভ করা ফেরেশতা ও জিনের পক্ষেও সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে তো নয়-ই।

এজন্য রায় ও ফয়সালা প্রয়োগ করতে মানুষের তাড়াহুড়া করা উচিত নয়; মতামত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে তাদের ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততা দেখানো ঠিক নয়। মানুষের নিজের বুঝ-বুদ্ধি, খেয়াল-খুশি এবং পণ-প্রতিজ্ঞা কার্যকর করতে গোঁ ধরা উচিত নয়; পীড়াপীড়ি ও জেদাজিদি করা ঠিক নয়। এ জীবন-জিন্দেগি বড়ই দুর্বোধ্য; রহস্যপূর্ণ জটিল ও অবোধগম্য; এতে আছে একের পর এক তলা; এতে আছে স্তরের পর স্তর; আছে এতে সীমাহীন ভাঁজ।

এ পৃথিবী মানুষের ধারণার চেয়ে বড় ও প্রশস্ত। স্থানে স্থানে এর ভেতরটা তার বাইরের বিপরীত; এর শেষটা শুরু থেকে পৃথক; এবং সূচনাটা সমাপ্তি থেকে আলাদা। এর মাঝে এমন অনেক বড় বড় বিস্ময় ও রহস্য রয়েছে, যা মানুষের পক্ষে জানা অসাধ্য। জীবন-জিন্দেগির মাঝে এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আছে, মানুষ তার সমস্ত মেধা-বুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান খরচ করেও এর কোনো সমাধান ও ফলাফল বের করতে পারছে না। সব রকমের চেষ্টা ও সাধনার চূড়ান্ত করেও এ বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না। পৃথিবীর মাঝে এত অধিক রহস্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রয়েছে এবং এত বেশি গহিনতা ও গভীরতা রয়েছে, যার জটিল গেরো-গ্রন্থি শিথিল ও উন্মোচন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ তার সমস্ত জ্ঞান ও সামর্থ্য ব্যয় করে এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়েও দেখেছে, এক্ষেত্রে সে বড় অক্ষম, অপারগ। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এক্ষেত্রে বড় বেশি ব্যর্থ।

মানুষ যদি নিজের অতীত দিনগুলোর ওপর সাধারণ দৃষ্টি ফেরায়, তা হলে তাতেও দেখতে পাবে প্রকাশ্য ভুলের গাদা। বিভিন্ন কাজে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং জযবাতি ও আবেগতাড়িত হওয়ার ক্ষতি ও খেসারত চোখের সামনে ভাসবে। তাৎক্ষণিক, ছরছরি ও ভাসা-ভাসা ভাবনা-চিন্তার ক্ষতিগুলো সে দেখতে পাবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে করা কাজগুলোও দেখতে পাবে ত্রুটিযুক্ত। পুরো অতীতটাই তখন দৃষ্টির সামনে ভেসে বেড়াবে—অগোছানো ভুল আর ত্রুটিযুক্ত।

যদি এ বিশাল পৃথিবীর পরিচালনার ভার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মানুষের জ্ঞান ও কর্মের ওপর হাওলা ও সোর্পদ করা হতো এবং এ কাজে তাকে পুরো এখতিয়ার ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো, তা হলে পৃথিবী টিকে থাকত না। পুরো দুনিয়াই ধ্বংস হয়ে যেত। মানুষ নিজেও থাকত সর্বক্ষণ ফেতনা-ফাসাদে, বিপদ ও বিপর্যয়ে লিপ্ত। মানব-সভ্যতা ও তাবৎ জগৎ সবকিছু হালাক ও বরবাদ হয়ে যেত।

কারণ, মানুষ যত জ্ঞানী ও বিদ্বানই হোক, তার সকল চিন্তাভাবনা সীমিত। দৃষ্টি সংকীর্ণ ও অপরিণত। তার কাজের সক্ষমতা সামান্য ও সীমাবদ্ধ। তাড়াহুড়ার স্বভাব তার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। অধৈর্য ও অসহনশীলতা তাদের মন-মেজাজ ও প্রকৃতিতে মিলিত ও মিশ্রিত হয়ে আছে।

সুবিশাল এ পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সমূহ জগৎ মানুষের আয়ত্ত ও অধীনতার উর্ধ্বে। এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। বরং এ পৃথিবী এবং এর ভেতর ও বাইরের সীমাহীন সৃষ্টি সবটাই মহান আল্লাহর কুদরতের অধীন। তাঁর ইশারায় হচ্ছে এর সব পরিচালনা ও পরিবর্তন। এ কথা বিশ্বাস করার নামই হলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঈমান বিল গায়েব। এটিই ঈমান ও ইসলামের মৌলিক কথা। মানুষের দেখা-অদেখা এবং জানা-অজানার প্রতিটি বিন্দু-কণা মহান আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশের অধীন। এ কথাটিই প্রমাণ ও প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করেছেন।

যিনি শুধু ইলম ও প্রজ্ঞাতেই নয় বরং পরিমিতিবোধ, উপযোগিতা ও যোগ্যতায়ও ছিলেন ভরপুর। তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, যিনি ছিলেন দৃঢ়তাসম্পন্ন নবীদের মাঝে অন্যতম। তিনি একদিন বনী ইসরাইলের সামনে বয়ান ও নসীহত করেছিলেন। তখন এক লোক তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে, সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী কে? তিনি জবাব দিলেন, আমি।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর এ জবাব পছন্দ করলেন না। কেন তিনি ইলমের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পৃক্ত করলেন না! আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহী পাঠালেন। মাজমাউল বাহরাইন—দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার থেকে বেশি ইলমওয়ালা। জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ। (*সহীহ বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর : ৪৩৫৬)

আশ্চর্য ও বিস্ময়ের সমাবেশ

এরপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর সফর এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে শুরু হয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা খাস রহমত দ্বারা ভূষিত করেছেন; এবং নিজের বিশেষ ইলম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর ইলম ও প্রজ্ঞার সঙ্গে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ইলম ও প্রজ্ঞার তিনটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে।

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম যে নৌকায় চড়েছিলেন, সেই নৌকার মালিক কোনো ভাড়া গ্রহণ করা ছাড়াই তাদেরকে নদী পার করে দিয়েছে। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম পাড়ে ওঠার সময় নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এটা দেখে নারাজি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তিনি নিজের ইলম ও বাহ্যিক অবস্থা মোতাবেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম এমনটা কেন করলেন, তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

কিছু দূর গিয়ে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম একটা নাবালেগ ছেলেকে পেলেন, যে তাঁর সঙ্গে কোনো অন্যায় বা বেয়াদবি কিছুই করেনি। না ছেলেটির পিতামাতা হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার বা অনাচার করেছে। খিযির আলাইহিস সালাম এ ছেলেটিকে হত্যা করে ফেললেন।

এমনিভাবে একটা পড়ে যাওয়ার উপক্রম দেয়ালকে কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই মেরামত করে দিলেন; অথচ ওই জনপদবাসী হযরত মুসা ও হযরত খিযির আলাইহিমাস সালাম-কে সামান্য মেহমানদারি করতেও সম্মত হয়নি।

এগুলো ছিল হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর আশ্চর্য বিস্ময়কর কাজ, যা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর দিল ও মনে সীমাহীন হতবুদ্ধিতা ও হতভম্বতা পয়দা করে দিয়েছে, যা তাঁকে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-কে এর কারণ সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞেস করতে মজবুর ও বাধ্য করেছে।

যে নৌকাটি সফরের সময় তাদের নদী পার করে দিয়েছে, উচিত ছিল সেটির হেফাজতের ব্যবস্থা করা; যাতে সেটি ভেঙে না যায়, নষ্ট না হয়। এমনিভাবে কিশতির মালিক তাদের সঙ্গে যে সৌজন্য দেখিয়েছে, এর বিনিময় হিসেবে সে প্রাপ্য ছিল, তার এ এহসান ও উপকারকে স্বীকার করা এবং শোকর আদায় করা; তার সঙ্গে সুন্দর ও সদাচার করা।

নাবালেগ ছেলেটির হক ছিল তার সঙ্গে শফকত ও মহব্বতের ব্যবহার করা; তার সঙ্গে মমতা ও ভালোবাসার আচরণ করা; তার জন্য সুন্দর তালীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা।

আর যে গ্রামবাসী ক্ষুধার সময় তাদের সামান্য মেহমানদারি পর্যন্ত করেনি, যারা এতটা ছোট মনের পরিচয় দিয়েছে, উচিত ছিল তাদের সঙ্গে কোনো হামদরদি না দেখানো; তাদের সঙ্গে কোনো সদাচার না করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর প্রতিটি কাজকে বাহ্যিকভাবে ইনসাফের খেলাফ মনে হয়। তিনি প্রতিটা কাজ করেছেন যৌক্তিক কথা ও প্রথার বিপরীত। তিনি এ তিনটি স্থানে যে কাজ ও আচরণ করেছেন, আকল তা কোনোভাবেই সমর্থন করে না। বিবেক কোনোভাবেই তাতে সায় ও সান্ত্বনা পায় না। অনুভব-অনুভূতিকে কোনোভাবেই এর থেকে ফেরানো ও ঘোরানো যায় না। মন কিছুতেই আচরণগুলো মেনে নিতে চায় না, পারে না।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। আল্লাহ পাকের জলিলুল কদর নবী। যাঁর মধ্যে অন্যের তুলনায় গায়রত ও আত্মমর্যাদা ছিল অনেক বেশি। যাঁর মধ্যে অন্যের তুলনায় অনুভব-অনুভূতি ছিল প্রবল। তিনি কোনো অন্যায়-অনাচার বরদাশত করতে পারতেন না। অন্যায্য কোনো কথা-কাজ দেখে খামোশ থাকতে পারতেন না। তাই কথা না বলার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-কে তিনি নিজের অসমর্থনের কথা বারবার জানিয়ে দিয়েছেন। নিজের হায়রত ও হতভম্বতার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি খিযির আলাইহিস সালাম-কে বারবারই বলেছেন :

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا.

অর্থ : আপনি কেমন খারাপ কাজটাই না করলেন! (সূরা কাহাফ : ৭৪)

বাস্তবতা কত আশ্চর্যময়

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর জিজ্ঞাসার উত্তর অন্য সময়ের জন্য তুলে রেখেছেন। তিনি মুসা আলাইহিস সালাম-এর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বড় ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে আপন কাজে মশগুল থাকলেন। এ সফর উদ্দেশিত গন্তব্যে গিয়ে তামাম হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরুত্তর থাকলেন। যখন সফর পূর্ণ হলো, এবার হযরত খিযির আলাইহিস সালাম জবাব দিতে থাকলেন। একটা একটা করে তিনি তার কাজের রহস্য-পর্দা উন্মুক্ত করতে লাগলেন, যা এসব ঘটনায় লুকায়িত ছিল। যে রহস্যগুলো অজানা থাকায় হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ভীষণ হয়রান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদে হযরত মুসা ও হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর এ ঘটনা একবারও পড়েছেন, তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, এসব ঘটনায় হযরত খিযির আলাইহিস সালাম হকের ওপর ছিলেন। তিনি যা কিছু করেছেন সঠিক করেছেন। তিনটি জায়গাতেই বড় হেকমত ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভালো করার জায়গায় কোনো খারাপ করেননি। খারাপ করার জায়গায় ভালো করেননি।

কিশতি ছিদ্র করে দিয়ে তিনি এ এহসান ও অনুগ্রহ করেছেন, সেটাকে ছিনতাই করা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন; এবং একেবারে নিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ, সে সময়ের জালেম রাজা নৌকার তালাশে ছিল। ভালো কোনো নৌকা পেলেই সে জোর করে নিয়ে যেত। হযরত খিযির ও মুসা আলাইহিস সালাম-কে টাকা ছাড়াই পার করে দেওয়ায় পুরস্কার হিসেবে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিয়ে রক্ষা করেছেন। নৌকাটিকে জালেম রাজার অন্যায়ভাবে নিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

নাবালেগ ছেলেটার পিতামাতার সঙ্গে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর এহসান ও অনুগ্রহ ছিল আরও বেশি। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম জানতে পারলেন, বড় হয়ে এ ছেলেটা পিতামাতার জন্য ফেতনাকারী হবে। যদি সে জীবিত থাকে তা হলে মা-বাবাকে আল্লাহ পাকের নাফরমানি ও কুফুরিতে লিপ্ত করবে। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম ভাবলেন, দুনিয়াতে পিতা-মাতার কিছুদিন কান্নাকাটি করা, মৃত্যুর পর অনন্তকাল কাঁদার চেয়ে উত্তম। সন্তানের বদল সন্তান হওয়া সম্ভব; কিন্তু ঈমানের কোনো বদল নেই। ঈমানী মৃত্যুর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর সমতা ও তুলনা হওয়া সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন অতি উত্তম ও যৌক্তিক ভাষায় এ বিষয়ে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর ব্যাখ্যা-বক্তব্য তুলে ধরেছে :

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا.

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : আর বালকটির ব্যাপার হলো, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। আমার আশঙ্কা হলো, সে কিনা তাদের অবাধ্যতা ও কুফুরিতে ফাঁসিয়ে দেয়। তাই আমি চাইলাম, তাদের প্রতিপালক যেন তাদের এ বালকটির পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন, যে পবিত্রতায় এর চেয়ে উত্তম হবে এবং সদাচারণেও এর চেয়ে অগ্রগামী হবে। (সূরা কাহাফ : ৮০-৮১)

হেলে যাওয়া দেয়াল এজন্য ঠিক ও মেরামত করে দেওয়া হয়েছে, সেটা ছিল দু'টি এতিম ছেলের; এবং সেটার নিচে তাদের গুপ্তধন রক্ষিত ছিল। যদি দেয়ালটা একদমই পড়ে যেত, তা হলে গুপ্তধন প্রকাশ হয়ে যেত। চোর-ডাকাতরা সেগুলো লুটে নিত। এতিম ছেলে দু'টি তখন মাহরুম হয়ে যেত। বঞ্চিত হতো তাদের সম্পদ থেকে। ছেলে দু'টি ছিল এ গুপ্তধনের হকদার ও উত্তরাধিকারী।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেছে, নেক আমলের ফলাফল দুনিয়াতেও উপকারে আসে। মৃত্যুর পর তো কাজে আসেই। যখন আল্লাহ তাআলা একজন নেককারের সন্তানদের নিঃস্ব ও নিগৃহীত হওয়াকে পছন্দ করেন না, তা হলে তো খোদ নেককার ও মুত্তাকি ব্যক্তিকেও হালাক ও বরবাদ করবেন না। তাকে বন্ধু-বান্ধবহীন অসহায় অনাদরে ফেলে রাখবেন না। কুরআন মাজীদেই আল্লাহ তাআলা এ কথা জানিয়ে দিচ্ছেন :

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ তাআলা এরূপ নেক আমলকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কার কখনো নিষ্ফল করে দেন না। (সূরা ইউসুফ : ৯০)

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের অন্য সূরায় আরও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ : তাদের প্রতিপালক তাদের দুআ কবুল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের কারো কর্মফল নষ্ট করব না—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

যে ব্যক্তি তাকওয়ার জিন্দেগি অবলম্বন করে, গুনাহমুক্ত পাক-পবিত্র আমল ও দীনদারির জীবন কাটায়, তার একটা ফলাফল প্রকাশ পায়। আর যে ফাসেক-ফুজুরির মধ্যে লিপ্ত থাকে, অনাচার ও পাপাচারে জীবন কাটায় তারও একটা ফলাফল প্রকাশ পায়।

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-কে তার কৃত কাজের কারণ ব্যাখ্যা করছেন। তিনি তাঁর তৃতীয় কাজের কারণটি বললেন :

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا.

অর্থ : বাকি থাকল প্রাচীরটি। তো এটি ছিল এ শহরে বসবাসকারী দুই এতিমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল। তাদের পিতা একজন নেককার লোক ছিলেন। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলে দু'টো প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক (যদি দেয়ালটি পুরোপুরি ধ্বসে যেত, তা হলে তাদের গুপ্তধন সুরক্ষিত থাকত না। এজন্য জরুরি ছিল, দেয়ালটিকে মজবুত করে দেওয়া।)। এসব আপনার প্রতিপালকের রহমতেই ঘটেছে। আমি কোনো কাজই মনগড়া করিনি (যা কিছু করেছি, আল্লাহর হুকুমে করেছি)। আপনি যেসব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, এ হলো তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহাফ : ৮২)

মানব-জ্ঞান অসম্পূর্ণ

জগতের প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে আড়ালের বাস্তবতা ও হাকিকত কতই না আশ্চর্য ও বিস্ময়কর! প্রতিটি ঘটনার বাহ্যিকতা ও অভ্যন্তরীণতার মাঝে কেমন আকাশ-পাতাল দূরত্ব ও রহস্যই না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিরাজিত! জীবন বড়ই রহস্যময়। এর লাগাম ও ডোর ভীষণ জটিল-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পাক ও গিঁট দেওয়া। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সীমাহীন দুর্বোধ্য ও রহস্যে ঘেরা। জীবনের বাঁকগুলো ভীষণ পিচ্ছিল। জীবনের বাঁকগুলো অনায়াসে পাড়ি দেওয়া ভারি মুশকিল!

মানুষ কত নির্দ্বিধায় বলে ফেলে, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে নিয়েছে। জগতের সবকিছু তার অধীন ও আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। সে সব জানে। সব বোঝে। সব সমস্যার হাকিকত ও শিকড় পর্যন্ত সে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু হযরত খিযির ও মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা আমাদের কী সবক দেয়! আমাদের ফখর করা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কেমন লা-জবাব করে দেয়! কতটা আশ্চর্য ও বিস্ময় নিয়ে আমাদের সামনে ঘটনাগুলো প্রকাশিত হয়। প্রথম তো মনে হয়, হযরত খিযির আলাইহিস সালাম জগতের বাস্তবতা থেকে কত দূরে! তাঁর কর্মকাণ্ডগুলো ন্যায় ও ইনসাফের বিরোধী! কিন্তু আখের আঞ্জামে দেখা যায়, তাঁর বুঝ ও ভাবনা কতটা বাস্তব ছিল। তাঁর কাজগুলো কতটা সঠিক ছিল।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও খুব ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, এ জীবন-জিন্দেগি হলো ছুটন্ত; পলায়নপর। জগতের মধ্যে প্রত্যেক যুগ-যামানার জন্য রয়েছে নতুন নতুন আশ্চর্য ও বিস্ময়। পৃথিবী প্রতিদিনই নতুন নতুন রহস্যকে উন্মুক্ত করছে। নতুন নতুন জট ও বিস্ময়কে প্রকাশ করছে। যে কারণে বছর বছর বিজ্ঞানের বক্তব্য ও দাবি পরিবর্তন হচ্ছে।

এ থেকে এটাও প্রকাশিত ও প্রমাণিত হচ্ছে, ইলমের কোনো ইন্তেহা নেই। জানার কোনো অন্ত নেই। জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নেই। ফলে জ্ঞানের প্রান্ত-চূড়া মানুষের নাগালের বাইরে। মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে। এতটাই ঊর্ধ্বে, যার নাগাল ও তালাশ পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কখনোই নয়। মানুষের এ কথা দাবি করা কতটাই না বোকামি—পৃথিবীর সবকিছু আমাদের নখদর্পণে! হযরত খিযির ও মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার পাশাপাশি কুরআন মাজীদের এ আয়াতও আমাদের সচেতন করছে :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.

অর্থ : সব জ্ঞানীর ওপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী। (সূরা ইউসুফ : ৭৬)

বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ

হযরত খিযির ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর এ ঘটনা এবং এর মধ্যকার বিবৃত ও আলোচিত বিষয়াবলি বস্তুবাদী দর্শন ও চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করে। বস্তুবাদী সভ্যতার বক্তব্য ও দাবি হলো—

জীবন-জিন্দেগি হলো সেটাই, যা আমরা বুঝতে পেরেছি। জগতের সবকিছুর খবর আমাদের কাছে আছে। সবকিছু আমাদের জানা আছে। দু'চোখে যা দেখা যায় এরই নাম জীবন। এর বাইরে অন্য কোনো জগৎ নেই। অন্য কোনো জীবনও নেই। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন-জগৎ বলতে কিছু নেই। জীবন-জগৎ একটাই। দুনিয়ার প্রকাশ্য জীবন-জগৎ হলো মানদণ্ড; গ্রহণনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য। অদেখা ও অপ্রকাশ্য জীবন-জগৎ বলতে কিছু নেই। সেটির ওপর ঈমান ও বিশ্বাসেরও কোনো দরকার নেই। জীবন যেহেতু একটাই, তাই এটাকে মস্তি ও উল্লাসে কাটানো উচিত। যত খুশি আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে কাটানো চাই। যেমন খুশি বিনোদন আর আমোদ-প্রমোদ করে নেওয়া চাই।

বস্তুবাদের দাবি হলো, মানুষ যোগ্য ও পূর্ণ। তাই মানুষের বানানো আইন-কানুন আর রচিত সংবিধানে পৃথিবী পরিচালিত হতে পারে। পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব মানুষের হাতে সোপর্দ করা যেতে পারে। নিত্যনতুন নিয়মকানুন বানানো এবং উদ্ভাবনের সার্বিক মেধা ও যোগ্যতা মানুষের অর্জন হয়ে গেছে। মানুষ এখন গবেষণায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জগতের সব জ্ঞান এখন মানুষের জানা। জগতের সবকিছু এখন মানুষের হাতের মুঠোয়।

এগুলো হলো বস্তুবাদী দার্শনিকদের হামেশার বুলি। তাদের সব কথা ও কাজে দাবি এটাই। তারা পারে, পারবে। দুনিয়াই সব। দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। সুতরাং জীবনকে উপভোগ করো। যৌবনকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভোগ করো। বিনোদন-বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদ এক জীবনেই করো। দুনিয়াতেই করো। আখেরাত কী! পরকাল বলতে কিছু নেই। আধুনিক সভ্যতা এ ধরনের ধ্যান-ধারণার ওপর রয়েছে। আধুনিক মিডিয়া এ অবিশ্বাস ছড়াচ্ছে।

সূরা কাহাফ এবং এর আলোচিত বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলি বিশেষভাবে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা বস্তুবাদী দর্শন ও চিন্তাধারার ওপর বজ্রাঘাত করছে। তাদের মিথ্যা, অসত্য, অসাড় ধ্যান-ধারণার ওপর ভীষণভাবে আঘাত হানছে।

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনার শেষ বাক্যটি মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যারা অবিশ্বাসী, তাদের যাবতীয় চিন্তা ও দর্শনের পিঠে চাবুক মেরে দিয়েছে :

ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا.

অর্থ : আপনি যেসব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, এ হলো তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহাফ : ৮২)

তা-উইল (تاویل) কুরআন মাজীদের পরিভাষায় হাকিকতকে বলে। তাড়াহুড়া, তড়িঘড়ি, দ্রুততা, ক্ষিপ্রতা, অস্বীকৃতি ও ভুল-ত্রুটি করা মানুষের মন-মেজাজে এবং স্বভাব-প্রকৃতিতে একাকার হয়ে মিশে আছে। কিন্তু আখের হাকিকত, সত্য ও বাস্তবতা যখন তার সামনে এসে যায়, তখন তার হম্বিতম্বি, ক্ষমতা, দম্ভ, জাহাঙ্গিরিপনা, কথা ও কাজ এবং শাহানশাহপনা ভাব ও আচরণ সবকিছু মাটি হয়ে যায়। তাকে তখন অনুগত হতে হয় সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সমীপে। বাধ্য-চিত্তে নত করতে হয় শির। তসলিম করে নিতে হয় আল্লাহ পাকের নির্দেশ। সমর্পিত হতে হয় মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের সামনে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যুলকারনাইন বাদশা

সূরা কাহাফের চতুর্থ ঘটনা হলো—যুলকারনাইন। যার মাধ্যমে বস্তুবাদী চিন্তা-দর্শনকে লা-জবাব করে দেওয়া হয়েছে। এটি এমন এক লোকের ঘটনা, যিনি ঈমান ও আমলে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষমতা ও দক্ষতা, দ্রুততা ও বিচক্ষণতার সব উপায়-উপকরণ তার অধীনে ছিল। মানুষের জন্য তৈরি করা সব শক্তি-সামর্থ্যকে যিনি অনুগত ও বাধ্যকারী ছিলেন; এবং জাগতিক সব জিনিসের সংকলক ও সমন্বয়কারী ছিলেন। যিনি ফেতনা-ফাসাদ ও বিঘ্নতা-বিপর্যয়সৃষ্টিকারীদের নির্মূলকারী ছিলেন। অবাধ্য, দাম্ভিক, জালেম রাজা ও যাবের শাসকদের ওপর বিজয়ী ছিলেন। যিনি মানুষের কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সফলতা-সমৃদ্ধির জন্য নিজের সকল যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে খরচ করেছিলেন।

যুলকারনাইন ও লৌহপ্রাচীর-নির্মাণ

যুলকারনাইনের পরিচয়-নির্ণয়ে মুফাসসিরগণ একাধিক মত পেশ করেছেন। প্রসিদ্ধ মত হলো, তিনি ছিলেন সিকান্দার মাকদুনি। ইমাম রাযি রহ. এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমতও এটি; কিন্তু বাস্তবে এ অভিমতটি কবুল করার মতো কোনো শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ এবং অন্তর্গত প্রেরণা ও সমর্থন বিদ্যমান নেই।

কারণ, সিকান্দার মাকদুনির মধ্যে ওইসব গুণাবলি মোটেও পাওয়া যায় না, কুরআন মাজীদে যুলকারনাইনের জন্য যেগুলোর উল্লেখ ও আলোচনা করা হয়েছে—যেমন : যুলকারনাইন ছিলেন ঈমানদার—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুমিন; আল্লাহকে ভয় করা মুত্তাকি; আদল ও সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী; বিজিত এলাকাবাসীর সঙ্গে রহম ও দয়ার আচরণকারী; বিশাল ও অসাধারণ লৌহপ্রাচীর-নির্মাণকারী।

যুলকারনাইনকে সিকান্দার মাকদুনি মনে করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী হলো, সিকান্দার মাকদুনির ইতিহাস, তার যুদ্ধের হাল-হাকিকত সম্পর্কে সঠিক অবহিতি ও অবগতি না থাকা; গভীর ও নিবিড়ভাবে ইতিহাস মুতালাআ না করা; কঠিনভাবে ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ না করা। ফলে যুলকারনাইনকে সিকান্দার মাকদুনি মনে করার মতো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা প্রচার-প্রসারও পেয়েছে।

কিছু আধুনিক গবেষক ও আলেমের[১] অভিমত হলো, তিনি ওই ব্যক্তি যাকে গ্রিকরা সাইরাস বলে; এবং ইহুদিরা খাওরাস (خورس) বলে। আর

---

১. বিশেষভাবে মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর লেখা তাফসীর গ্রন্থ *তরজমানুল কুরআন*-এর ২য় খণ্ডে এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাবের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর নিজের অভিমত প্রমাণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন তার খোলাসা হলো :

হযরত ঈসা আ.-এর ৫৫৯ বছর আগে অস্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এক অসাধারণ ব্যক্তি—

সাইরাস (سائرس)—আত্মপ্রকাশ করেন। হঠাৎ করেই তামাম দুনিয়ার দৃষ্টি ও মনোযোগ তার দিকে ঘুরে যায়। প্রথমে ইরানি সাম্রাজ্য দুই দেশে বিভক্ত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণে। সাইরাস দুনো রাজ্যকে একত্র করে ফেলেন; এবং বিরাট এক সাম্রাজ্য অর্জন করে নেন। এরপর থেকে তাঁর বিজয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

জোরজুলুম করে সাম্রাজ্য দখল করাকে বিজয় বলে না। নির্যাতন ও নিপীড়ন করে দেশ দখল করাকেও বিজয় বলে না। দেশ বিজয়ের জন্য ন্যায় ও ইনসাফ রক্ষা করা শর্ত। নিষ্পেষিত মানবতাকে উদ্ধার ও রক্ষা করা শর্ত।

সাইরাস ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে দেশ বিজয় করতে লাগলেন। ফলে মাত্র ১২ বছরের মধ্যেই কৃষ্ণসাগর থেকে নিয়ে এশিয়ার সমগ্র রাজ্য তার সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে যায়।

সাইরাস সাম্রাজ্য লাভের পর সর্বপ্রথম যুদ্ধ করেন লাইডিয়ার (LYDIA) বাদশা করিউসাসের (CROESUS) বিরুদ্ধে। লাইডিয়া হলো এশিয়ার পশ্চিম-উত্তর দিক, যা গ্রিক সভ্যতার এশীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। লাইডিয়ার শাসক ছিল সারডিস (SARDIS)। এ যুদ্ধে সাইরাস জয় লাভ করেন। এশিয়ার বাইরে সিরিয়ার সমুদ্র থেকে নিয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তার অধীনে চলে আসে। সাইরাস একের পর এক দেশ জয় করে সামনে বাড়তে থাকেন। এভাবে পশ্চিম দিকে সাগরের পাড় পর্যন্ত পৌঁছে যান। কুদরতিভাবে এখানে এসে তার চলার গতি থেমে যায়। কারণ, তার কাছে সাগর পাড়ি দেওয়ার মতো কোনো বাহন-ব্যবস্থা ছিল না।

সাইরাস যখন সারডিসকে পরাজিত করে আরও সামনে অগ্রসর হলেন, তখন নিশ্চিতভাবে তিনি ইজিন সাগর (بحر ايجين—AEGEAN SEA)-এর ওই পাড়ে গিয়ে পৌঁছবেন, যা সমুদ্রের নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরব ঐতিহাসিকরা কাইখাসরাদ (کیخسرد) বলেন; কিন্তু আমাদের মতে যুলকারনাইন সম্পর্কে সবচেয়ে সঠিক অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রহ.। তাঁর অভিমতটি এখানে তুলে ধরা মোনাসেব ও উপযোগী মনে করছি। তিনি তাঁর *তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*-এ লিখেছেন :

'কুরআন মাজীদে যুলকারনাইনের যে বর্ণনা এসেছে, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর আগমনকাল ও স্থান সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। আসলে কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে এ দিক ও বিষয়গুলো

এখানে তিনি দেখে থাকবেন, সমুদ্র একটা ঝিল-হ্রদের আকৃতি ধারণ করেছে। তীরের মাটির সঙ্গে পানি মিশে কাদালো হচ্ছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য ওর মধ্যেই ডুবছে। এ দৃশ্যটিই কুরআন মাজীদ বয়ান করেছে:

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ.

সে দেখতে পেল, সূর্য যেন কর্দমাক্ত (কালো) একটি জলাধারে অস্ত যাচ্ছে। (সূরা কাহাফ : ৮৬)

সাইরাসের দ্বিতীয় সৈন্যবাহিনী ছিল পূর্ব দিকে। সেই অভিযানে তিনি মাকরান ও বলখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন; এবং সেই বন্য-জংলি ও বর্বর জাতির ওপর বিজয় লাভ করেন, যারা সুস্থ-সুন্দর ও স্বাভাবিক তাহযিব-তামাদ্দুন বিষয়ে ছিল বেখবর। সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের কিছুই জানা ছিল না। কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিকে ইশারা করে বলা হয়েছে :

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.

অর্থ : সে এমন একটি জাতিকে পেল, যাদের জন্য আমি সূর্য-রোদ থেকে বাঁচার কোনো আড়াল ও অন্তরাল রাখিনি। (সূরা কাহাফ : ৯০)

এরপর সাইরাস বাবেলের মতো মজবুত ও সুরক্ষিত রাজ্যে হামলা করেন। এবং বনী ইসরাঈলকে জালেম বাদশা বুখতে নসরের জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করলেন। এ কারণে সাইরাসকে বনী ইসরাঈলের উদ্ধারকারী বলা যেতে পারে। ইহুদিরা তার প্রশংসার ব্যাপারে খুব সতেজ-জবান। খুবই উদার ও উচ্ছ্বসিত। আর এভাবেই সাইরাস ওইসব কথা ও বাণীকে পূর্ণ করে দিলেন, যা তার ব্যাপারে তাওরাতে বর্ণিত হয়েছিল।

সাইরাস তার তৃতীয় সৈন্যবাহিনীকে এমন এলাকার দিকে রোখ ও অভিমুখী করেছেন, যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজ হামলা করত। এর মধ্যে তিনি কাস্পিয়ান সাগরকে ডানে রেখে ককেশাসের পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে তিনি একটি গিরিপথ দেখতে পেলেন, যা দুই পাহাড়ের মাঝে ছিল। এ পথ দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ এসে এখানকার জনপদ ও এলাকাগুলোতে লুটতরাজ করত এবং ধ্বংস ও বরবাদ করে ফেলত। সাইরাস এখানে একটি প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ করে দিলেন।

আধুনিক ইতিহাসবিদগণ সাইরাসের বুলন্দ হিম্মত ও দুঃসাহসিকতার বড় তারিফ করেছেন। তার ইনসাফ, ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির বড় প্রশংসা করেছেন। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য প্রফেসর B. GRUND এর নিবন্ধ পড়া যেতে পারে। দেখুন : JA HAMMERTON এর লেখা *ইউনিভার্সেল হিসটোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড* (*UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD* BY JA HAMMERTON)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিত্যাগ করা হয়েছে। কবে কোন ঘটনা ঘটেছে, সেইসব তারিখ জানানো কুরআনে কারীমের উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওইসব শিক্ষা, যা এসব ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। মানব-জীবন ও তার সুখ-শান্তির প্রয়োজন যে শিক্ষা, তা চিরদিনের জন্যই এক। এ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তাও সব যামানার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য বিধায়, ওইসব ঘটনাকে অধিকাংশ স্থানে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। এজন্যেই কুরআন মাজীদে যুলকারনাইনের ঘটনাসমূহের স্থান ও কালের কথা উল্লেখ নেই।

প্রচলিত ইতিহাসে সিকান্দার যুলকারনাইন নামক যে বাদশা সম্পর্কে জানা যায়, সেই ব্যক্তি ও কুরআন মাজীদের বর্ণিত যুলকারনাইন এক ব্যক্তি নয়। কারণ, প্রচলিত সিকান্দার ছিল মূর্তিপূজক গ্রিক বাদশা। আর কুরআন মাজীদে বর্ণিত যুলকারনাইন ছিলেন এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী। পুনরুত্থান ও আখেরাতের জীবনের ওপর ছিল তার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

জ্যোতির্বিদ আবু রায়হান আল-বিরুনি রহ. *আল-আসারুল বাক্বিয়াতু আনিল কুরূনিল খালিয়াত* (الآثار الباقية عن القرون الخالية) কিতাবে লিখেছেন : 'কুরআন শরীফে বর্ণিত যুলকারনাইন ছিলেন হিমইয়ারের (حمير) অধিবাসী। তার নাম থেকেই তিনি এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কারণ, হিমইয়ারের বাদশারা তাদের উপাধির মধ্যে 'যু' (ذو) শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করতেন। যেমন : যু-নুয়াস, যু-নাইরান।

যে যুলকারনাইনের কথা এখানে এসেছে, তার মূল নাম ছিল আবু বকর ইবনে আফরিকাশ। তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে পৌঁছে যান। সেখান থেকে তিনি তিউনিসিয়া, মরক্কো ইত্যাদি দেশের দিকে অগ্রসর হন। তিনি আফ্রিকা মহাদেশে একটি নগরী নির্মাণ করেন। এ নামেই সেখানকার সকল এলাকার নামকরণ করা হয়। তাকে যুলকারনাইনের নামে অভিহিত করা হতো। যেহেতু তিনি সূর্যের দুনো প্রান্তে (পূর্ব-পশ্চিম) ভ্রমণ করেছিলেন।'

আল-বিরুনির এ অভিমত সঠিক হলেও হতে পারে। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করার মতো আমাদের কাছে যথেষ্ট যুক্তি বা উপায়-উপাদান নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআনে কারীমে যুলকারনাইনের জীবনী সম্পর্কে যে আংশিক বর্ণনা এসেছে, প্রচলিত ইতিহাস থেকে আমরা এর বেশি কোনো তথ্য পাই না। কুরআন মাজীদে অন্যান্য যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মতোই তার সম্পর্কে সামান্য কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। যেমন, দেখা যায় কওমে নূহ, কওমে হুদ ও কওমে সালেহ ইত্যাদি জাতি সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে কুরআনের বর্ণিত এবং প্রাচীন যুগের অনেক ঘটনারই কোনো বর্ণনা-বিবরণ নেই। কারণ, লিখিত ও সংরক্ষিত ইতিহাসের চেয়ে মানবজাতির বয়স অনেক বেশি। লিখিত ও সুবিন্যস্ত ইতিহাসের আগে বহু ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে, যার খবর ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদেরও নেই। আর যেসব ইতিহাসগ্রন্থ আমরা দেখতে পাই, এগুলোর বেশিরভাগই অনুমান করে রচনা করা হয়েছে। ফলে প্রাক-ইতিহাস যুগের বহু ঘটনা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। সুতরাং ওইসব ঘটনাবলি সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থকে জিজ্ঞাসা করা একেবারেই নিরর্থক। এজন্য প্রাক-ইতিহাস সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা-বিবরণই একদম গ্রহণযোগ্য—এমনটা মোটেও না।

ইহুদিরা যদি তাওরাতকে মিশ্রিত ও বিকৃত না করত, এটি যে অবস্থায় নাজিল হয়েছিল সে অবস্থায় আজ পর্যন্ত বর্তমান থাকত; তা হলে সেটি থেকে অতীতের রাজা-বাদশা ও জাতিসমূহ সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য ও সত্য-সঠিক তথ্য জানা সম্ভব হতো। নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য, বর্তমান তাওরাত বহু কাল্পনিক কাহিনিতে ভরপুর হয়ে আছে। এতে এমনও অনেক বর্ণনা আছে, যা আল্লাহর প্রেরিত মূল ঘটনার ওপর যথেষ্ট রং চড়িয়ে লেখা হয়েছে। খৃস্টানদের ইনজিল কিতাবেরও একই অবস্থা। ফলে কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনো আসমানি কিতাবকে প্রামাণ্য বা ঐতিহাসিক তথ্যাবলির সঠিক উৎস বলে আর মনে করা যায় না—যেটি বিকৃতি ও বিবর্তনের সব ধরনের প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কুরআন নিজেই ওইসব ঐতিহাসিক ঘটনার একক সূত্র ও উৎস-মূল, যেগুলো তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কথা তো অত্যন্ত স্পষ্ট, ইতিহাসের সত্যাসত্যির নিরিখে কুরআন মাজীদের কোনো বিষয় বা ঘটনার পর্যালোচনা হতে পারে না। এর কারণ দু'টি :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এক. ইতিহাসের জন্ম হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে; অথচ ইতোপূর্বে সংঘটিত মানব-ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা অজানার অন্তরালে রয়ে গেছে, যে বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। এ অবস্থায় কুরআন মাজীদ ওইসব হারানো দিনের অনেক তথ্য পেশ করেছে, যার কোনো খবরই ইতিহাস রাখে না।

দুই. অতীতের ঘটনাবলির মধ্য থেকে কোনো কিছু যদি ইতিহাসে পাওয়া যায়ও, তার কোনো গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি নেই। কারণ, সেগুলো হচ্ছে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও অপ্রতুল জ্ঞানের অধিকারী মানুষের তৈরি। এবং সেসব গ্রন্থ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অতিরঞ্জনের দোষ-ত্রুটি ও বিচ্যুতি থেকে মোটেও মুক্ত নয়। এর নজির তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি; অথচ সময়টা এখন এমন, অজানা ও গোপন তথ্যাদির সত্যাসত্যি জানা বা যাচাই করা অতি সহজ অথচ সংবাদমাধ্যমগুলো একটা সংবাদ বা তথ্যকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। মতলববাজির নানা অর্থ ও রং তাতে চড়ায়; এবং এসব সম্পর্কে যে বিভিন্নমুখী বিবরণ দেওয়া হয়, দেখা যায় তার কোনোটা কোনোটার বিপরীত। সংবাদমাধ্যম থেকেই তো গ্রহণ করা হয় ইতিহাসের উপাদানসমূহ এবং এভাবেই গড়ে উঠেছে আধুনিক ইতিহাসের ধারা। এটাই ইতিহাস সম্পর্কে আসল সত্য—এ ব্যাপারে যে যত বাগাড়ম্বরই করুক না কেন।

এখন সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, কুরআনে কারীমে যেসব ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে যদি ইতিহাসের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, তা হলে যে কথাটি আসে তা হচ্ছে, কুরআনে কারীমের দেওয়া তথ্য ও সংবাদকে অস্বীকার করে মানুষের উদ্ভাবিত সেসব নীতি ও নিয়ম কার্যকর করতে হবে, যা সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট-চিত্তে মেনে নিতে পারে। এ কথা বলার সময় অবিশ্বাসী প্রগতিবাদীরা খেয়াল করে না, চূড়ান্ত ফয়সালা-দানকারী কুরআন মাজীদের সঙ্গে মানুষের বানানো নিয়ম-নীতি সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে কি না! কোনো মুমিনই কুরআনের বর্ণিত তথ্য ও সংবাদ ছেড়ে সবসময় পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত তথ্য মেনে নিতে পারে না। কারণ, মানুষের আবিষ্কৃত সব তথ্যাদির ভিত্তিই হচ্ছে অনুমান। আর অনুমান কখনো সঠিক হয়, কখনো বেঠিক হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে কিছু সংখ্যক লোক যুলকারনাইন সম্পর্কে জানতে চাইল। যেহেতু তারা আল্লাহর রাসূলকে পরীক্ষা করার জন্য এ প্রশ্ন করেছিল, এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ বিষয়ে জানিয়ে দিলেন। আলোচ্য আয়াতে আমরা সেই বিবরণটিই পাচ্ছি।

যুলকারনাইন সম্পর্কে জানার সব থেকে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ। আর এখানে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার জবাব একমাত্র কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান না থাকায়, যতটুকু কুরআনে উল্লেখ হয়েছে তার বেশি কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনোটিকেই নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায় না। এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে চাইলে খুবই সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ইহুদিদের বিকৃত-বর্ণনাও তাতে মিশ্রিত আছে।' (*তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*, সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রহ. : ১২/৩২৭)

নেককার ও সংশোধনকারী বাদশা

আচ্ছা যাই হোক, আমরা নির্দিষ্টভাবে এরকম কোনো ব্যক্তি পাই বা না পাই, যাকে যুলকারনাইন বলতে পারি এবং তার ওপর ওইসব বিস্তারিত পর্যালোচনা উপযোগী করতে পারি, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং অপূর্ণাঙ্গ ও মতভেদপূর্ণ ইতিহাস আমাদের পথনির্দেশ করুক বা না করুক, যা অনেক পরে সংরক্ষণ ও বিন্যাস শুরু করা হয়েছে এবং যা থেকে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে কোনো রায় ও মতামত পেশ করা অনেক কঠিন, এতে কুরআন অধ্যয়নকারীর কোনো নুকসান—ক্ষতি নেই।

কারণ, যুলকারনাইনের জরুরি সব আওসাফ ও গুণাবলি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদের সামনে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা, প্রাজ্ঞতা ও সামর্থ্য দান করেছেন; এবং উৎপাদন ও উদ্ভাবনের সব ধরনের সামগ্রী ও সামর্থ্য দান করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فَاَتْبَعَ سَبَبًا.

অর্থ : আর আমি তাকে সব ধরনের উপায়-উপকরণ সহজ ও অনায়াস করে দিয়েছি। ফলে সে একটি (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের) অনুগামী হলো। (সূরা কাহাফ : ৮৪-৮৫)

যুলকারনাইনের দেশ-বিজয়ের পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত। তিনি অভিযান পরিচালনা করেছেন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত, যেটি কুরআন মাজীদে (مطلع الشمس) সূর্য-উদয়স্থল এবং (مغرب الشمس) সূর্য-অস্তাচল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি এসব দেশ বিজয়ের সময় ছিলেন মানবতার একজন কল্যাণকামী। তার সব কর্মপদ্ধতিতে ছিল মানুষ ও মানবতার জন্য সংস্কার ও সংশোধন। তিনি ছিলেন সত্যের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। দুর্বলদের তত্ত্বাবধায়ক। অনাচারী অবাধ্য জালেমদের জন্য ছিলেন কষাঘাতকারী জ্বলন্ত চাবুক। এটিই ছিল তাঁর উসুল ও নীতি।

পবিত্র কুরআন তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে :

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا . وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا.

অর্থ : যুলকারনাইন বলল, যে ব্যক্তি জুলুম করবে অচিরেই তাকে আমি ভয়ানক শাস্তি দেব। তারপর (এ জীবন শেষে যখন) তাকে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো হবে, তখন সেখানেও তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনবে ও নেককাজ করবে, সে উত্তম প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে। এবং আমিও আদেশ দানকালে তাকে সহজ কথা বলব। (সূরা কাহাফ : ৮৭-৮৮)

অর্থাৎ, যুলকারনাইন লোকদের বলেছেন, আমি তোমাদের সরল পথে চলার দাওয়াত দেব। যারা এ দাওয়াত কবুল করবে না, বরং জুলুমের পথ অবলম্বন করবে আমি তাদের শাস্তি দেব। আর যারা দাওয়াত কবুল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করে ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের প্রতি আমি সহজ ও সদয় আচরণ করব।

যুলকারনাইনের এ উসুল ও নীতির মধ্যে যে পবিত্রতা ও সততা এবং এ কর্মসূচি ও অভিযানের মধ্যে যে পূর্ণতা ও সাম্য রয়েছে, তার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। তার এ আচরণ ও উচ্চারণের মধ্যে যে বুলন্দ আখলাক ও হুসনে সীরাত রয়েছে, তারও বিশ্লেষণের কোনো জরুরত নেই। যুলকারনাইন দেশ-বিজয়কালে এমন এক জনবসতির পাশ দিয়েও অতিক্রম করেছেন, যেটি ছিল পাহাড়ি এলাকায়। তারা সবসময় মুসিবতের শিকার হতো এবং বিপদের ভয়ে শঙ্কিত থাকত। একটা বর্বর ও নিষ্ঠুর জাতি তাদের ওপর প্রায়ই হামলা করত। যারা পাহাড়ের ওপর পাশে থাকত। কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য আসমানি কিতাবে এই বর্বর জাতিকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হয়েছে।[১]

এ পাহাড়ি জনবসতি প্রায়ই ইয়াজুজ-মাজুজের অনাচার ও হামলার শিকার হচ্ছিল। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে বলেন :

---

১. এ বিষয়ে সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রহ. যে অভিমত পেশ করেছেন, এর সঙ্গে আমরাও একমত। তিনি বলেছেন : আমরা নির্ভুল ও অকাট্যভাবে ওই স্থানকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করতে পারব না, যেই দুই পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে যুলকারনাইন অতিক্রম করেছিলেন। নিশ্চিত ও দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথাও বলতে পারব না, এ গিরিপথ কী ছিল এবং কেমন ছিল? কুরআন থেকে যা কিছু জানা যায় তা হলো, তিনি এমন এক জনবসতি এলাকায় পৌঁছেছেন, যা পাহাড়ি গিরিপথের মধ্যে ছিল। যেখানে একটি দুর্বল ও মজলুম জাতি বসবাস করত। যারা যুলকারনাইনের কথা ঠিকমতো বুঝতেও পারছিল না। (*তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন* : খণ্ড নং ১৩)

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা, তাদের অবস্থান নির্ণয় করা, প্রাচীর ভেঙে তাদের বেরিয়ে আসা এবং পৃথিবী ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া—এগুলো অনেক বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। তাফসীর ও হাদীসের কিতাবে কেয়ামতের আলামতের অধ্যায়গুলোতে এ সম্পর্কে অনেক লম্বা আলোচনা রয়েছে; কিন্তু সেসব আলোচনা থেকেও ইয়াজুজ-মাজুজের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত আলোচনায় উপনীত হওয়া যায় না। দৃঢ়তা ও মজবুতির সঙ্গে তাদের ব্যাপারে সার্বিক অভিমত পেশ করা সহজ নয়। তাই এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ যে মতামত পেশ করেছেন, আমাদের অভিমতও সেটি।

অবশ্য আমরা এমন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির জন্য অপেক্ষমাণ, যিনি এ সম্পর্কিত তাফসীর হাদীস ও ইতিহাসের সুবিশাল সমুদ্রকে মন্থন করে একটি সারনির্যাস বের করে আনবেন। নিজের ইলমী জওহর দিয়ে এ সম্পর্কিত একটি মুক্তার মালা তৈরি করে দেবেন। যিনি এ অতি মূল্যবান ও অসাধারণ কাজটি করবেন, তার মধ্যে এখলাস ও সহীহ আকীদা-বিশ্বাস থাকা জরুরি। কেননা, এটি একটি আহাম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতি সূক্ষ্ম ও অনেক বিস্তৃত বিষয়, যা অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতা এবং গভীর অনুনিবেশ ও অনুসন্ধানের দাবিদার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ.

অর্থ : সেদিন আমি তাদের অবস্থা এমন করে দেব, তারা তরঙ্গের মতো একে অন্যের ওপর আছড়ে পড়বে। (সূরা কাহাফ : ৯৯)

কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ইয়াজুজ-মাজুজ যখন পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে বের হয়ে আসবে, তখন তাদের অবস্থা হবে বিশৃঙ্খল ভেড়ার পালের মতো, তারা ঢেউয়ের মতো একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

পাহাড়ি জনবসতির লোকেরা যুলকারনাইনকে দেখে বুঝতে পারল, এটি একটি মূল্যবান সুযোগ। আল্লাহ তাআলা একজন শক্তিমান নেককার বাদশাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তারা যুলকারনাইনের কাছে আবেদন করল, তিনি যেন তাঁর হাতে থাকা বিপুল উপকরণ এবং বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেন। যাতে তারা বর্বর ইয়াজুজ-মাজুজের অনাচার থেকে বাঁচতে পারে। সেই সঙ্গে এ প্রস্তাবও পেশ করল, তারা এ কাজের জন্য কিছু অর্থ যোগান দেবে।

নেককার ও জনকল্যাণকামী বাদশা যুলকারনাইন তাদের আবেদন কবুল করলেন, তিনি তাদের জন্য একটি সুরক্ষিত দেয়াল তৈরি করে দেবেন; কিন্তু দুনিয়াদার, ক্ষমতালোভী ও জনকল্যাণে ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ শাসকদের বিপরীত তাদের আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাবটি কবুল করেননি, বরং আল্লাহ তাআলা তাকে যা কিছু দিয়েছিলেন, তা থেকে খরচ করেছেন। তিনি তাদের বললেন, টাকা-পয়সা লাগবে না। তোমরা শ্রম দিয়ে এবং গলিত ইস্পাতের যোগান দিয়ে সহযোগিতা করো। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ.

অর্থ : যুলকারনাইন বলল, আমার রব আমাকে যা দিয়েছেন, তা-ই আমার জন্য উত্তম (তোমাদের টাকা-পয়সা দেওয়া লাগবে না)। তোমরা বরং শ্রম দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের ও ইয়াজুজ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাজুজের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড এনে দাও। (সূরা কাহাফ : ৯৫-৯৬)

কওমের সবাই প্রাচীর নির্মাণের কাজে শরিক থাকল। তাদের সবার আগে থাকলেন যুলকারনাইনের মতো নেককার ও কর্মকুশলী বাদশা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি বর্ণনা দিয়েছেন:

حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا.

অর্থ : এরপর লোকেরা উভয় পাহাড়ের (মাঝখানের ফাঁকা পূর্ণ করে) চূড়া পর্যন্ত লোহার পিণ্ড দিয়ে বরাবর করে দিল। তখন যুলকারনাইন বলল, এবার আগুনে হাওয়া দাও। যখন লোহাগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গেল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো। আমি তা এর ওপর ঢেলে দেব। (সূরা কাহাফ : ৯৬)

যুলকারনাইন প্রথমে লোহার বড় বড় পিণ্ড ফেলে দুই পাহাড়ের মাঝখানটা ভরে ফেললেন। লোহার সে স্তুপ পাহাড় সমান উঁচু হয়ে গেল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। যখন তা পুরোপুরি উত্তপ্ত হলো, তখন এর ওপর গলিত তামা ঢেলে দিলেন। যাতে তা লৌহপিণ্ডের ফাঁকে-ফাঁকে গিয়ে সব ফাঁক-ফোকর ভরাট করে ফেলে।

এভাবে এটি একটি মজবুত দেয়াল হয়ে গেল। নির্মিত হলো একটি সুরক্ষিত প্রাচীর। এর ফলে সেই পাহাড়ি জনবসতি বর্বর ইয়াজুজ-মাজুজের হামলা থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। এরপর থেকেই ইয়াজুজ-মাজুজও প্রাচীর ডিঙিয়ে এ পাশে আর আসতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا.

অর্থ : (এভাবে প্রাচীরটি নির্মিত হয়ে গেল।) ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ না তার ওপর চড়তে পারছিল, না সেটিকে ফুটো ও ফাটল ধরাতে পারছিল। (সূরা কাহাফ : ৯৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুমিনের দূরদর্শিতা এবং দীনি উপলব্ধি

যখন এ অসাধারণ প্রাচীরটির নির্মাণ-কাজ শেষ হলো, তখন যুলকারনাইন পরম সত্যের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি অন্য সব রাজা-বাদশাদের মতোই ছিলেন। বিভিন্ন দেশ ও জাতির ওপর বিজয়-লাভকারী ছিলেন। সমগ্র দুনিয়া-শাসনকারী ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন ঈমানদার। মুমিন বাদশা। ফলে এত বড় কাজ করার পরও তাঁর মধ্যে তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা পয়দা হয়নি। তাঁর ভেতর অহঙ্কার ও অহমিকা দানা বাঁধেনি। গাফলত ও উদাসীনতা তাঁকে ছেয়ে রাখতে পারেনি। তিনি বলেননি :

إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ.

অর্থ : এ সবকিছু তো আমি আমার জ্ঞানের কারণে প্রাপ্ত হয়েছি। (সূরা কাসাস : ৭৮)

বরং যুলকারনাইন বলেছেন, তাঁর সব প্রাপ্তি ও অর্জন মহান আল্লাহর দান। তাঁর সবকিছুর মালিক আল্লাহ তাআলাই। এমনকি যুলকারনাইন অপছন্দনীয় দাগযুক্ত এই কথাটাও বলেননি : তাঁর এ ঐতিহাসিক কাজ ধ্বংসের উর্ধ্বে। এ প্রাচীর কখনো ধ্বংস হবে না। এটাকে কখনো ছিদ্র ও সুড়ঙ্গ করা যাবে না।

যুলকারনাইন একজন দূরদর্শী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিন ছিলেন। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। হৃদয়-আত্মা আলোকিত একজন ঈমানদার ছিলেন। আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। ইনসানি কমজোরি ও মানবিক দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। মানুষের সামর্থ্য, জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর যুলকারনাইন সামান্য দু'টি কথা বলেছেন, যা বাস্তব ও চিরসত্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর কথাটিকে পছন্দ করেছেন। তিনি কুরআন মাজীদে তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন :

قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا.

অর্থ : যুলকারনাইন দেয়ালের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বলল, এটি আমার রবের মেহেরবানি (তিনি আমাকে এরকম একটি প্রাচীর বানানোর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাওফিক দিয়েছেন।)। এরপর আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে, তখন তিনি প্রাচীরটিকে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন (কিন্তু এর আগে কেউ এটিকে ভাঙতে পারবে না।)। আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত সত্য। (সূরা কাহাফ : ৯৮)

অসাধারণ ও ঐতিহাসিক এ প্রাচীরটি এমন একজন মহাত্মা ও মহিমাময় সচেতন মানুষের কীর্তি, যিনি বাহ্যিক সব উপায়-উপকরণকে নিজের অধীন করে নিতে সক্ষম ছিলেন। যাবতীয় কর্ম-ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির লাগাম তাঁর হাতে ছিল। তাঁর বিজয় অভিযান এবং কীর্তিময় অবদানের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি বস্তুবাদী শক্তি ও সক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান করার পরও তাঁর রবের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাননি। বাদশাহির শীর্ষ সীমায় আরোহণ করেও মহান আল্লাহকে ভুলে যাননি।

বরং যুলকারনাইনের গরদান হামেশা আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে অবনত ছিল। আখেরাত ছিল তাঁর লক্ষ্য ও কাঙ্ক্ষিত মনযিল। তিনি সেটি অর্জনের জন্য সবসময় উদ্যমী ও পরিশ্রমী এবং ভীত ও কম্পিত ছিলেন। নিজের দুর্বলতা ও শক্তি-সামর্থ্যহীনতার কথা স্বীকারকারী ছিলেন। তিনি দুর্বলদের সঙ্গে রহম ও দয়ার আচরণ করতেন। হক ও দীনের হেমায়েত করতেন। সত্য ও ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যুলকারনাইন নিজের সকল সামর্থ্য মানুষের খেদমতে এবং মানবতার কল্যাণে ব্যয় করতেন। সুন্দর সমাজ ও পরিবেশ-নির্মাণে সচেষ্ট থাকতেন। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার ফিকির করতেন। মানুষকে গোমরাহির অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোতে আনার চেষ্টা করতেন। বস্তুবাদের পূজা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগির দিকে তাদের রাহনুমায়ি করতেন। এটি এমন এক আদর্শ, যা হযরত সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর যুগে, হযরত যুলকারনাইন তাঁর সময়ে, খোলাফায়ে রাশেদিন তাদের যামানায় এবং মুসলিম শাসকগণ আপন আপন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে স্থাপন করে গেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা পশ্চিমাদের স্বভাব

ইতিহাসের কিছু দুর্বিপাকের মধ্যে একটা ভারি দুর্ভাগ্যজনক এবং মানব-সভ্যতার একটা বড় বদকিসমতি হলো এই, পশ্চিমা সভ্যতা এমন এক সময়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করেছে, যখন ইসলামের বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা তার জন্য সাধারণ বিষয় ছিল। যখন আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, গায়েবের প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে ইসলামের দেওয়া খবর ও নির্দেশকে অস্বীকার করা তার জন্য মামুলি বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

পশ্চিমারা এমন এক জাতির মধ্যে পয়দা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ইসলামের ব্যাপারে অবাধ্য ছিল। যারা নিজেদেরকে ঈসায়ি ধর্মের অনুসারী দাবি করত, কিন্তু ধর্মকে তারা নফসানি খাহেশাত, গর্ব ও আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম ও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তারা নোংরা ও নষ্ট জীবানাচারে অভ্যাসী ছিল। অন্যায় ও অনাচারকে প্রশ্রয় ও পরিতোষণকারী ছিল। ভীত-আতঙ্কিত নির্জনতা ও বিজনতায় অভ্যস্ত ছিল। মানুষ ও মানবতার ব্যাপারে তারা ছিল বর্বর।

তাদের মধ্যে জীবনের বিষয়ে ছিল অবসাদ ও ক্লান্তি। সহীহ ইলম ও সঠিক বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকায় সুন্দর জ্ঞান ও মেধার পথে তারা ছিল বাধা ও প্রতিবন্ধক। এসব কারণে ইসলামপূর্ব পশ্চিমা-জগৎ সুস্থ-সুন্দর জীবনের ব্যাপারে ছিল বিমুখ ও পলায়নমুখী।[১]

তার নতিজা হয়েছে এই, সভ্যতার প্রসার ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে একদমই বস্তুবাদী ভাবনায়। শিল্পোন্নয়ন ও জাগতিক সব ক্রমোন্নতি বিস্তার লাভ করেছে বস্তুবাদী চেতনায়। জীবন-জিন্দেগির কর্ম ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো প্রসূত হয়েছে বস্তুবাদী প্রেরণায়। ফলে পশ্চিমাদের হাতে সৃষ্ট জিনিসগুলো মানুষকে বিশ্বজগতের স্রষ্টার আনুগত্য থেকে গাফেল করে দিয়ে বস্তুর মধ্যে লিপ্ত করতে লাগল। তাদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষকে মহান আল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে বস্তুর মধ্যে ডোবাতে লাগল।

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে আমার কিতাব—*মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো*, প্রথম অধ্যায়, ৪র্থ পরিচ্ছদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পশ্চিমারা তাদের নষ্ট চিন্তা-চেতনা দিয়ে পুরো সমাজ ও সামাজিকতা এবং সমগ্র মানুষ ও মানবতার সুন্দর নিয়ম ও শৃঙ্খলকে তছনছ করে দিতে লাগল। এ ধ্বস ও অধঃপতন ঘটেছে বস্তুবাদী দর্শনের ফলে, যা বিশেষভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর জীবনাচারের সবটা দখল করে রেখেছে। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেই পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। ফলে তারা মানবতার সব সৌন্দর্য হারানোর পাশাপাশি চারিত্রিকভাবেও চরম অধঃপতনে নিপতিত হয়েছে।

অপর দিকে নতুন নতুন উপায়-উপকরণ তৈরি করা, উদ্ভাবিত জিনিসকে বশ ও ব্যবহারের উপযোগী করা, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, উন্নতি ও উৎকর্ষতা এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও পশ্চিমারা অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তাদের কাছে এখন দূর ও দূরত্ব শেষ হয়ে গেছে। তাদের আবিষ্কার এখন বাতাসের গতিকে অতিক্রম করে গেছে। চাঁদের দেশেও তারা কদম রেখেছে। এছাড়াও পশ্চিমারা জল-স্থল ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়েও অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করেছে।

ফলাফল হলো এই, বস্তু ও উপকরণের সীমাহীন উন্নতি এবং বস্তুশক্তি মানুষের স্বভাবগত শক্তি ও সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে কুফর ও নাস্তিকতা ছড়িয়ে দিয়েছে। ভোগ-বিলাসিতায় মানুষকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রেখেছে। এগুলো বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। আমাদের কাছে এমন কোনো সভ্যতা ও জাতি-গোষ্ঠীর কথা জানা নেই, যারা এ পরিমাণ জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করার সাথে সাথে ঈমান ও ইসলামের এতটা বিরোধী হয়েছে। বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং তাঁর নির্দেশিত দীন ও শরীয়তের এমন অবাধ্য হয়েছে। এতটা নফসের গোলাম ও খাহেশাতপূজারি হয়েছে।

ঈমান ও ইসলামকে ভুলে, আখেরাত ও পরকালকে অস্বীকার করে দুনিয়ার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। এরকম আর কোনো জাতি ছিল কি না আমাদের জানা নেই, যতটা হয়ে আছে ইউরোপ আমেরিকা—পশ্চিমা সভ্যতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বস্তুবাদী সভ্যতার শেষ পরিণাম

পশ্চিমা সভ্যতার উত্থান ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে খোদায়ি কুদরতকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে। নফসের গোলামি ও খাহেশাতের তাবেদারি করার হালতে। তাদের নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলরা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বাইরে অন্য কিছুর ওপর ভরসা ও বিশ্বাস করে না। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য কিছু তারা ভাবে না।

বস্তুবাদী দর্শনের বড় বড় কেন্দ্রগুলো—আমেরিকা ইউরোপ রাশিয়া (চীন ফ্রান্স জার্মানি)—কখনো প্রকাশ্য কখনো অপ্রকাশ্যভাবেই গায়েবের ওপর ঈমান তথা অদৃশ্য জগতের ওপর বিশ্বাস, মৃত্যুপরবর্তী জীবন, রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আসমানি হুকুম-আহকাম ও নীতি-নির্দেশনার বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করে। ঈমান ও বস্তুবাদী দর্শনকে সংঘাতময় অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে মুখোমুখি করে দেয়। হক ও বাতিলের এবং সত্য ও মিথ্যার লড়াই বাধিয়ে দেয়।

এখন তো সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে, যখন সভ্যতা ও বিজ্ঞান তার উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে ঠেকবে এবং তার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধির আবির্ভাব ঘটবে। নবুওয়াতি জবান সেটার নাম দিয়েছে—দাজ্জাল[১], যা একদিকে বস্তু ও শিল্পের চরম উন্নতি ঘটাবে

---

১. যে সকল হাদীসে দাজ্জালের আলোচনা এসেছে এবং তার আলামত বয়ান করা হয়েছে, সেগুলোর অর্থ ও মর্ম তাওয়াতুর—ক্রমাগত ধারাবাহিক বর্ণনার স্তর পর্যন্ত পৌছে গেছে। হাদীস শরীফে দাজ্জালের নিদর্শনগুলো পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে। দাজ্জাল একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবে। যার কিছু নির্দিষ্ট পরিচয় থাকবে। একটা বিশেষ সময়ে তার প্রকাশ ঘটবে। সেই সময় ও দিন-তারিখটা নির্দিষ্ট নয়। তবে দাজ্জাল একটা নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে আবির্ভাব হবে, সেটা হলো ইহুদি জাতি।

নবুওয়াতি জবানের কথা নিঃসন্দেহে সত্য। তাই বর্ণিত হাদীস ও বাস্তবের আলামতগুলো উপেক্ষা করে দাজ্জালকে না অস্বীকার করার সুযোগ আছে, না দরকার আছে। হাদীস শরীফে দাজ্জালের আবির্ভাব এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে—ফিলিস্তিন। দাজ্জাল ফিলিস্তিনে আত্মপ্রকাশ করবে। সেখানে তার ক্ষমতা ও বিজয় অর্জিত হবে। আসলে ফিলিস্তিন হলো সেই শেষ ক্ষেত্র, যেখানে ঈমান ও বস্তুবাদের লড়াই জনসম্মুখে ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে আসার একটি মঞ্চ, যেখানে প্রতিনিয়ত চলছে হক ও বাতিলের লড়াই—সত্য ও মিথ্যার সংঘাত।

যেখানে একদিকে রয়েছে, হক ও সত্য-সুরক্ষাকারী মুসলিম-জাতি, যাদের বড় হাতিয়ার হলো আল্লাহর ওপর ঈমান ও বিশ্বাস; যারা মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বানকারী—চিরন্তন সফলতা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিজ্ঞানের চরম উদ্ভাবন ও উৎকর্ষতা সাধন করবে; অপর দিকে কুফর ও নাস্তিকতার বিস্তার ঘটাবে; মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে; ইসলামের সঙ্গে দুশমনি করবে; ইসলামকে হীন ও জঘন্যভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার চেষ্টায় লিপ্ত হবে। ইহুদি-খৃস্টান ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীরা সীমাহীন আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে ডুবে যাবে। মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতার ভক্তি ও পূজা করতে শেখাবে। মেধা ও প্রতিভার অধিকারীদেরকে পূজিপতিদের গোলামি করতে শেখাবে।

তাদের পথ ধরে অন্য জাতি ও সম্প্রদায়রাও রাশি রাশি সম্পদ কামাইয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। ক্ষমতার জন্য মানুষ উন্মাদ হয়ে যাবে। ইসলাম, মানবতা, ন্যায় ও ন্যায্যতা, বিবেক ও বিবেচনা নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনাচারের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াবে আধুনিক সভ্যতা—দাজ্জালি সভ্যতা।

দাজ্জালি ফেতনা হবে শেষ যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা। সমগ্র দুনিয়ার জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ। বস্তুবাদী সভ্যতা হলো যার জন্ম ও বিকাশগার; বিস্তার ও অগ্রগতির কেন্দ্র। কয়েকশো বছর আগেই যে সভ্যতার পত্তন ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলোতে ঘটেছে।

দাজ্জালের আলামত নাস্তিকতা ও বিপন্নতা

দাজ্জালের আলামত হলো কুফুরি ব্যাপকতা লাভ করা। নাস্তিকতার প্রসার ঘটা। ফেতনা-ফাসাদে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়া। মানুষ ও মানবতাকে, ন্যায় ও ন্যায্যতাকে বিপন্ন করে তোলা।

সৌভাগ্যের দিকে সাড়াদানকারী। অপর দিকে রয়েছে ইহুদি জাতি, যারা একটা বিশেষ রক্তধারা ও বংশধরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা; যারা মানব-জাতির মধ্যে কেবল নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি বলে সাব্যস্ত করার দাবিদার ইহুদিরা; যারা সমগ্র দুনিয়ার সব উপায়-উপকরণকে কুক্ষিগত করে রাখার অপচেষ্টায় লেগে আছে; যারা বিভিন্ন বিষয়ে একক সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয় বহু বিষয়, উপায়-উপকরণ ও সামগ্রীর প্রায় সবটাই তারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দখলে নিয়ে রেখেছে। অধিকাংশ ব্যাংক ও মিডিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ত করে নিয়েছে।

ইহুদিদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র মুসলমানদের ওপর প্রকাশ পেয়ে চলছে। সার্বিক পরিস্থিতি এবং চারপাশের ঘটনাবলিও দাজ্জাল-আবির্ভাবের উপযোগী পরিবেশ তৈরির দিকে চলছে। এমন সময় ও পরিবেশে কুরআন মাজীদ হযরত যুলকারনাইনের ঘটনা বয়ান করে আমাদের ঈমানকে সতেজ রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এর আগে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, এগুলো সব বস্তুবাদী সভ্যতার স্বরূপ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার চিত্র, যার শেষ গন্তব্য হলো কুফর ও নাস্তিকতা এবং মানুষ ও মানবতাকে ধ্বংস ও বিপন্ন করে তোলা। বস্তুবাদী সভ্যতা ক্রমাগত এ পথেই চলছে। বর্তমানে সেই চলা অনেক গতিশীল, অনেক বেশি ধাবমান। বস্তুবাদী সভ্যতা মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মতচর্চার নামে ঈমান ও ইসলামকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার যে ডঙ্কা বাজিয়ে চলছে, এর শেষ ও সমাপ্তি ঘটবে দাজ্জালের হাতে।

বস্তুবাদী সভ্যতার অনিষ্টতার কারণে দাজ্জাল খারাপ, এমনটা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে যে পরিমাণ বিস্তারিত বর্ণনা ও বিবরণ দিয়েছেন এর থেকেই জানা যায়, দাজ্জাল কতটা ভয়ানক হবে। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে যে পরিমাণ সজাগ ও সতর্ক করেছেন, দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে যে পরিমাণ তাকিদ ও গুরুত্ব দিয়েছেন, এতেই বোঝা যায় সেটা কতটা ক্ষতিকর হবে। তিনি দাজ্জালের ফাঁদ ও ধোঁকাবাজি সম্পর্কে, তার নির্যাতন ও নিপীড়ন সম্পর্কে যে পরিমাণ ভীত-সন্ত্রস্ত করেছেন, তাতেই বোঝা যায় দাজ্জালের ফেতনা কতটা বিভীষিকাময় হবে।

বস্তুবাদী ও জাগতিক সব ক্ষমতা ও সক্ষমতা দাজ্জালের থাকবে। তার চলা ও কাজের গতি খুবই ক্ষিপ্র। কাল্পনিক ও অকল্পনীয় সব কাজ করে সে মানুষকে হতভম্ব করে দেবে। তার শক্তি-সামর্থ্য এবং ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা দেখে মানুষ ঈমানী সংশয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু দাজ্জাল হলো একটা ফেতনাবাজ। ফাসাদ ও বিপর্যয়ে সারা দুনিয়াকে তাবাহ ও বরবাদকারী। পৃথিবী জুড়ে অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী। যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছেন। দাজ্জালের সব ধরনের চক্রান্ত ও মকরবাজিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

দুনিয়াবি উপায়-উপকরণ, শক্তি-সামর্থ্য এবং জাগতিক বস্তুর ওপর ক্ষমতা ও প্রভাব হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-ও প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যুলকারনাইনও পেয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ তাদের দু'জনের শক্তি-সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করেছে। তাদের দুরন্ত ও দুর্বার বেগে ছুটে চলার সক্ষমতার কথাও আলোচনা করেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এখানে আমাদের ভাবার বিষয়টি হলো, সেই পার্থক্যকারী সীমারেখা কোনটি, যা হযরত সুলাইমান ও যুলাকারনাইনকে দাজ্জাল থেকে পৃথক ও আলাদা করে দিয়েছে। আমাদের চিন্তা করার বিষয়, তাদের মধ্যে পার্থক্যকারী সেই সূক্ষ্ম-রেখা কোনটি, যা একজন নেককার বাদশার প্রশংসায় কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে :

نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

অর্থ : (সুলাইমান) বড়ই উত্তম বান্দা, নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী। (সূরা সাদ : ৩০)

এ পার্থক্যকারী সীমারেখা হলো, ঈমান; ইসলাম। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও যুলকারনাইন তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যয় করেছেন মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। খোলাফায়ে রাশেদা এবং যুগে যুগে ইসলামের সত্যিকার শাসকরাও তা-ই করেছেন। তাদের মধ্যেও অনন্য শক্তি সামর্থ্য ছিল। বিস্তৃত ক্ষমতা ও ব্যাপক সক্ষমতা ছিল। দীর্ঘ দিন ক্ষমতার স্থায়িত্ব ছিল। তাদের মধ্যে রাজ্যপরিচালনার হেকমত ও কৌশল ছিল। আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা ও বিস্ময়কর দূরদর্শিতা ছিল।

তাদের এ সবকিছু ব্যবহারের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য ছিল, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। তারা নিজেদের সব ধরনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সক্ষমতাকে মানুষের কল্যাণ ও সফলতার জন্য ব্যয় করেছেন। জগতের মাঝে সত্য ও সততা, সাম্য ও সমতা, ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমের জন্য ব্যবহার করেছেন।

তাদের সকল বাসনা ও সাধনা ছিল, ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে মানুষ যেন চিরস্থায়ী কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করতে পারে।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম, যুলকারনাইন, খোলাফায়ে রাশেদা ও নেককার শাসকগণ সুন্দর ও উত্তম গুণাবলির সমাবেশ ও সমষ্টি ছিলেন। তাঁদের মাঝে সব ধরনের ভালো গুণের সম্মিলন ছিল। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা এসব নেককার শাসকদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য জানিয়ে দিচ্ছেন :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : তারা (নেককার শাসকরা) এমন, আমি যদি দুনিয়ায় তাদের ক্ষমতা দান করি, তা হলে তারা নামায কায়েম (এর কানুন ও পরিবেশ) করবে, যাকাত আদায় (এর ব্যাপারে লোকদের উৎসাহী ও অগ্রগামী) করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে। আর সব কাজের পরিণতি আল্লাহরই হাতে। (সূরা হজ : ৪১)

অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ : আর পরকালীন নিবাস তো আমি সেসব লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব দেখাতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। আর শেষের শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যই। (সূরা কাসাস : ৮৩)

এর বিপরীতে দাজ্জালের পরিচয় নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে বলেছেন, তা হলো কুফর। এ শব্দটা অনেক ব্যাপক অর্থকে শামিল করে। হাদীস শরীফে আছে :

مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وأمي.

অর্থ : দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে ك، ف، ر (কাফের) লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে—চাই সে পড়ালেখা জানুক বা না জানুক। (*সহীহ বুখারী*, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২০৮২৭)

জীবন-জগতে দাজ্জালের প্রভাব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আন্দাজ ও অনুমান করা যায়, দাজ্জাল বড় আহ্বানকারী হবে। গরম জোশওয়ালা হবে। উৎসুক ও উদ্যমী হবে। অনেক বেশি চতুর হবে। ঈমান ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসলামের মোকাবেলায় কুফর ও অবাধ্যতার প্রসার ঘটাবে। ন্যায় ও ইনসাফের বদলে অন্যায় ও অনাচার ছড়াবে। মানবতার শান্তি, কল্যাণ, সফলতাকে বরবাদ করে দেবে। বিদ্রোহ বিরোধিতা ও সীমালঙ্ঘনকারী হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

فَوَاللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ.

অর্থ : আল্লাহর শপথ, মানুষ দাজ্জালের কাছে আসবে; মনে করবে, সে মুমিন। এরপর লোকেরা তার অনুসারী হয়ে যাবে, ওইসব শোবা-সন্দেহের কারণে, যা সে তাদের দিলের মধ্যে পয়দা করে দেবে। (*সুনানে আবু দাউদ* : ৩৭৬২)

দাজ্জালের বিষয়টা এত বেশি সীমা ছাড়াবে এবং তার প্রচার-প্রসার এত ব্যাপক হবে, কোনো ঘর ও খান্দান তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে না। নারী-পুরুষ-বাচ্চা কেউ তার থেকে নিরাপদ থাকবে না। দাজ্জালের প্রভাব ও আকৃষ্টতা থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না।

ঘরের জিম্মাদার ও পুরুষ ব্যক্তি পরিবারের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। নিজের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন কাউকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। রুখতে পারবে না। বাধাও দিতে পারবে না। পরিবারের সবাই বেপরোয়া হয়ে যাবে। লাগামহীন উটের মতো যার যেদিকে খুশি ছুটবে। যেভাবে খুশি চলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

يَنْزِلُ الدَّجَّالُ بِهَذِهِ السَّبَخَةِ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ.

অর্থ : দাজ্জাল নীরব-নিস্তব্ধ মারকানা নামক স্থানে আসবে। শেষে তার কাছে মহিলারা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হয়ে ছুটে যাবে। এমনকি লোকেরা নিজেদের মা, মেয়ে, বোন ও ফুফুকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে। এ ভয় ও আতঙ্কে, তারা যেন দাজ্জালের কাছে না যায়। (*আলমুজামুল কাবির লিত-তবরানি* : ১৩০১৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দাজ্জাল আবির্ভাবের আগে সমাজ ও আধুনিক সোসাইটির আখলাকি অধঃপতন ও চারিত্রিক অবক্ষয় চরম তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا.

অর্থ : তখন শুধু খারাপ লোকেরাই থাকবে। যারা চড়ুই পাখির মতো হালকা এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মতো মন্দ-স্বভাবধারী হবে। তারা তখন ভালোকে ভালো মনে করবে না, খারাপকে খারাপ মনে করবে না। (*সহীহ মুসলিম :* ৫২৩৩)

বর্তমান ভোগবাদী নাস্তিক্যবাদ কুফুরি সভ্যতাই হলো সেই জীবন্ত ছবি-চিত্র, যার মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল আসার পূর্ব-পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তার আসার পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের নকশা-নমুনাও বলে গেছেন। দাজ্জালের বিচরণকেন্দ্র ও প্রধান দুর্গগুলোও একদম স্পষ্টভাবে নিশানদিহি করে গেছেন।

আসলে এটি নবুওয়াতের একটি চিরন্তন ও স্থায়ী মুজিযা; এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কম শব্দে ব্যাপক অর্থের সারগর্ভময় কথা বলার একটি উত্তম-শ্রেষ্ঠ নমুনা, যাঁর বাণীসমূহের আশ্চর্যতা ও বিস্ময়তা কখনো ফুরাবে না, যাঁর কথামালার পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা কখনো শেষ হবে না, যাঁর পবিত্র জবান-নিঃসৃত বাক্যগুলোর সজীবতা ও মিষ্টতা কখনো কমবে না, যাঁর অমিয় কথাগুলো মুসলিম-অমুসলিম কারো জন্যই মুগ্ধতা ও আকৃষ্টতা সৃষ্টিতে কখনো ফারাক হয় না, হবেও না।

একদিকে বর্তমান-সভ্যতা চড়ুই পাখির মতো হালকাপনাভাবে ঘুরছে। বিমান নিয়ে আকাশে উড়ছে। বাতাসকে অধীন করে ব্যবহার করছে। এমনকি আধুনিক সভ্যতা বর্তমান প্রজন্মকে পাখির চেয়েও গতিশীল বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে এ আধুনিক সভ্যতার মধ্যেই রয়েছে, খুন-খারাবি, পাপাচার-স্বৈরাচার। এমন নষ্ট-ভ্রষ্ট মানুষও রয়েছে, যারা সমগ্র

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুনিয়াকে অস্থির অশান্ত করে রাখতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না। অনাচার ও অত্যাচারে, বিপন্ন ও বিপর্যয়ে পৃথিবীর সব ক'টি দেশ ও জাতিকে নিঃশেষ করে দিতেও কোনো কষ্ট-যাতনা[১] অনুভব করে না।

তারা শুধু সবুজ ফসলের মাঠ, ফলের বাগান আর ফুলে ভরা বাগিচাকেই বরবাদ করে না, বরং সুন্দর জনপদকেও ধ্বংস করে দেয়। মানববসতিকে তারা এমন নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে, ইতিহাসে এমন ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত ইহুদি ছাড়া আর কারো নেই। তাদের কাছে আরাম-আয়েশের, আনন্দ-উল্লাসের এবং ভোগ-বিলাসের সুযোগ, উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থাপনার এত আধিক্য ও প্রাচুর্য রয়েছে, অতীত ইতিহাসে এত ব্যাপক, এত সহজ, এত সুলভ, এত অবাধ আর কারো ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ.

অর্থ : সেসময় তাদের সম্পদ বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকবে এবং জীবনের দরকারি সবকিছু প্রস্তুত ও ব্যবস্থাকৃত পাবে। (*সহীহ মুসলিম* : ৫২৩৩)

মনে করবে আমরা অনেক ভালো কাজ করছি

বস্তুবাদী সভ্যতা দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবনকে বিশ্বাস করে না। তারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তারা এখানের সুখ-ভোগ ছাড়া অন্য কোনো জগৎ ও জীবন মানে না। তারা দুনিয়ার জীবনের বাইরে অন্য কোনো জীবনের পরিণাম ও পরিণতিকে মানতে নারাজ। তারা নিজেদের সব শক্তি-সামর্থ্য জ্ঞান ও মেধা শুধু দুনিয়ার জীবন-জিন্দেগির উন্নতি ও সমৃদ্ধি, বিলাস ও বিনোদনময় করার পেছনেই নিবেদিত ও নির্ধারিত করে রেখেছে। দুনিয়ার

---

১. বিশ্বমোড়ল আমেরিকা-বৃটেন ইরাক-আফগানিস্তান-চেচনিয়া-বসনিয়া-হারজেগোবেনিয়া ও পাকিস্তানে, ইহুদিরা ফিলিস্তিন ও মিশরে, শিয়ারা ইরান-লেবানন-সিরিয়া ও ইয়ামানে, বৌদ্ধরা চীন ও মিয়ানমারে, হিন্দুরা ভারত ও কাশ্মিরে মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের অমানবিক নির্যাতন করছে। নির্বিচারে নির্মমভাবে মুসলমানদের হত্যা করছে। জার্মানি ফ্রান্স ও রাশিয়া মুসলমানদের হত্যায় ইন্ধন দিচ্ছে। নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার ব্যাপারে আধুনিক সভ্যতাধারীদের মধ্যে সামান্য ব্যথা-বেদনাও নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্যই তারা তাদের সব চেষ্টা ও সাধনা করছে। দুনিয়াবি সুখের জন্যই গোটা জীবনকে অর্পণ ও সমর্পণ করে দিচ্ছে।

এজন্য আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফের শেষ আয়াতে দুনিয়া-পূজারিদের স্পষ্ট ভাষায় সচেতন ও সতর্ক করে দিয়েছেন। এ আয়াতে বস্তুবাদী সভ্যতার সমর্থক ও নেতৃবৃন্দকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দেশ ও মুসলমানদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা ইহুদি-খৃস্টান ও অমুসলিমদের তাবেদার গোলামদেরও নির্দিষ্টতার সঙ্গে সম্বোধন করা হয়েছে।

এ আয়াত এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে সামান্য দাগও ধরা পড়ে যায়। চেহারার সামান্য ওঠানামাও পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এটি এমন একটি আয়াত, যার মধ্যে কুফর ও নাস্তিক্যবাদের পরিণাম বলে দেওয়া হয়েছে। ভোগ-বিলাসী বস্তুবাদী সভ্যতার সব ধরনের ফাঁদ ও প্রতারণার হাকিকত খুলে দেওয়া হয়েছে। সত্যকে চেপে রাখার সকল মতলববাজির পর্দাকে ফেড়ে দেওয়া হয়েছে। বস্তুবাদী দাজ্জালি সভ্যতার অসৎ উদ্দেশ্য এবং এর ঘৃণিত স্বভাব-রুচিকে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে।

অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা এদের পরিচয় দিয়েছেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۙ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.

অর্থ : যখন তাদের বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা (অশ্লীলতা ও নাস্তিকতা) বিস্তার কোরো না (বরং এসব খারাপ কাজ ত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে এসো)। তারা বলে, (আমাদের কাজগুলো খারাপ হবে কেন?) আমরা তো (পৃথিবীতে) শান্তি-প্রতিষ্ঠাকারী। (সূরা বাকারা : ১১)

কুরআন মাজীদের এ আয়াত ইহুদিদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। যাদের জন্য সজাগ ও সতর্ক হওয়ার এত ভরপুর দীর্ঘ ইতিহাস থাকার পরও তারা আখেরাত ভুলে গেছে। ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে আছে। কুরআনের এ আয়াত বিশ্বব্যাপী তাদের ধূর্ততা ও ধুরন্ধতার গালে চড় লাগিয়ে দিয়েছে। ইহুদিরা তাদের সব জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধি খরচ করছে জাগতিক উন্নতি-সাধনে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পেছনে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পৃথিবীর সব সম্পদ ও ক্ষমতা দখলের পেছনে। বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে। সম্পদ ও মিডিয়া দখলে। সব জায়গায় নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করার পেছনে।

ইহুদিরা তাদের সব চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা ও উদ্যোগ, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ব্যবহার করছে আল্লাহ ও শেষ নবীর বিরোধিতায়। আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি ও অবাধ্যতায়। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা সময়, সম্পদ, শ্রম, মেধা সবকিছু দিয়ে ইসলামকে মেটানোর পেছনে পড়েছে। ইহুদিরা নিজেদের অসাধারণ মেধা-প্রতিভা, ভাবনা-চিন্তা, চেষ্টা-সাধনার সবটা ব্যয় করে যাচ্ছে, মুসলমানদের উজাড় বিনাশ ও ধ্বংস করতে। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলিম দেশ ও জাতির মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির পেছনে। মুসলমানদের মেধা ও সম্পদ নষ্ট করে ফেলতে।

তারা দাবি করে, বনী ইসরাঈল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি এবং ইহুদিরাই 'আল্লাহর প্রিয়'। এটা ফলানো ও প্রমাণের জন্য তারা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতার চক্রান্ত ও সংঘাত করে যাচ্ছে।

আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইহুদিদের এমন হীন ও জঘন্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেন :

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا.

অর্থ : (নবী,) বলে দাও, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব, কারা নিজেদের কাজ-কর্মে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো ওইসব লোক, যাদের সব চেষ্টা ও অর্জন দুনিয়ার জীবনেই নষ্ট হয়ে গেছে; অথচ তারা মনে করে, তারা খুব ভালো কাজ করছে। এরাই সেইসব লোক, যারা তাদের পরওয়ারদিগারের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সমীপে হাজির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। আমি কেয়ামতের দিন তাদের কাজের কোনো মূল্যায়ন করব না। (সূরা কাহাফ : ১০৪-১০৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআন মাজীদ মানুষের সীমিত জ্ঞান ও অসম্পূর্ণ ভাবনার ওপর বারবার চাবুক লাগাতে থাকে। মানুষ দাবি করে, দুনিয়ার সবকিছুর সংবাদ তার কাছে আছে। সৃষ্ট জীব ও বস্তু, আসমান ও জমিন, তারকা ও নক্ষত্ররাজি, গ্রহ ও উপগ্রহ, স্থল ও জল, লোকালয় ও বিজন বন, মরুভূমি ও বরফে ঢাকা প্রান্তর সম্পর্কে মানুষ অবগত; এমনকি কেবল আল্লাহ পাকই জানেন, এমন বিষয় সম্পর্কেও মানুষ জানে, জানতে পারার দাবি করছে। এবং সেগুলো থেকে ভালোমন্দ অর্জন করা, লাভ-ক্ষতি হওয়া মানুষ তার ইচ্ছার অধীন মনে করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুনিয়ার সবকিছু মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।

মানুষ জগতের সবকিছু জানে এ কথাকে খুব প্রচার করে। এটা নিয়ে তারা খুব গর্বও করে। অথচ তাদের সবার জানা ও অবগতি, জ্ঞান ও মেধা একত্র করলে সেটা সাগরের এক ফোঁটা পানি এবং মরুভূমির একটা কণা পরিমাণও হবে না।

ঈমানহীন বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে থাকে এক ধরনের আত্মপূজা। নিজের জ্ঞান ও মেধার ওপর থাকে বাড়াবাড়ি রকমের ভরসা-বিশ্বাস। নিজের বুঝ-বুদ্ধির বাইরের আর সবকিছুকে অস্বীকার ও অস্বীকৃতি জানানোর এক ধরনের প্রবণতা। এটা অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা। আত্মপ্রশংসা ও চিন্তা-ভাবনার সংকীর্ণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির নীচতা ও হীনতার প্রমাণ। এটাই সেই প্রাথমিক রোগ, যা বস্তুবাদের গভীরে প্রথমে শেকড় গাড়ে। এরপর তা বস্তুবাদের সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কথা ও কাজে প্রকাশ পেতে থাকে। আর এটা এমনই এক রোগ, যার মধ্যে রয়েছে সব ধরনের খারাবি। যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও অনিষ্টতা। সব ধরনের অন্যায় অনাচার ও পাপাচারের জড় ও শেকড়।

ইহুদিরা হলো সেই ভ্রষ্ট ও বিপথগামী জাতি, যারা কখনো জুলুম-নিপীড়নে লিপ্ত ছিল। কখনো নাফরমানি ও অবাধ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। কখনো নিজেদের খোদা দাবিদার ছিল। ঈমান ও ইসলাম থেকে তারা এতটাই বিগড়ে গেছে, একসময় তারা ওইসব লোকদেরও নির্যাতন করত, আল্লাহ তাআলা যাদের ঈমান দান করেছিলেন। ইসলামের সহীহ বুঝ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সমঝ দান করেছিলেন। যারা আল্লাহ পাকের সঠিক পরিচয় ও মারেফাত অর্জন করেছিলেন, যেমনটা আসহাবে কাহাফের সাত ঈমানদার যুবকের ঘটনা থেকে জানা যায়।

কুরআন মাজীদ ওইসব লোকদের অপছন্দ করে, যারা শুধু দেখা জিনিসের ওপর ভরসা-বিশ্বাস করে। দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগিতে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। দুনিয়ায় হামেশা থাকার আশা পোষণ করে। এমনকি কুরআন মাজীদ প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও ভর্ৎসনা করে, যারা সম্পদ কমে যাওয়ার ভয়ে গরিব-অসহায়কে দান করা থেকে বিরত থাকে, যেমনটা দুই বাগিচার মালিকের ঘটনায় অতিবাহিত হয়েছে।

মানুষের সীমিত ও স্বল্প জ্ঞান কখনো এমন জিনিসের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে, যা প্রথম দৃষ্টিতে ভুল ও বেঠিক মনে হয়। যেটা বিবেক-বিবেচনা এবং অনুভব-অনুভূতির বিপরীত ও বাইরে হয়। যেমনটা হযরত মুসা ও খিযির আলাইহিস সালাম-এর ঘটনায় কুরআন মাজীদ দেখিয়ে দিয়েছে।

কখনো মানুষের সীমিত ও সামান্য দৃষ্টিশক্তি ভুল করে বসে। দূরকে কাছে, কাছেকে দূরে মনে করে। অবাস্তবকে বাস্তব এবং বাস্তবকে কল্পনাকুসুম মনে করে। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে ঠিক মনে করে। মনে হওয়ার এ ভুল বনী আদম করে। করতে বাধ্য। যুলকারনাইনের মতো বিচক্ষণ মেধাবী ও শক্তিধর বাদশারও মনে হয়েছে—সূর্য যেন একটা ঘোলাটে কুয়ায় ডুবছে। কুরআন মাজীদ এরও বর্ণনা রয়েছে :

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِیْ عَیْنٍ حَمِئَةٍ

অর্থ : (এবং পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে যুলকারনাইন গেলেন।) যেতে যেতে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌছল, তখন সে দেখতে পেল, সেটি এক কর্দমাক্ত (কালো) জলাধারে অস্ত যাচ্ছে। (সূরা কাহাফ : ৮৬)

ইয়ামানের কওমে সাবার রানী বিলকিস হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর শিশমহলে প্রবেশ করার সময় ধারণা করেছিলেন, কাচমহলের সামনের আঙিনা দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তাই সে পথটুকু চলতে গিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রানী জলদি করে পায়ের নিচ দিককার কাপড় উপর দিকে খানিকটা টেনে নিলেন। মানুষের দেখাশোনার মধ্যেও যে অসম্পূর্ণতা ও অপূর্ণাঙ্গতা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে সেটি জানিয়ে দিচ্ছেন :

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ.

অর্থ : তাকে (বিলকিসকে) বলা হলো, এ মহলে প্রবেশ করো। যখন সে তা দেখল, মনে করল তা পানি। তাই সে কাপড় খানিকটা উঁচিয়ে ধরল। সুলাইমান বলল, এটা তো মহল। শিশার কারণে স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। (সূরা নামল : ৪৪)

সূরা কাহাফের শেষ আয়াতের সঙ্গে এর শুরুর আয়াতের সমন্বয় রয়েছে। তাতে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলার ইলম মানুষের ইলমের চেয়ে অনেক বেশি। কতটা বেশি! পৃথিবীর মানুষের ধারণার চেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলার কালিমাত[১] মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মানুষের বোধ ও উপলব্ধির ঊর্ধ্বে। যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম হয়ে যায় এবং সব সাগরের পানি লেখার কালিতে পরিণত হয়ে যায়,[২] তারপরও মহান আল্লাহর কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

---

১. আল্লামা আলুসি রহ. *তাফসীরে রুহুল মাআনীতে* লিখেছেন : কালিমাত দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের ইলম ও হেকমত; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার কুদরত ও সক্ষমতা। তাঁর আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ঘটনারাজি এবং রহস্যময় বিষয়াবলি। যখন তিনি সেগুলো প্রকাশ করতে চান, তখন শুধু একটি মাত্র শব্দ 'কুন—হও' দ্বারা প্রকাশ করেন।

২. পৃথিবীর প্রশস্ততা ও বিস্তৃতি, তারকারাজির পারস্পরিক দূরত্ব, জমিন থেকে তারকার দূরত্ব, আলোর চলাচল ও গতিবেগ, এক-একটি নক্ষত্রপুঞ্জে তারকার সংখ্যা, সূর্যের চলাচল, তারকারাজির ভিড় ও ওজন ইত্যাদি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের মানুষ ধারণা লাভ করতে পারছে। এগুলোর মধ্যে যে আশ্চর্যতা ও বিস্ময়তা, সূক্ষ্মতা ও নাজুকতা, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ, আকৃষ্ট ও আকর্ষণকারী বিষয় রয়েছে, তা এ বিশাল পৃথিবীর নেযাম ও শৃঙ্খলার জন্যই আল্লাহ তাআলা রেখেছেন; এগুলোর প্রত্যেকটির মাঝে রয়েছে প্রয়োজন-পরিমাণ পৃথকতা ও দূরত্ব।

পৃথিবীর স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য এগুলো পরিমিতভাবে দায়িত্ব পালনে রত আছে; এমনকি শীত ও গরমের মৌসুমে রয়েছে এসব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এরকম অসংখ্য কুদরত ও নিদর্শন রয়েছে সমগ্র সৃষ্টিজগতে, যার উপলব্ধি ও অবগতি আগে মানুষের ধারণায়ও আসেনি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন :

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا.

অর্থ : (নবী, মানুষকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে আমার আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাতে সাগরের কমতি পূরণের জন্য অনুরূপ আরও সাগর নিয়ে আসি না কেন! (সূরা কাহাফ : ১০৯)

কুরআন মাজীদের আরেক সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : জমিনে যত গাছ আছে, যদি সেগুলো কলম হয়ে যায় এবং এই যে সাগর, এর সঙ্গে যদি এ ছাড়া আরও সাত সাগর মিলে যায় (এবং তা কালি হয়ে আল্লাহর গুণাবলি লিখতে শুরু করে) তবুও আল্লাহর কথামালা নিঃশেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক জবরদস্ত শক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা লোকমান : ২৭)

নবুওয়াতের জরুরত এবং নবীর স্বাতন্ত্র্য

সৃষ্টিসমূহের আধিক্য ও ব্যাপকতার কারণে তামাম দুনিয়ার হাকিকত ও রহস্য মানবশক্তির অনুধাবনের বাইরে। তাই আল্লাহ তাআলার

বিজ্ঞানের মাধ্যমে বর্তমানে মানুষ এসব জানতে পারছে। জল, স্থল ও আকাশ-বিষয়ক হাজার হাজার বিষয় এখনো অজানা রয়ে গেছে। নভোমণ্ডল ছাড়া আছে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যাসহ আরও বহু বিষয় ও জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান।

এগুলো ওইসব জ্ঞান ও আবিষ্কার, যা অতীতে কেবল স্বপ্নই ছিল। বর্তমানে যে কোনো বিষয়ের ওপর প্রচুর গবেষণাধর্মী রচনা ও গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। কোনো কোনো বিষয়ের ওপর বিরাট লাইব্রেরিও অস্তিত্বে এসে গেছে। উন্নত ও আধুনিক মানের বিজ্ঞানাগার ও গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত সব আয়োজন ও অর্জনের পরও মানুষের জানার চেয়ে অজানা বিষয়ই এখনো রয়ে গেছে অনেক বেশি। আবার জানা বিষয়গুলোর হাকিকত হলো, এটাই চূড়ান্ত নয়। যে কোনো সময় এ জানাটাও আবার পরিবর্তন হচ্ছে। মোটকথা, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ খুব কমই জানে। জানা বিষয়গুলোও অজানায় ভরে আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কথামালাকে লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সংকলন করার জন্য জমিনের সব গাছ এবং সাত সাগর কালি যথেষ্ট নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানব-জ্ঞানের ধারণ ও উপলব্ধির অসীম ঊর্ধ্বে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। যখন আল্লাহ তাআলা মানুষের বোধ ও উপলব্ধি এবং ধারণ ও অনুধাবনের ঊর্ধ্বে তখন আল্লাহ পাকের মারেফাত, তাঁর গুণাবলি, বাণীসমূহ মানুষ আয়ত্ত করবে কীভাবে? আল্লাহপ্রদত্ত ইলম-জ্ঞান, জীবন-জটিলতার সমাধান, আল্লাহপ্রদত্ত মুক্তি ও সফলতার উপায় ও ব্যবস্থা মানুষ হাসিল করবে কীভাবে? আল্লাহর দীন ও শরীয়তের দিকে মানুষকে রাহনুমায়ি করবে কীভাবে?

তা ছাড়া নবী, তিনি নিজেও একজন মানুষ। অন্যদের ওপর তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যাবে কীভাবে? কারণ, আমরা তো এ কথা আগেই তাসলিম ও স্বীকার করে নিয়েছি, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সীমিত। বিবেক-বিবেচনা স্বল্প ও ত্রুটিযুক্ত।

আমাদের এ প্রশ্নের এক বাক্যে উত্তম সুন্দর জবাব ও সমাধান দিয়ে দিয়েছে কুরআন মাজীদ। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের জবানে এর সমাধান ঘোষণা করাচ্ছেন :

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

অর্থ : (নবী,) বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। তবে আমার প্রতি ওহী নাজিল করা হয়। তোমাদের মাবুদ কেবলই একজন। সুতরাং যে কেউ নিজ মালিকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে। (সূরা কাহাফ : ১১০)

কুরআন মাজীদের এ আয়াত আমাদের বলে দিচ্ছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের রাজ-রহস্য। জানিয়ে দিচ্ছে, ইসলাম ঈমান ও ইরফানের কোথায় ঝরনা-উৎস, যা ছাড়া মানুষের সফলতা ও কামিয়াবির কল্পনাও করা যায় না। শুধুই ওহীয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এলাহি। নবীর স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বই হলো আল্লাহ তাআলার ফরমান ও নির্দেশ-লাভ। কুরআন মাজীদে নবীর ভাষায় বিবৃত হচ্ছে :

إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ.

অর্থ : আমি তো এ ছাড়া আর কিছুই নই—কেবল তোমাদেরই মতো একজন মানুষ; তবে আল্লাহ তাআলা আমার ওপর ওহী নাজিল করেন। (সূরা কাহাফ : ১১০)

শেষকথা

আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফকে শেষ করেছেন আখেরাতের আলোচনা দিয়ে। তিনি সূরা কাহাফের আলোচনার ইতি টানছেন এ সবক দিয়ে, জীবন-জিন্দেগির প্রতিটি কথা-কাজে যেন আমরা আখেরাতকে স্মরণ রাখি। এতে সূরার সমাপ্তি ও সূচনার সঙ্গে সেই অমোঘ বন্ধন রয়েছে। প্রাণ ও রুহের সেই অন্তরঙ্গতা রয়েছে, যা সূরা কাহাফের সমগ্র আলোচনার মধ্যে প্রবহমাণ ছিল। এটি হলো :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ أَحَدًا.

অর্থ : ব্যস, যে-ই তার পরওয়ারদিগারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা রাখে, তার উচিত সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে। (সূরা কাহাফ : ১১০)

সমাপ্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

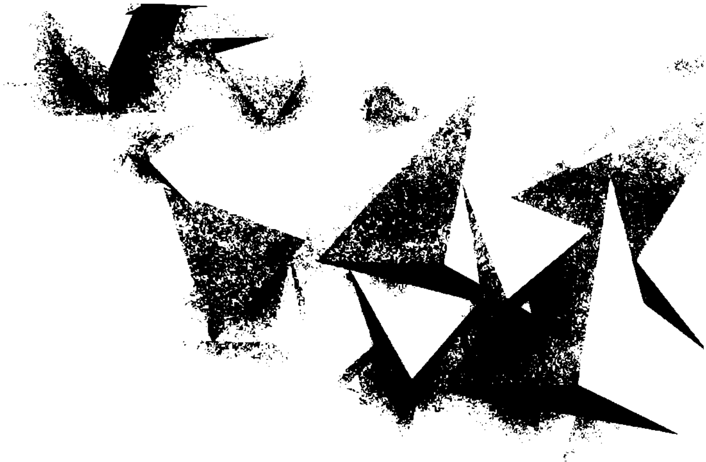

রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com